বিক্রমাদিত্য

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত]

প্রথম অভিনয় রজনী :—
বৃহস্পতিবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স্ ও

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়,

মিনার্ভা থিয়েটার

এবং

ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৪৩-এ, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭, শঙ্কর হালদার লেন,
কলিকাতা—৫

মূল্য ১॥০ টাকা

৪৩-এ, নিমতলা ষ্ট্রীটস্থ
ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

গল্পাংশের দিক দিয়া মৎপ্রণীত 'মোগল মসনদে'র সহিত এই নাটকের কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ বিক্রমাদিত্য একখানি নূতন নাটক।

এই নাটকের অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছেন। পরিচালক নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র, নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র সমবেত প্রযত্নেই 'বিক্রমাদিত্য' এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

মিনার্ভার ব্যবস্থাপক, শিল্পী ও কর্ম্মী সকলকেই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য।

নাট্যকার

উৎসর্গ

সৎ সাহিত্য প্রচার ব্রতী,

অশেষসদ্‌গুণ সমলঙ্কৃত, মদীয় পরম শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসুবোধচন্দ্র সুর

মহাশয়ের করকমলে

এই নাটকখানি সাদরে উপহার দিলাম

—নাট্যকার—

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

যশোধর্ম্মন (বিক্রমাদিত্য)	...	উজ্জয়িনী-সম্রাট
বলাদিত্য	...	ঐ বন্ধু (অজয়গড়-অধিপতি)
মিহিরকুল	...	হুন অধিনায়ক (উজ্জয়িনীর রাষ্ট্রপাল)
রুদ্রদমন, ভেরামল, কুলকর্ণি	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষগণ
মহাসেন	...	উজ্জয়িনীর মহামাত্য
রণধীর	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ—শিবানীবাঈয়ের পুত্র
উদয়ভান	...	ঐ সহকারী
উদ্ধব	...	বলাদিত্যের অনুচর
ওঙ্কারনাথ	...	মহাকাল মন্দিরের পূজারী
বিষান	...	যশোধর্ম্মনের নিষাদ অনুচর
মহাবীর, সহদেব, রাজারাম	...	নাগরিকগণ

স্ত্রী

শিবানীবাঈ	...	যশোধর্ম্মনের ধাত্রী
উর্ম্মিলা	...	তক্ষশিলার রাজকন্যা
চন্দ্রা	...	বলাদিত্যের বাগ্‌দত্তা
উৎপলা	...	নর্ত্তকী

সংগঠন কার্য্যিগণ

স্বত্বাধিকারী	...	মিনার্ভা লিমিটেড
নাট্য-পরিচালক	...	শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র
সুর-সংযোজক	...	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
নৃত্য শিক্ষক	...	শ্রীগোপাল পিলাই ও শ্রীরতন সেনগুপ্ত
ব্যবস্থাপক	...	শ্রীগৌরদাস বসাক
পর্য্যবেক্ষক	...	শ্রীবঙ্কিম দত্ত
হারমোনিয়ম বাদক	...	শ্রীরতন দাস
তবলা বাদক	...	শ্রীকার্ত্তিক মল্লিক
পিয়ানো বাদক	...	শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য
ক্লারিওনেট বাদক	...	শ্রীমথুর শেঠ
ফ্লুট বাদক	...	শ্রীঅনিল বোস
ট্রাঙ্গেল বাদক	...	শ্রীবসন্ত দাস
বেহালা বাদক	...	শ্রীনারায়ণ বসাক
স্মারক	...	শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য শ্রীযোধকুমার মুখোপাধ্যায়

রূপসজ্জাকর :—শ্রীবাদল গাঙ্গুলী, শ্রীঅমূল্য দাস, শ্রীকালীপদ দাস, শ্রীবিজয় ঘোষ ও শ্রীবিজয় পোড়ে।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ

পুরুষ

বিক্রমাদিত্য (যশোধর্ম্মন)	··· শ্রীসুশীল রায়
বলাদিত্য	··· শ্রীঅজিত বন্দোপাধ্যায়
মিহিরকুল	··· শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
মহাসেন	··· শ্রীকুঞ্জ সেন
রুদ্রদমন	··· শ্রীবিভূতি দাস
ভেরামল	··· শ্রীবিমল ভৌমিক
কুলকর্ণি	··· শ্রীগোবিন্দ আঢ্য
রণধীর	··· শ্রীসন্তোষ সিংহ
উদয়ভান	··· শ্রীসুধীর চন্দ্র সোম
উদ্ধব	··· শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র
ওঙ্কারনাথ	··· শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
বিষান	··· শ্রীমিলন কুমার দত্ত
মহাবীর	··· শ্রীম্যালকম
সহদেব	··· শ্রীসূর্য্য সেন
রাজারাম	··· শ্রীনকুল গাঙ্গুলী

স্ত্রী

শিবানী বাঈ	... শ্রীমতী রাণীবালা
উর্ম্মিলা	... শ্রীমতী রাণী ব্যানার্জ্জী
চন্দ্রা	... শ্রীমতী মুকুলজ্যোতি
উৎপলা	... শ্রীমতী সীতাদেবী

সামন্তগণ, দৌবারিক, সৈনিকগণঃ—

শ্রীগিরি ঘোষ, হরেন গোস্বামী, অমিয় কর, স্মরিৎ চট্টোপাধ্যায়,
সুধেন্দু বোস, যুগল অধিকারী, নীলরতন ভট্টাচার্য্য,
অমর ভট্ট, অমুল্য মিত্র ইত্যাদি

দেবদাসীগণ ও নর্ত্তকীগণ—

শ্রীমতী প্রফুল্লবালা, প্রভারাণী, রাধারাণী, পরীরাণী, বীণা দাস, রানু বোস
কৃষ্ণভামিনী, দুলালীবালা, লীলাবতী, সন্ধ্যারাণী, আরতি সেন,
উমা দত্ত, শেফালী সেন, চামেলী সেন, শেফালী বোস,
পূর্ণিমা মিত্র, জ্যোৎস্না মিত্র, গীতা সাহা, লক্ষ্মীপ্রিয়া,
নির্ম্মলা, মালতী, নমিতা, লক্ষ্মীমণি,
রেণুবালা (সুখ) ইত্যাদি

নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী
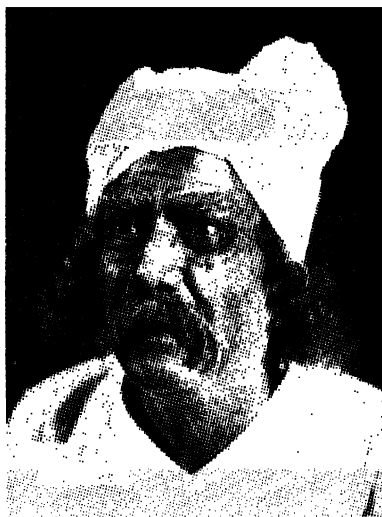
নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উজ্জয়িনী-মহাকাল মন্দির। কাল সন্ধ্যা।

[ওঙ্কারনাথ আরতি করিতেছিলেন। দেবদাসীগণ করিতেছিল আরতি নৃত্য]

গান।

হে দেবতা !

এই কালো রূপ দেখতে নারি, নারীর শোনো মনের কথা,
রজতগিরি মূর্ত্তিখানি রা'খলে কোথায়, হে দেবতা ?
ঢল ঢল সেই মু'খানি, কণ্ঠে নীলের রেখা,
ললাটে সেই সোণার বরণ আধেক চন্দ্রলেখা,
কালো শিলায় মিলবে কোথায়, বল বল সেই বারতা।
যেই রূপেরি লাগল চমক উমারাণীর চো'খে,
কেন গোপন, হে ত্রিনয়ন, না দেখি তিন লোকে ?
সেই স্বরূপে অরূপ রতন দেখব ব'লে আকুলতা !

[দেবদাসীগণের প্রস্থান। ওঙ্কারনাথ নীচে নামিয়া সমবেত জনতাকে শান্তিজল প্রদানে উদ্যত হইলেন।]

মহাবীর। দাও বাবা দাও, তোমার ঐ শান্তিজলে যদি অশান্তি আমাদের এক তিলও কমে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচি একটু ঠাকুর !

সহদেব। ঘর সংসার করা দায় হ'ল বাবাঠাকুর ! হুনেদের অত্যাচারে—

রাজারাম। আরে চুপ্ চুপ্—

ওঙ্কার। হাঁ, চুপ করাই ভাল বাবা! সবাই সব জানি আমরা, সাহস নেই মুখে ব'লবার। ভগবান শঙ্করকে প্রার্থনা জানাও—রাজা যেন দেশের শাসনভার নিজের হাতে নেবার শক্তিলাভ করেন অচিরেই—

সহদেব। মহারাজ স্বর্গে গেলেন, ভালই ক'রলেন, কিন্তু যাবার বেলায় দেশের শত্রু মিহিরকুলের হাতে রাজ্য সমর্পণ ক'রে গেলেন যে কোন্ বুদ্ধিতে—

সকলে। আরে চুপ্ চুপ্—

সহদেব। কথা বলতে গেলেই তোরা চুপ্ চুপ্ ক'র্‌বি? সত্যি কথা ব'লবার ত সাহস নেইই তোদের, সত্যি কথা শুনতেও ভয়? তোদের জায়গা হ'ল,—নগরে নয়, জঙ্গলে! জঙ্গলে! (প্রস্থান)

ওঙ্কার। সহদেব রাও অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়েছে দেখছি। উত্তেজনার কারণ সত্যই আছে, কিন্তু দেবস্থানে ও আলোচনা না হওয়াই ভাল।

মহাবীর। রাজসভাতেও ত আলোচনা নিষিদ্ধ! রাজা আর দেবতা, দীন দুঃখীর আশা ও ভরসা এই দুইয়েরই উপর। দু'জনাই যদি মুখ ফেরান, আমরা তবে দাঁড়াই কোথায়? চল হে চল—

(সকলের প্রস্থান)

ওঙ্কার। এরা তবে দাঁড়ায় কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে?

(উৎপলার প্রবেশ)

উৎপলা। দিতে পারি আমি—দাঁড়াবে ওরা নিজের পায়ের উপর!

ওঙ্কার। নিজের পায়ের ওপর? বলা সহজ! (হাস্য)

উৎপলা। আপনি হাসছেন! কিন্তু সব সত্যের চরম সত্য এই শুনুন ঠাকুর, নিজের পায়ে ভর দিয়ে যে দাঁড়াতে শেখেনি, তার দাঁড়াবার ঠাঁই রাজাও দিতে পারেন না, পারেন না দেবতাও।

ওঙ্কার। তুমি কি উৎপলা?

উৎপলা। (হাসিয়া) চিনেছেন তাহ'লে! আমি সেই পাপীয়সী উৎপলাই বটে! (প্রণাম)

ওঙ্কার। কল্যাণ হ'ক, কোথায় ছিলে তুমি?

উৎপলা। কোথায় ছিলাম না? ইরাণে, তুরাণে, মিশরে, চীনে—

ওঙ্কার। কী ক'রলে সেখানে?

উৎপলা। যা এখানে ক'রতাম! নাচ, গান, লাস্য, বিলাস—

ওঙ্কার। এখানে ক'রতে দেবতার মন্দিরে!

উৎপলা। অন্যত্র ক'রেছি মানুষের মন্দিরে! স্থান পরিবর্ত্তনের দরুণ উপকৃতই হ'য়েছি আমি। কোটী স্বর্ণের অধিকারিণী আমি আজ। যে-আমি এক কণা অন্নের জন্য মুখাপেক্ষী ছিলাম—মন্দিরের ভাঁড়ারীর।

ওঙ্কার। তা, উপার্জন কি স্বর্ণ ই ক'রলে শুধু?

উৎপলা। আর কী ক'রব?

ওঙ্কার। সুখ?

উৎপলা। সুখ?

ওঙ্কার। তুমি নীরব! সুখ তুমি পাওনি! তবে গেলে কেন উৎপলা?

উৎপলা। না গেলে সুখ পেতাম?

ওঙ্কার। কেউ কেউ পেয়েছে!

উৎপলা। দেবতার দয়ায়?

ওঙ্কার। নিজের সাধনায়! সাধনাতেই পাওয়া যায় অবশ্য দেবতার দয়া! এখানে সেই সাধনাই সুরু হ'য়েছিল তোমার!

উৎপলা। সে-সাধনাতেই টিকে থাকতে পারতাম হয়ত, অন্য দেব-দাসীদের মতই, যদি ভাঁড়ারী ঠাকুর খেতে দিতেন পেট ভ'রে! সিদ্ধির আশায় উপবাস আমার ধা'তে সইল না।

ওঙ্কার। কিন্তু সিদ্ধির জন্য উপবাসই প্রয়োজন। সুখের জন্য প্রয়োজন সংযম। প্রিয়কে পেতে হ'লে নিবৃত্তিমার্গ ভিন্ন অন্য পথ নেই। তুমি দেবতা প্রণাম ক'রতে এসেছ বোধ হয়? প্রণাম ক'রে নিজস্থানে যাও বৎসে! আমায় নিভৃতে থাকতে দাও একটু!

উৎপলা। হাঁ, জানি! এ আপনার ধ্যানের সময়—

ওঙ্কার। এস তবে—(পূজা বেদীর দিকে অগ্রসর)

[উৎপলা মহাকালকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল বলাদিত্য প্রবেশ করিতেছে।]

বলাদিত্য। প্রভু কোথায়?

উৎপলা। কোথায় যে প্রভু, কে তা ব'লে দেবে? সারা পৃথিবী খুঁজে এলাম বৃথাই!

বলাদিত্য। পাগল না কি?

ওঙ্কার। (বেদী হইতে) বলাদিত্য?

বলা। প্রভু!

ওঙ্কার। এদিকে এস—(বলাদিত্য উপরে উঠিয়া গেলেন)

উৎপলা। ইরাণে পাইনি, মিশরে পাইনি, পাইনি চীন বা উত্তর কুরুবর্ষে! বীর দেখেছি, সুন্দর দেখেছি, মহৎও দেখেছি। দেখিনি কেবল প্রিয়কে!—এ কিন্তু উদাসীন! ধরণীর নব-উর্ব্বশী উৎপলার দিকে

ভাল ক'রে চোখ মেলে চাইলে না পর্য্যন্ত। কিন্তু—হ্যাঁ, আমি চাওয়া'তে জানি—

গান।

ও উদাসী সন্ন্যাসী !
কনকচাঁপা কুমারী এক প্রেমকণিকার অভিলাষী !
হিমালয়ের হিমেল পুরে,
বিরহেরি করুণ সুরে,
গৌরীরাণীর হৃদয়বাণী তোমার আশে যায় যে ভাসি।
আপন-ভোলা শ্মশানচারী,
সাজিয়ে পূজা রইল নারী,
নিঠুর তুমি, আসবে না কি মনের ভুলে মধুর হাসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উজ্জয়িনীর রাজপথ

[পথচারিগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইটী রমণী নৃত্য করিতেছে।]

নৃত্য।

(নৃত্য শেষে রমণীদ্বয়ের প্রস্থান)

মহাবীর। মেয়ে দু'টো নাচে ভালো, কিন্তু চেহারায় কিছু নেই—

সহদেব। নাঃ, শুকনো কাঠ একেবারে—

রাজারাম। চেহারায় কিছু থাকলে কি আর ধনপৎ খুড়ো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে? এতক্ষণ—

সহদেব। ধনপৎ? কই?

রাজারাম। আরে, ঐ যে! ঐ বাড়ীটার ছাদে! দেখছ না?

মহাবীর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ত! ভুখোড় লোক! অষ্টপ্রহর সজাগ!

সহদেব। তা নইলে আর অত পয়সা কামাতে পারে?

রাজারাম। পয়সা কামানোর কথা যদি তুললে—তবে অনুপ সিংয়ের মেসোর ভাইপো—ওই যে কী নাম তার—তার কাছে ধনপৎ কিছু নয়! এক একটী সুন্দরীর সন্ধান এনে দেয়—আর মনিবের ঠেঁয়ে পুরস্কার বাগিয়ে নেয়—তা কে জানে পঞ্চাশ, কে জানে পাঁচশো! মাল পছন্দ হ'লে রুদ্রদমন রাও তঙ্কার তোয়াক্কা থোড়াই রাখে!

সহদেব। রুদ্রদমন আবার 'রাও' হ'ল কবে থেকে?

রাজারাম। শুধু রুদ্রদমন কেন? হুন মাত্রেই 'রাও' হ'য়ে গেছে আমাদের দেশে, তা টের পাওনি বুঝি? ওরা সবাই আমাদের প্রভু, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সম্ভ্রম ক'রে কথা কইতে হবে ত!

মহাবীর। ওদের কথা না কইলেই নয়, না কি? কিসে কি ঝঞ্ঝাট বাধে, কে জানে বাবা, ওদের কথা তুলবারই দরকার নেই! ধনপৎ খুড়োর কথা কও না! সে ও-দলের লোক নয়! রণধীর সিংয়ের চাকরি করে সে!

সহদেব। সে বেশ কথা! ধনপৎ খুড়োর কথাই হ'ক। তা সে-ও রোজগার কম করে না কিছু। তার মনিব হ'ল রণধীর, আর রণধীরের মা,—শিবানী দেবী। রাজার ছেলেবেলার ধাত্রী, তিনি হ'লেন গিয়ে রাজান্তঃপুরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। প্রাসাদের যা কিছু ঐশ্বর্য্য—

রাজারাম। এ কথা ঠিক, রণধীর ইচ্ছে ক'রলে শিপ্রানদী ভরাট ক'রে ফেলতে পারে, মোহর ঢেলে।

নেপথ্যে। তফাৎ, তফাৎ—

সহদেব। ওঃ বাবা, সম্রাট এত সকালে?

রাজারাম। হেঃ হেঃ হেঃ—ব্যাধের দল নিয়ে বেরিয়ে প'ড়েছে সকাল বেলাই।

মহাবীর। কী বিটকেল চেহারা লোকগুলোর! বাপ!

রাজারাম। হ'য়েছে ভাল দেশের! রাজ্য চালায় বিদেশী হুন, দেশের রাজা ঘোরেন বনে জঙ্গলে—

সহদেব। কবে বাঘের থাবায় ঘাড়টি ম'টকে যাবে সম্রাটের—

মহাবীর। তা হ'লে ত মিহিরকুলের পথের কাঁটা সঙ্গে সঙ্গেই উপড়ে যায়! বেচারীর ঝক্‌মারি দেখ না! রাজ্যশাসন তাকেই করতে হয়, অথচ সিংহাসনে সে ব'সতে পায় না!

সহদেব। আমি অমন অবস্থায় প'ড়লে মনের দুঃখে বনে যেতাম!

[নেপথ্যে নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ]

রাজারাম। ওকি? ওকি?

সহদেব। আর কি! ও আমাদের দেখবার দরকার নেই! ঘরে চল!

রাজারাম। ওই যে—ওই যে—ভুঁড়ি দুলিয়ে ছুটছে লোকটা—ওই না সেই অনুপসিংয়ের মেসোর ভাইপো—কী নাম ভাল তার? তাই ত বলি, দিনদুপুরে রাস্তার মাঝখানে এমন ধারা কাণ্ড—বড় গাছে নাও বাঁধা না থাকলে কি কেউ ক'রতে পারে?

সহদেব। চল না হে! নাহক তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে লাভ কি? ওরা এদিক পানে এসে পড়ারও আটক নেই!

মহাবীর। আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও! ধনপৎ খুড়ো নেমে গেল ওদিক পানে, দেখছ না? এই রগড় বাধে আর কি! মড়ার খোঁজ পেলে বন থেকে বেরোয় শেয়াল, আকাশ থেকে নামে শকুন।

রাজারাম। দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমাদের বিরিঞ্চি সিং আসছে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে! ওর কাছে পাওয়া যাবে খাঁটি খবর!

(বিরিঞ্চির প্রবেশ)

বলি—বিরিঞ্চি ভাই—ব্যাপারখানাটা কি ওদিক পানে?

বিরিঞ্চি। দিনে দিনে হ'লো কি তাই ভাবছি! ওঃ, খোঁড়া পা-খানা টাটিয়ে গেছে—ছুটে পালাতে গিয়ে!

মহাবীর। কেন? কেন? কেন?

বিরিঞ্চি। বলাদিত্য রাজার দেশের লোক, একটা মেয়ে রে ভাই!

সকলে। বলাদিত্য রাজা? অ্যাঁ? বলাদিত্য?

বিরিঞ্চি। মেয়েটার বরাতের ফের! সহরে ঢুকতেই প'ড়ে গেল বাঘের মুখে।

মহাবীর। সাথে লোকজন ছিল না?

বিরিঞ্চি। ছিল না? পাল্‌কির বেহারা ছিল এক পাল। তারা খোলা তলোয়ার দেখেই দৌড় দিলে ভেড়ার পালের মত। সিপাহী ছিল কয়েকজনা—

সহদেব। তারা খুন হ'ল বোধ হয়?

বিরিঞ্চি। পা'টা বড্ডই টাটাচ্ছে রে ভাই। আমি বাড়ীর দিকেই—

রাজারাম। বলাদিত্যের দেশের মেয়ে, বলাদিত্যকে খবর দিয়ে এলেই হ'ত। তাহ'লে তারই লোক এগিয়ে আ'নতে পা'রত গিয়ে।

বিরিঞ্চি। (যাইতে যাইতে) বরাতের ফের!　　(প্রস্থান)

মহাবীর। এই—এই—ছুটে এস এদিকে!—দেখছ না?

[সকলের ছুটিয়া অন্তরালে গমন]

(রণধীর ও উদয়ভানের দ্রুত প্রবেশ)

রণধীর। দিন দুপুরে রাস্তায় হল্লা—এ কী? উজ্জয়িনী কি অরাজক নাকি? উদয়ভান! সিপাহী ভেজো পঁচাশঠো! এসব দাঙ্গাবাজ লোককে ধ'রে এক্ষুনি আমরা কারাগারে পাঠাব!

উদয়। আলবৎ!　　(প্রস্থান)

[নাগরিকগণ অগ্রসর হইয়া আসিল]

মহাবীর। শুনলে? শিবানীবাঈয়ের ব্যাটা—বুকের পাটাই আলাদা!

সহদেব। ওরে, ওরে, 'রেস পড় আবার—স'রে পড়—

রাজারাম। সর্ব্বনাশ! এ যে রুদ্রদমন—সশরীরে—

[সকলের অন্তরালে গমন]

নেপথ্যে রুদ্রদমন। ঠ্যারো, ঠ্যারো উল্লু! ভাগো মৎ!

(সৈনিক ও কুলকর্ণি সহ রুদ্রদমনের প্রবেশ)

রুদ্র। কোথায় গেল লোকগুলো ?—ঐ যে—ঐ যে—

[কুলকর্ণি নাগরিকগণকে ধরিয়া আনিল]

এইও উল্লুক ! কুছ দেখা ? এই দিক পানে একটা নারীর আর্ত্তনাদ শোনা গেল যেন ?

কুলকর্ণি। কুছ দেখা ? কুছ দেখা ? জলদি বোলো !

সহদেব। দেখা ! রাও বাহাদুর ! দেখা ! দেখা ! ওই অনুপ-সিংয়ের মেসোর ভাইপো—কী নাম ভাল তার—সে একটা স্ত্রীলোকের চুলের মুঠি ধ'রে—

রুদ্র। আর তোরা ভেড়ির মত দাঁড়িয়ে রইলি ? নারীর অমর্য্যাদা চোখে দেখেও—কুলকর্ণি ! এরা জানোয়ার ! এক এক জনাকে তিন তিন লাথ্ লাগাও, তারপর সব চালান কর কারাগারে—

[নাগরিকগণ "রাও বাহাদুর, রাও বাহাদুর"—কলরব করিতে করিতে পলায়ন করিল। সৈনিকেরা পশ্চাদ্ধাবন করিল।]

রুদ্রদমন। ওই না রণধীর আসে ? আর তার পেছনে—

কুলকর্ণি। পরী—সেনাপতি—পরী !

রুদ্র। পরী আর গুণ্ডা সব আমরা কারাগারে চালান করব একসাথে।

কুল। তা'ত ক'রবই ! কিন্তু রণধীর সিংয়ের সঙ্গে একটা বিবাদ—সামনা সামনি—

রুদ্র। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কুলকর্ণি !

কুল। মার্জনা ক'রলেন সেনাপতি ! শিবানী বাঈয়ের কথা ভাবছিলাম আমি। রাজা তার মুঠোর ভিতর কি না !

রুদ্র। শিবানী বাঈয়ের মুঠোর ভেতর রাজা, আর আমার মুঠোর ভিতর রাজার রাজা মিহিরকুল, সমগ্র পশ্চিম ভারত যাঁর নামে থরহরি কম্পমান! সতর্ক হও! রণধীরের হাত থেকে এ সুন্দরীকে উদ্ধার করা চাই! (সকলের অন্তরালে গমন)

[চন্দ্রাকে লইয়া সসৈনিক রণধীরের প্রবেশ]

চন্দ্রা। দুর্বৃত্ত! দস্যু!

রণধীর। দস্যু? আমি? ছিঃ ছিঃ, অন্যায় ব'লছ তুমি সুন্দরী! ঐসব দাঙ্গাওয়ালার হাত থেকে উদ্ধার পেলে যার সাহায্যে, সে হ'ল তোমার চোখে দস্যু? সত্য ব'লছি, তোমার কোন ভয় নেই আমি থাকতে। ঐ সুমুখেই আমার উদ্যান বাটিকা, এক দণ্ড বিশ্রাম কর সেখানে! তারপর যেখানে তোমার অভিরুচি—সেইখানেই পাঠিয়ে দেব তোমায়!

চন্দ্রা। না, না, বিশ্রামের প্রয়োজন কিছু নেই! আমায় বলাদিত্য রাজার কাছে পাঠিয়ে দিন আপনি!

রণধীর। বলাদিত্য? বলাদিত্য তোর কে?

চন্দ্রা। বর্ব্বর!

রণধীর। আমি যে কতখানি বর্ব্বর—তার পরিচয় এক্ষুনি পাবি! তার আগে জা'নতে চাই, বলাদিত্য তোর কে!—স্বামী?

চন্দ্রা। স্বামী—না—হ্যাঁ,——স্বামী—হ্যাঁ, স্বামী বই কি!

রণধীর। স্বামী—না এবং স্বামী—হ্যাঁ! সে যে তোমার কে, তা বুঝতে আর রণধীর সিংয়ের বাকী নেই। কিন্তু ওসব হবার নয়। বলাদিত্যই হ'ক, আর যেই হ'ক, কারু ভয়ে সহরের দুর্বৃত্ত দাঙ্গাবাজদের শাসন ক'রতে পেছ-পা হব না আমি। চল—নিয়ে চল একে!

(সসৈনিক রুদ্রদমনের প্রবেশ)

রুদ্র। বলাদিত্যের আত্মীয়ার অপমান? ছিঃ ছিঃ রণধীর, তোমার কি জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেল?

রণধীর। রুদ্রদমন? বিপত্তি ঘটলো দেখছি!

রুদ্র। বলাদিত্য—রাজাধিরাজ যশোধর্মনের অন্তরঙ্গ বন্ধু—আমাদেরও অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ—

রণ। বলাদিত্যের আত্মীয়া কিসে? সে হ'চ্ছে এর না-স্বামী এবং হ্যাঁ-স্বামী, সেটা কি একটা মস্ত আত্মীয়তা না কি? শোন রুদ্রদমন, একটা মিটমাট কর!

রুদ্র। মিটমাট?

রণ। এই নারীকে নিয়ে নগরে যখন শান্তিভঙ্গ ঘটেছে, তখন এ অবশ্যই শাস্তি পাবার যোগ্য! তিন দিন একে শাস্তি দেবার ভার রইল আমার, তারপর হবে তোমার।

রুদ্র। উঁহুঃ, ঐ আগের তিন দিন আমার, তারপর তোমার!

রণ। অন্যায় কথা। আমি যখন দাঙ্গা দমন ক রেছি—

রুদ্র। ক'রলে কেন? আমি ত দমন ক'রবার জন্য ছুটেই আসছিলাম!

রণ। তবে আর মিটমাট হয় না।

রুদ্র। না হয় মিটমাট, লড়াই হ'ক!—কুলকর্ণি!

কুল। তৈয়ার!—(অগ্রসর)

রণ। উদয়ভান!

উদয়। তৈয়ার!—(অগ্রসর)

রণ। রাজপথ রক্তে ভেসে যাক—সুন্দরীকে এই হূণ দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করা চাই উদয়ভান!

রুদ্র। হূন দস্যু? উজ্জয়িনী নরকে পরিণত হ'ক, এই ধাত্রী-পুত্রের হাত থেকে সুন্দরীকে উদ্ধার করা চাই কুলকর্ণি!

রণ। রুদ্রদমন! (আক্রমণ)

রুদ্র। রণধীর! (আক্রমণ)

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। তফাৎ! তফাৎ!

[নেপথ্যে কোলাহল]

রুদ্র। সম্রাট এ সময়ে? ভাগো কুলকর্ণি! (সসৈনিক প্রস্থান)

রণ। নরকস্থ হ'ক সম্রাট! উদয়ভান! সুন্দরীকে নিয়ে এস, নিয়ে এস— (উদয়ভান ব্যতীত সমস্ত সৈনিকসহ প্রস্থান)

[উদয়ভান চন্দ্রাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল]

চন্দ্রা। (উচ্চৈঃস্বরে) রাজা! মহারাজ! রাজাধিরাজ যশোধর্ম্মন! রক্ষা করুন আমায়।

উদয়। সর্ব্বনাশ হবে দেখছি—(পলায়ন)

(ব্যাধগণ সহ যশোধর্ম্মনের প্রবেশ)

যশোধর্ম্মন। এদের দেখে ভয় পেয়েছ তুমি? অ্যাঁ? ভয় কি? ওরা তোমায় কিছু ব'লবে, না। কিছু না! একান্ত নিরীহ ওরা—আমারই মতন!

চন্দ্রা। তুমি—আপনি—

যশোধর্ম্মন। আমি? রাষ্ট্রপাল মিহিরকুলের আশ্রিত একটা অনাথ বালক! কেউ গ্রাহ্য করে না, তাই মনের দুঃখে এই জংলীদের নিয়ে দিন কাটাই!

চন্দ্রা। জংলী? কোটী কোটী মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক'রবার জন্য জন্ম যার—

যশোধর্ম্মণ। আমার? না, না, সে জন্য জন্ম হয়েছে হূণ-নায়ক মিহিরকুলের! আমার পিতা সেটা বুঝেছিলেন, তাই রাজ্য দিয়ে গেছেন মিহিরকুলকে! এখন অন্য কোটী কোটী মানুষের সঙ্গে আমারও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ঐ মিহিরকুলই ক'রে থাকেন। সে কথা যাক, তুমি যাবে কোথায়? এই নিষাদেরা রয়েছে, যেখানে ব'লবে—রেখে আসবে তোমায়! একান্ত নিরীহ ওরা!

চন্দ্রা। আমি—আমি যাব বলাদিত্য রাজার কাছে!

যশোধর্ম্মণ। বলাদিত্য? বলাদিত্যকে তুমি চেন বুঝি?

চন্দ্রা। তা—চিনি—(মাথা নীচু করিল)

যশোধর্ম্মণ। মাথা নুয়ে প'ড়ছে যেন?—বলাদিত্য তোমার খুব আপন জন বুঝি? ওঃ র'সো, র'সো! বলাদিত্য আমায় মাঝে মাঝে বলে—অজয়গড়ের একটী মেয়ে বড্ড ভালবাসে তাকে! নামটী তার—নামটী তার—চন্দ্রা!

চন্দ্রা। হাঁ, চন্দ্রাই বটে তার নাম! (মাথা তুলিয়া হাসিল)

যশোধর্ম্মণ। সংবাদ দিয়ে আস নি ত? তা তোমার দোষ নেই। তুমি কি ক'রে জানবে উজ্জয়িনীতে রাজা হ'চ্ছে একটা নাবালক, এবং রাষ্ট্রপাল হ'চ্ছে একটা হূণ! চন্দ্রা! চন্দ্রা! বলাদিত্যের পক্ষ থেকে আমিই তোমায় অভ্যর্থনা ক'রছি এই অভিশপ্ত উজ্জয়িনী নগরে।

তৃতীয় দৃশ্য

সিপ্রাতীরে কুটীর। কাল—সন্ধ্যা।

ওঙ্কারনাথ

গান।

মন্দিরে ব'সে মিছে কাল ব'য়ে যায়,
(আজি) ধর্ম্ম ত নাই নিরজন সাধনায়।
অসুর এলো দেউল দ্বারে,
ভাসায়ে দেশ রুধির ধারে,
আজিরে ভক্ত, দেবতা রক্ত চায়!
পিণাকের শোন টঙ্কার,
রুদ্রের রণহুঙ্কার,
মাভৈঃ নিনাদে অবসান
অন্তরগত শঙ্কার,
এসেছে নূতন পূজার লগন
এস করি আজ নূতন সাধন—
হৃদয় রক্তে পূজি দেশ-মাতৃকায়।

[একটী নারী অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, গীতান্তে সে আসিয়া ওঙ্কারনাথকে প্রণাম করিল]

ওঙ্কার। কল্যাণ হ'ক! কে তুমি! আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, চিনতে পারছি না।

শিবানী। আঁধার সত্যই ঘনিয়ে এসেছে। কে শত্রু কে মিত্র— চিনবার সত্যই উপায় নেই।

ওঙ্কার। অনেকদিন শুনি নি এ কণ্ঠস্বর। তবু ভুলি নি। মহীয়সী শিবানীবাঈ শুদ্ধান্তঃপুর ছেড়ে সিপ্রাতীরে কেন?

শিবানী। বলাদিত্য আপনার কাছে এসেছিল কেন?

ওঙ্কার। বলাদিত্য কি তোমার শত্রু?

শিবানী। আমার শত্রু বা মিত্র ত্রিসংসারে কেউ নেই। যশোধর্ম্মনের যারা শত্রু, তারাই শত্রু আমার।

ওঙ্কার। বলাদিত্য যশোধর্ম্মনের শত্রু?

শিবানী। যে মাতা রুগ্ন শিশুকে মিষ্টান্ন খেতে দেয়, সে স্নেহশীলা হ'লেও শত্রুই ব'লতে হবে তাকে।

ওঙ্কার। অর্থাৎ যশোধর্ম্মন রুগ্ন, অর্থাৎ শক্তিহীন। তাকে মিষ্টান্ন অর্থাৎ আত্ম প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিতে গিয়ে, স্নেহশীল হওয়া সত্ত্বেও বলাদিত্য শত্রুপদবাচ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বুঝেছি তোমার কথা, রাজধাত্রী!

শিবানী। ধাত্রী কথাটায় অতখানি শ্লেষ মেশালেন কেন ভগবান?

ওঙ্কার। তুমি চিরদিন নিজেকে ধাত্রী এবং যশোধর্ম্মনকে শিশুর পর্য্যায়ে রেখে দিতে চাইছ ব'লে।

শিবানী। যশোধর্ম্মনকে আত্ম প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিয়ে তার ধ্বংস সাধন করাই কি কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'রছেন আপনি?

ওঙ্কার। ধ্বংস!

শিবানী। গন্ধর্বসেনের কাছে যে রাজক্ষমতা লাভ ক'রেছে মিহিরকুল, তা কি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে কাশ্মীরের পর্বতে ফিরে যাবে সে?

ওঙ্কার। তাকে যাওয়া'তে হবে!

শিবানী। সে চেষ্টার নিশ্চিত পরিণাম—ধ্বংস!

ওঙ্কার। যশোধর্ম্মনের? যদিই তা হয়, তবু যশোধর্ম্মনকে উৎসাহ

দেওয়াই প্রয়োজন মনে করি! জাতিকে রক্ষা ক'রতে হ'লে হুন প্রভুত্বের উৎসাদন করা চাই অবিলম্বে!

শিবানী। সম্রাট গন্ধর্ব্বসেন কি অদূরদর্শী ছিলেন?

ওঙ্কার। না।

শিবানী। তবে? তিনি যখন হুন মিহিরকুলকে ডেকে এনে রাষ্ট্রপালপদে নিয়োগ ক'রে গেছেন—

ওঙ্কার। উপায় ছিল না! যশোধর্ম্মন তখন বালক, সামন্তেরা পরস্পর-বিদ্বেষী। উজ্জয়িনীর রাজশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে বাইরে থেকে একজন সক্ষম সমরনেতাকে বরণ ক'রে আনা ছাড়া যে অন্য উপায় ছিল না—মৃত্যুপথযাত্রী গন্ধর্ব্বসেন তা বুঝতে পেরেছিলেন। ভুল বোঝেননি তিনি।

শিবানী। আবার জিজ্ঞাসা ক'রছি, তবে?

ওঙ্কার। এখন আর জিজ্ঞাসা ক'রবার কিছু নেই। সিংহশিশু সিংহই হ'য়েছে, অশ্বভোজী হুন জাতিকে অশ্বের মতই নখরে বিদারণ ক'রবে সে। আর যদি মহাকাল বিরূপ হন, যশোধর্ম্মনের ধ্বংসই যদি হয় এই প্রয়াসে, দেশের দুর্গতি তাতে বাড়বে না কিছুই, কারণ দুর্গতি চরমে পেঁৗছে গেছে ইতিপূর্ব্বেই।

শিবানী। আপনারা—আপনি এবং বলাদিত্য—আপনারা যশোধর্ম্মনকে আর উজ্জয়িনীকে একসাথেই ধ্বংস ক'রবেন দেখছি।

(প্রস্থানোদ্যত)

ওঙ্কার। তুমি যা'চ্ছ বুঝি? এসেছ যখন, একটা কথা শুনে যাও!

শিবানী। বলুন—

ওঙ্কার। সেই অর্থগুলি তুমি যত্নে রেখেছ ত? অচিরে প্রয়োজন হবে ওর!

শিবানী। অর্থ?

ওঙ্কার। গন্ধর্ব্ব সেনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার!

শিবানী। আমার কাছে?

ওঙ্কার। তোমারই কাছে গন্ধর্ব্বসেন গচ্ছিত রেখে গেছেন মৃত্যুকালে। যশোধর্ম্মন বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাকে দেবার জন্যই রেখে গেছেন। আশা করি, তুমি অস্বীকার ক'রবে না তা!

শিবানী। আপনি—আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ?

ওঙ্কার। ও সংবাদটা অন্ততঃ জানি! অর্থটা প্রস্তুত রেখো। যশোধর্ম্মনের পক্ষ থেকে বলাদিত্য চাইবে ওটা!

শিবানী। বলাদিত্যই হ'ক বা আপনিই হ'ন, কারও আদেশে শিবানীবাঈ গচ্ছিত অর্থ যশোধর্ম্মন ভিন্ন অন্য কারও হাতে দেবে না। এবং যশোধর্ম্মনকেও দেবে না—যতদিন না দেওয়ার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবে! আর উপযুক্ত সময় হ'ল কি না, তার চূড়ান্ত বিচারের ভার আমারই উপর, অন্য কারও উপর নয়! (প্রস্থান)

ওঙ্কার। অন্ধ এরা! তারার অক্ষরে মহাকালের ঐ লিখন আকাশের বুকে—কারও চোখে পড়ে না, কেউ ওর অর্থ বোঝে না!

(দুইজন নিষাদের প্রবেশ)

ওঙ্কার। কে?

১ম নিষাদ। বিষাণ—

ওঙ্কার। ওঃ, ভূতের মত নিঃশব্দ গতিবিধি অভ্যাস ক'রেছ যে! তা বেশ! কাজ তোমাদের কতদূর অগ্রসর হ'ল?

১ম নিষাদ। ঘরে ঘরে নিত্য আনাগোনা ক'রছি আমরা। জাতিকে জাগিয়ে তুলছি ক্রমে। যশোধর্ম্ম দেব হূনদলনে অগ্রসর হবেন যেদিন, সেদিন সৈন্যের অভাব হবে না তাঁর।

ওঙ্কার। অতি উত্তম। যাও তোমরা, আমি মন্দিরে যাব এইবার!

চতুর্থ দৃশ্য

বলাদিত্যের গৃহ।

কক্ষমধ্যে বলাদিত্য ও উদ্ধব।

উদ্ধব। তুমি কি বেরুবে না কি? কী খাবে—ব'লে যাও।

বলা। খাব?

উদ্ধব। খাবে না?

বলা। খাব বই কি—অনেক খাব। এই প্রথমতঃ ধর গিয়ে ঘোড়ার মাংস—

উদ্ধব। ঘোড়ার মাংস! আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

বলা। ঘোড়ার মাংস ছিঃ ছিঃ ছিঃ! জানিস্—আমাদের মুরুব্বি ঐ হূণ মহাশয়দের প্রিয় খাদ্যই হ'ল ঘোড়ার মাংস? আগুনে আধপোড়া ক'রে, শুদ্ধু একটু নুনের ছিটে দিয়ে যদি খাওয়া যায়—

উদ্ধব। ওয়াক্!

বলা। ওয়াক্? হূণেরা কেউ টের পেলে হয়, শূলে চড়াবে তোমায়, আমার বাবারও সাধ্য হবে না তোমায় রক্ষা ক'রবার।

উদ্ধব। তুমি বোধ হয় মুরুব্বিদের ঘরে প্রায়ই ঐ প্রিয় মাংস গিলছ আজকাল?

বলা। না গিললে চলে? ওরা কর্ত্তা ব্যক্তি, ওরা যা খাবে, তাই খেতে হবে, ওরা যেমন প'রবে, তেমনি প'রতে হবে আমাদের! তা না হ'লে, চাকরি থাকবে কেন?

উদ্ধব। এ চাকরি ক'রতে তোমায় মাথার দিব্যি কে দিয়েছে

বল ত? চল তুমি—অজয়গড়ে ফিরে চল! সেখানে দিব্যি গব্য ঘৃতে কাশ্মীরী চা'ল ফেলে—

বলা। পলান্ন! জিনিষ ভাল! কিন্তু ঐ যে ব'ললাম, ওর সঙ্গে মাংস হ'লে সোনায় সোহাগা! আর মাংস যদি খেতে হয় ত—

উদ্ধব। আধপোড়া ঘোড়ার মাংস? এ কী—রাক্ষুসে কাণ্ড সব—অ্যাঁ? আর দেখ—চন্দ্রা যখন এসব শুনবে, কী বলবে ব'ল্‌ত?

বলা। চন্দ্রা?—ওঃ! বড্ড ভয় করি কিনা চন্দ্রাকে? আমার রোজগারে আমি যা খুসী তাই খাব—চন্দ্রার কি?

উদ্ধব। চন্দ্রার কী? তুমি অখাদ্য কুখাদ্য খাবে, আর তোমার বৌ তাতে কথাটী কইতে পাবে না?

বলা। বৌ? গাছে না উঠ'তেই এক কাঁদি! বিয়ের সাথে খোঁজ নেই—বৌ!

উদ্ধব। বিয়ে ত হবেই!

বলা। তা অবশ্য হবেই! কিন্তু চন্দ্রার সঙ্গেই হবে, এমন কি কথা? রাজধানী জায়গা উজ্জয়িনী, হুন নায়কদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা—দিব্যি একটী হুনের মেয়ে দেখে শুনে যদি ঘরে আনি—ওদের কাছে চন্দ্রা?

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। যা ব'লেছ! ওদের কাছে চন্দ্রা?

বলা। (স্তম্ভিত ভাবে) চ-ন্দ্রা?

উদ্ধব। (লাফাইয়া উঠিয়া) চন্দ্রা!

চন্দ্রা। হ্যাঁ, চন্দ্রাই ত!

বলা। (এক এক পা পিছাইতে পিছাইতে) চ-ন্দ্রা-ই—তো?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, একে একেবারে অর্দ্ধচন্দ্র দেবার উপায় নেই, কারণ এ হ'ল গিয়ে চন্দ্রা। যার গা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে আসা হ'য়েছিল যে ছ'মাসের ভিতরে হয় প্রভুর অজয়গড়ে ফেরা হবে, নয়ত লোক পাঠিয়ে—

উদ্ধব। আমি পই পই ক'রে ব'লেছি দিদি যে ছ'মাস ছেড়ে বছর ঘুরতে চ'লল, এইবার আমি গিয়ে চন্দ্রাকে নিয়ে আসি। আধপোড়া ঘোড়ার মাংসের লোভে নোলায় ওঁর জল ঝ'রছে আজকাল—ওঁর কি আমার কথা কাণে ওঠে?

চন্দ্রা। হুঁ—

বলা। চন্দ্রা! উদ্ধব একটা মিথ্যে কথার বস্তা, তা কি আর তোমার অজানা? ও উদ্ধব! কাশ্মীরী চা'ল, গাওয়া ঘি—এ সব দেখ্ ভাঁড়ারে আছে টাছে কিনা! না যদি থাকে—দোকান থেকে—

উদ্ধব। পা'রবো না, সময় নেই। আমি এখন পুরুত ডা'কতে যাই।

বলা। পুরুত? পুরুত কিসের?

উদ্ধব। পুরুত বিয়ের!

বলা। বিয়ে?—কার বিয়ে?

উদ্ধব। বিয়ে চন্দ্রার। আর একদণ্ডও দেরী নয়। তোমার মাথার ঠিক নেই যখন—তোমায় এক চোটে নিকেশ ক'রে দি'চ্ছি। চন্দ্রা যখন এসে গেছে, তখন উদ্ধব কি আর তোমার পরোয়া করে?

বলা। ওরে, বিয়ে না হয় দু'দণ্ড পরেই হবে, আপাততঃ খাওয়ার ব্যবস্থাটা—

উদ্ধব। বিয়ের দিন খেতে নেই, আজ তোমাদের উপোষ। আর আমি? আমি দোকান থেকে চিঁড়ে কিনে খাব এখন।

(প্রস্থান)

বলা। হায়-হায়-হায়! চন্দ্রা, তোমার আগমনে শেষকালে আমার উপোষ?

(যশোধর্ম্মনের প্রবেশ।

যশোধর্ম্মন। উপোষটা ত উপক্রমণিকা মাত্র! ভূরিভোজের ভূমিকা! এ উপোষে অসন্তোষ কেন বন্ধু!

বলা। সম্রাট?

যশোধর্ম্মন। সম্রাট কি ভিখারী, সেটা সঠিক জা'নতে হ'লে তোমায় যেতে হয় মিহিরকুলের কাছে। সে বরং পরে যেয়ো, আপাততঃ নিজে কর উপোষ এবং দ্বারস্থ এই অতিথিকে কর মিষ্টান্নে পরিতোষ! মিষ্টান্নটা চট্‌পট্ খাইয়ে দাও, আমি বিচারে ব'সবার আগেই!

বলা। বিচার? কিসের বিচার?

যশোধর্ম্মন। বিচার তোমার বিশ্বাসঘাতকতার! অভিযোগ হ'ল সখী চন্দ্রার, যদিচ মৌখিক অভিযোগ এখনো পাইনি আমি! পাই বা না পাই, বিচার আমি ক'রবই, এবং বন্ধু ব'লে তোমায় মার্জ্জনাও ক'রব না!

চন্দ্রা। বিচার অবশ্যই আপনাকে ক'রতে হবে রাজাধিরাজ! কারণ অভিযোগ আমার আছে। এবং সে অভিযোগ পাওয়ার পরে, আশা করি, রাজা ব'লে নিজেকেও মার্জনা ক'রবেন না আপনি!

বলা। আরে, তোমরা আমায় অপ্রতিভ করবার চেষ্টায় আছ দেখছি! তোমাদের জানাশুনা হ'ল কবে? কি ক'রে? কেন? কি ভাবে? কোথায়? কি উদ্দেশ্যে? আগে এসব আমার জানা দরকার চন্দ্রা!

যশোধর্ম্মন। চন্দ্রা তোমার ঐসব বাজে কথায় উত্তর দেবে এখন? দেখছ ত ওর মুখের চেহারা? আমি পালাই ভাই! কারো কালো মুখ আমার অসহ্য! বিশেষ নারীর!

চন্দ্রা। নারীর হাসিমুখ কি আপনি রেখেছেন আপনার রাজ্যে, রাজাধিরাজ? একটী চন্দ্রাকে আজ আপনি উদ্ধার ক'রেছেন দৈববশে, কিন্তু আরও কত চন্দ্রা যে নিত্য সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, হূন দস্যুর করে পতিত হ'য়ে—ব'লতে পারেন মহারাজ, তাদের সে চরম দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে?

বলা। চন্দ্রা! চন্দ্রা!

যশোধর্ম্মন। চঞ্চল হও কেন বলাদিত্য? নতুন ত কিছু নয়! এসব কথা তোমার মুখ থেকে প্রতিনিয়তই শুনছি আমি, আজ সখীর মুখে তার প্রতিধ্বনি শুনে এমন আর বেশী কি ব্যথা পাব?—হাঁ! কি ব'লছিলে চন্দ্রা? কে দায়ী? নিঃসংশয়ে আমিই দায়ী! বড় ভাগ্যহীন তোমার এই বন্ধুটি, চন্দ্রা! নামে সে রাজাধিরাজ অবন্তী সম্রাট, কিন্তু নিরুপায় সে ভিক্ষুকের চেয়ে! চোরা বালির উপর সিংহাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন—আমার স্বর্গত পিতা গন্ধর্ব্বসেন,—তাতে উপবেশন ক'রে রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রতে গেলে সে সিংহাসন নিমেষে আমায় নিয়ে ভূগর্ভে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। অরাজক রাজ্যে চ'লতে থাকবে সহস্র স্বেচ্ছাচারীর অবাধ তাণ্ডব! একটু সময় আমায় দাও তোমরা চন্দ্রা! যদি আমি দুই হাতে ধ'রে, ঐ চোরাবালির উপর থেকে টানতে টানতে সিংহাসনখানাকে শক্ত মাটির উপরে এনে ফেলতে পারি একবার—হাঁ, পারব! ভগবান মহাকালের দয়ায় তা আমি পারব! যতদিন তা না পারি, যতদিন সে শুভমুহূর্ত্ত না আসে, আমার মিনতি চন্দ্রা—ততদিন

তোমরা আমার বিচার ক'রো না, দুর্ব্বল অপদার্থ ব'লে ততদিন তোমরা অভিসম্পাত ক'রো না আমায়— (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রা। সম্রাট! আমায় ক্ষমা করুন। আমি বুঝতে পারিনি—

যশোধর্ম্মন। ক্ষমা? আচ্ছা, ক্ষমা ক'রব—যদি দুটো দিন বলাদিত্যকে নিয়ে নিভৃতে অজ্ঞাতবাস ক'রতে পার। উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় এমন সব সমরনায়ক আছেন, যাঁরা তোমার অভাগা বন্ধু যশোর্ম্মনের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান চন্দ্রা! আমি যদি তাঁদেব অনুকম্পা থেকে তোমায় রক্ষা ক'রতে না-ই পারি!

বলা। নিভৃতবাস তা ব'লে আমার সহ্য হবে না। রামঃ—

যশোধর্ম্মন। অথচ বন্ধুমহলে তোমায় সবাই বলে কিনা রসিক পুরুষ! আরে, ছিঃ বন্ধু! সুন্দরী তরুণী প্রণয়িনী—তার সঙ্গে দু'টো দিন নিভৃত-বাস লোকে কোথায় স্বর্গবাসতুল্য মনে করে—আর তুমি ব'লছ—আরে ছিঃ—রসিক সমাজ থেকে তোমায় নির্ব্বাসিত করা উচিত একেবারে!

বলা। হুঁ, আজ যদি উর্ম্মিলা দেবী তক্ষশিলা থেকে উজ্জয়িনীতে আগমন করেন—তবে তুমি তৎক্ষণাৎ বন্ধুবান্ধব ত্যাগ ক'রে তাঁকে নিয়ে স্বর্গবাস সুরু ক'রবে বোধ হয়?

যশোধর্ম্মন। উ-র্ম্মি-লা!—উর্ম্মিলা আসবে বলাদিত্য?

বলা। কি বল চন্দ্রা? তরুণীদের রীতি চরিত্র তরুণীতেই ভাল বোঝে! উর্ম্মিলা দেবী কি আসবেন?

চন্দ্রা। যদিও উর্ম্মিলা দেবী কে এবং কি-রকম—আমার জানা নেই—তবু—এটা ঠিকই বলতে পারি—তাঁর যদি অতি-বড়ো দুর্ভাগ্য না হয়—তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

যশোধর্ম্মন। আমি ত তাঁকে আসতে বলিনি!

চন্দ্রা। আমাকেও ত কেউ আসতে বলেনি রাজা! আমি নিজেই এসেছি, নিজের দাবী বুঝে নেবার জন্য।

যশোধর্ম্মন। দাবী? দাবী তার আছে, অনেকখানিই আছে। তক্ষশিলায় বর্ষত্রয় প্রবাস যাপন—হাঃ হাঃ—শিক্ষার ব্যপদেশে হুনেরা আমায় তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত ক'রে রেখেছিল চন্দ্রা!—সেই তিনবর্ষ ঊর্ম্মিলা আমার দুর্ভাগ্য জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে ক'রে রেখেছিল মধুময়, পলে পলে অমর প্রেমের নব নব প্রতিশ্রুতি অব্যক্ত ভাষায় নিবেদন ক'রে। দাবী? হাঁ, উজ্জয়িনী সিংহাসন নয়, সে চেয়েছিল বিক্রমের হৃদয়-সিংহাসন! সে সিংহাসন তারই আছে, থাকবে তারই! কিন্তু সে দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য ঊর্ম্মিলা কোনদিন হুনপদদলিত উজ্জয়িনীতে আসবে, এ চিন্তাও আমার কাছে অসহ্য চন্দ্রা! সে বড় পবিত্র! এ পঙ্কিল পরিবেশের ভিতর সে যেন না আসে! আসে যদি, আমি আনন্দ পাব না তাতে। যদি কোনদিন অসুর-কবলিত উজ্জয়িনীকে আমার কল্প-লোকের স্বর্গধামে পরিণত ক'রতে পারি আবার, তবে—তখন—আমার হৃদয়রাণী ঊর্ম্মিলাকে—তখন—তখন চন্দ্রা— তখন—

(প্রস্থান)

বলা। দেখলে চন্দ্রা?

চন্দ্রা। নতুন ক'রে আর কি দেখব! তুমি আর তোমার বন্ধু একই ছাঁচে ঢালা। তোমরা কিন্তু একটা ভুল কর! প্রিয়ার প্রয়োজন কি কেবল সুখের মুহূর্ত্তেই? আমি ত মনে করি—জীবন সংগ্রামে যখন পদে পদে বশাহত হ'য়ে নৈরাশ্যে চারিদিক অন্ধকার দেখছে পুরুষ, নই তার প্রিয়ার প্রয়োজন সব-চেয়ে বেশী। বিপদে সান্ত্বনা

দেবার জন্য, পরাজয়ে নবশক্তির প্রেরণা সঞ্চার ক'রবার জন্য, লাঞ্ছনার গ্লানি সমবেদনায় সহনীয় ক'রে তোলবার জন্য !

বলা। তাই—তুমি এসেছ ?

চন্দ্রা। আসবই ত! দেশে অনুভব ক'রেছি নবজাগরণের স্পন্দন। বন্ধুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ছ তুমি হূনের বিজয়বাহিনীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য। এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তোমার কাছ থেকে দূরে কি থাকতে পারি আমি ? তাই ছুটে এসেছি, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে। তুমি রাগ করনি ত ?

বলা। রাগ ? রাগের বদলে আসছে অনুরাগ। চল, বিশ্রাম ক'রবে চল, পথশ্রমে ক্লান্ত আছ তুমি।

পঞ্চম দৃশ্য

মিহিরকুলের প্রাসাদ

[আলোকোজ্জ্বল কক্ষে সুখাসনে আসীন মন্ত্রী মহাসেন ও সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ। মিহিরকুল ও রুদ্রদমন চারিদিকে ঘুরিয়া সকলকে আপ্যায়ন করিতেছিলেন।]

নর্ত্তকীগণের গান।

ঐ আঁখি, ঐ আঁখি!
কী গুণ জানে, প্রাণে প্রাণে
বাঁধল যেন রঙীন রাখী।
আঁখি যখন পলক ফেলে,
আমার কাণে কী সুর খেলে,
পাগল হিয়া আগল ভাঙ্গি
উড়ল যেন মুক্ত পাখী!
আঁখি যখন চাউনি হানে
যাই যে ডুবে আলোর বানে—
বাউরী হিয়া শিউরে কাঁপে—
পরশ মণি মিলবে না কি!

মহাসেন। কই রাষ্ট্রপাল, উৎপলা বাঈজী কই! কলির উর্ব্বশী উৎপলা?

রুদ্রদমন। এখুনি এসে প'ড়বে মহামাত্য। একটা গোলমাল হ'য়েছে তার বাড়ীতে, তাই বোধ হয় দেরী হ'চ্ছে একটু।

মিহির। গোলমাল! নর্ত্তকীর বাড়ীতে আবার গোলমাল কি?

রুদ্র। গোলমাল কি জানেন—রাষ্ট্রপাল! আজকের এই উৎসবে নাচবার জন্য সে একটা নতুন পোষাক তৈরী ক'রতে দিয়েছিল। তার ঝালরে কতক চুণী, কতক পান্না বসিয়েছে বেশকারেরা। উৎপলার তা পছন্দ হয় নি। (সকলের বিস্ময়সূচক শব্দ)

মহাসেন। পছন্দ হয়নি? চুণী পান্না?

রুদ্র। না, মহামাত্য! সে ব'ললে—হয় সব চুণী, নয় সব পান্না হাম মাংতা! বেশকারেরা জোটাতে পারে নি উজ্জয়িনীর বাজারে চট ক'রে, একমাপের অতগুলো চুণী কি পান্না। তাই তারা গোজামিল দিয়েছিল।

মিহির। এঃ হেঃ হেঃ—আমায় খবর দিলে পা'রতে! আমার অন্তঃপুরে—

রুদ্র। দরকার হল না! উজ্জয়িনীর বাজারে নেই শুনে উৎপলা দাসীদের ব'ললে—নিজের ঘর থেকে একঝুড়ি পান্না বা'র ক'রে দেবার জন্য।

সকলে। আশ্চর্য্য!

রুদ্র। কী ই বা এমন আশ্চর্য্য! জেরুজালেমে তিন বছর, ব্যাবিলনে দু'বছর, মেম্‌ফিসে এক বছর—বছর সালিয়ানা আয় ছিল তার কত কোটী তন্‌খা, তা সে নিজেই হিসেব রাখে না।

মহা। এ রত্ন বেশী দিন উজ্জয়িনীতে থাকলে কিন্তু উজ্জয়িনীর ধনীদের লোটাকম্বল সার ক'রতে হবে, চটপট! আপনারা সব সতর্ক হবেন রাষ্ট্রপাল!

মিহির। আমি! আরে, কী যে বলেন মহামাত্য! আমার আর নর্ত্তকী নিয়ে নাচবার বয়স আছে?

মহা। আপনার বয়স বেশী হ'য়েছে, এ কথা স্বীকার ক'রে, যিনি আপনার নববধূ হ'তে যাচ্ছেন, তাঁর উপর ত নিষ্ঠুর হ'তে পারিনে রাষ্ট্রপাল!

মিহির। যিনি নববধূ হ'তে যাচ্ছেন! সব জেনে শুনে প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ আপনি—এমন কাঁচা কথাটা ব'লে ফেললেন মহামাত্য? এই যে বিবাহ—এ হ'তে যাচ্ছে ধরুন গিয়ে একটা রাজনৈতিক বন্ধন। পঞ্চনদ আর মধ্যভারতের চিরদিনের কলহ মেটাবার জন্যে এ একটা সাময়িক প্রলেপমাত্র। যশোধর্ম্মন যদি অমন অপ্রকৃতিস্থের মত ব্যাধের দল নিয়ে মেতে না বেড়া'ত, এ বন্ধন তাকেই পর'তে হ'ত। আর তাকে পরা'তে পারলেই হ'ত ভালো সব দিক দিয়ে। বিক্রম নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল—সেই সংবাদ পেয়েই ত রাজকুমারীর আত্মীয়েরা তার সঙ্গে এর বিবাহ দিতে রাজী হ'লেন না কি না!

রুদ্র। তাই, সর্ব্ব বিষয়েই রাষ্ট্রপালকে যেমন রাজার প্রতিনিধিত্ব ক'রতে হচ্ছে—এই বিবাহ ব্যাপারেও তেমনি—হাঃ হাঃ হাঃ—

(সকলের হাস্য)

মহাসেন। বিবাহ সভায় সম্রাট উপস্থিত থাকবেন অবশ্য?

রুদ্র। বিবাহের ত এখনও সাতদিন দেরী আছে। আজকের এই উৎসব—রাষ্ট্রপালের ভাবী বধূর উজ্জয়িনী আগমন উপলক্ষে—এতেও তাঁর উপস্থিত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য,—ভদ্রতা হিসাবেও কর্ত্তব্য!

মিহির। আমার কেমন লজ্জা বোধ হ'ল মহামাত্য,—যশোধর্ম্মনকে এ বিবাহের কথাটা নিজে জানা'তে। হাজার হ'ক, বুঝছেনই ত—সে হ'ল ছোট ভাইয়ের মতন—ছেলের মত ব'ললেও হয়! তবে খবর দিয়েছি, খবর দিয়েছি। কেমন রুদ্রদমন—খবর দাও নি?

রুদ্র। খবর দিই নি? ভেরামল নিজে গিয়ে নিবেদন ক'রে এসেছে যে রাষ্ট্রপালের দরিদ্র কুটীরে আজ একটা উৎসব আছে—মহান্ সম্রাটের যদি পদধূলি পড়ে সেখানে—

মিহির। কী ব'ললে যশোধর্ম্মন?

রুদ্র। তিনি তখন গোটা দশেক চিতে বাঘ নিয়ে খেলায় ব্যস্ত—তবে হ্যাঁ, ভেরামল তাঁকে হাসতে দেখেছিল বটে!

মিহির। হাসতে দেখেছিল? যশোধর্ম্মন একথা শুনে হাসল? শুনলেন মহামাত্য? শুনলেন ত? আমার বাড়ীতে উৎসবের কথা শুনলেই যশোধর্ম্মন না কি হাসে। আর তাকে আমি বিবাহের কথা জানাতে যাই কোন্ লজ্জায়?

রুদ্র। সম্রাটের বোধ হয় ধারণা—রাষ্ট্রপালের বয়স পঞ্চাশ নয়, পঞ্চাশ দু'গুণে একশো! এবং তাঁর মতে বোধ হয় উজ্জয়িনী সিংহাসনের তত্ত্বাবধান ছেড়ে রাষ্ট্রপালের এখন বানপ্রস্থ নেওয়াই উচিত!

মহা। তা যদি তাঁকে নিতে হয়, তবে উজ্জয়িনী সিংহাসন সমুদ্রে ডুববে!

মিহির। শুধু সেই আশঙ্কায়—শুধু সেই আশঙ্কায়—গন্ধর্বসেন—আমার পরম শ্রদ্ধেয়—পরম শুভানুধ্যায়ী সেই স্বর্গত মহাত্মা মৃত্যুকালে আমার স্কন্ধে যে গুরু ভার চাপিয়ে গিয়েছিলেন—

মহা। আমাদের তা বেশ মনে আছে রাষ্ট্রপাল! তিনি ব'লে গিয়েছিলেন—"মিহিরকুল! সিংহাসন রইল, যশোধর্ম্মন রইল, আর তুমি রইলে—"

মিহির। শুধু তাঁর সেই অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই—

(রণধীরের প্রবেশ)

রণ। কই রাষ্ট্রপাল, উৎপলা বাইজী কই ?

মিহির। এসো, এসো, ভাই রণবীর এসো ! এইবার, তুমি এয়েছ, খবর পেলেই উৎপলা বাইজি আসরে নামবে। তারপর তুমি একা যে ? মা-জী কই ?

রণ। এসেছেন বই কি ! সোজা অন্তঃপুরে চ'লে গেছেন এসেই। আপনার নববধূকে দেখে, আলাপ আলোচনা ক'রে, তারপর তখন হয়ত এদিকটায়—

মিহির। তা ত বটেই ! তা ত বটেই ! তাঁকেই ত সব দেখতে শুনতে হবে ! আমাদের সকলের ঘর গেরস্তালির মুরুব্বিই ত তিনি !

রণধীর। (আড়ালে) রুদ্রদমন ! তোমার সঙ্গে একহাত বোঝাপড়া আমার আছে।

রুদ্র। এক হাতে আর কী বোঝাপড়া ক'রবে ? বানরের মত চা'র হাত লাগাও।

রণধীর। বানরের মত ? স্পর্দ্ধা তোমার !

রুদ্র। হাত নিসপিস করে যদি—আড়ালে চল—জন্মের মত তোমার তরোয়াল খেলার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি !

(বলাদিত্যের প্রবেশ)

বলা। রাষ্ট্রপাল জয়তু !

মিহির। এসো, এসো, রাজা বলাদিত্য এসো ! তুমি এসেছ, এইবার এই নীরস মরুভূমিতে হাসির ফোয়ারা ছুটবে। আমরা কি ছাই রাজনীতি ছাড়া আর কিছু কথা জানি ? এই আমি—আর এই মহামাত্য ?

রুদ্র। বলাদিত্য— (তরবারিতে হাতদিল)

রণধীর। সেই স্ত্রীলোকটার না—স্বামী এবং হ্যাঁ—স্বামী—

(উভয়ে কাণে কাণে কথা)

মিহির। তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে কী ফন্দী আঁটছ হ্যাঁ,—রণধীর আর রুদ্রদমন? কোথায় কোন অপ্সরী কিন্নরী হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

রুদ্র। অপ্সরীর কথা যদি তুললেন রাষ্ট্রপাল—বলাদিত্যকে জিজ্ঞেস করুন—অজয়গড়ওয়ালীদের মত সুন্দরী—ও আপনার কলির উর্ব্বশী উৎপলাও নয়,—অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন—বোধ হয় আমাদের রাষ্ট্রপালের নব বাগ্‌দত্তাও নন।

মিহির। অজয়গড়ওয়ালী! কোন্ অজয়গড়ওয়ালী হে বলাদিত্য?

বলা। ওঃ, অজয়গড়ওয়ালী? ওই যে সম্রাটের ব্যাধের দল আছে না! তারা রাস্তায় টহল দিতে দিতে দেখলে—একটা অজয়গড়-ওয়ালী মেয়ের একধারে একটা কুকুর ডাকছে ঘেউ ঘেউ, আর এক-দিকে একটা শেয়াল ডাকছে হুক্কা হুয়া! ওরা অমনি মেয়েটিকে নিয়ে হাওয়া দিলে! কুকুর শেয়াল মনের দুঃখে বনে গেল!

রণ। শুনছ রুদ্রদমন? কুকুর!

রুদ্র। আর শেয়াল বোধ হয় আমি! হুঁ—

মিহির। ব্যাধের দলের হাতে প'ড়ে মেয়েটার শেষ হ'ল কি?

বলা। কী আর হবে? চিরকাল যা হ'য়ে আসছে রূপকথার শেষে! দুয়োরাণী কুঁড়ে থেকে সিংহাসনে ফিরে এলেন—বজ্জাত সুয়োরাণীকে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে মাটীতে গেড়ে ফেলা হ'ল।

(শিবানীবাঈয়ের প্রবেশ)

শিবানী। কাকে মাটীতে গা'ড়ছ—বলাদিত্য?

বলা। (অভিবাদন) যে বজ্জাতি করে—তাকে, মা-জী!

সর্ব্বস্নেহধন্যা শ্রীমতী রাণীবালা
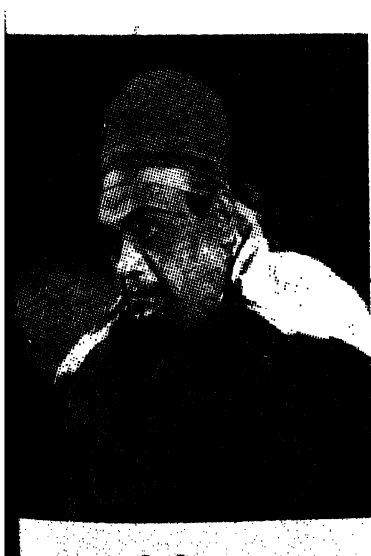
মিহির। আসুন—মা-জী আসুন! মা-জী যে আমায় এত পর ভাবতে সুরু ক'রেছেন, তা জান্তাম না।

শিবানী। পর কিসে রাষ্ট্রপাল?

মিহির। নিতান্ত শেষ সময়টিতে এসে—নিতান্তই বাইরের লোকের মত দূরে দূরে—

শিবানী। হিন্দু দেব-দেবীর সম্বন্ধে ভাল রকম জ্ঞান থাকলে আপনি জা'নতেন রাষ্ট্রপাল—একশ্রেণীর দেবতাকে আমরা পূজো করি—শুধু দয়া ক'রে দূরে দূরে থাকবার জন্যই—

বলা। শনি! শনি!

শিবানী। ঠিক ব'লেছ বলাদিত্য—শনিই বটে!

মিহির। মা—জী, এসব কি কথা? আপনি মায়ের মতো!

শিবানী। মায়ের মতো ব'লেই আমার দৃষ্টি সব সময়ে ছেলেদের পানভোজনের দিকে। সবাই আসুন, খাবার তৈরী!

মহাসেন। ঘোড়ার মাংস না যদি পোড়ানো হ'য়ে থাকে, আমি কিন্তু খাবই না! (সকলের হাস্য)

মিহির। কিন্তু সম্রাটকে বাদ দিয়ে আমরা খেতে বসি কি ক'রে, মা—জী?

বলা। সম্রাট হয়ত আসবেনই না! তিনি বাজ হাতে করে সিপ্রা পেরিয়ে চ'লে গেছেন!

মিহির। শুনলেন—মহামাত্য?

শিবানী। সম্রাট—তা সে যা-ই হ'ক, একটা বাচ্চা ছেলের জন্য অতো সমীহ ক'রবার আবশ্যক নেই। খাবার ঠাণ্ডা হ'লেই অখাদ্য! —আসুন— (সকলে দ্বারের দিকে অগ্রসর)

শিবানী। বলাদিত্য! তুমি যে বড় পিছিয়ে রইলে?

বলা। একটু দেরীতেই যাব মা-জী। গোড়ার ঐ হিন্দুস্থানী শাক, ডাল, পুরী কচোরী গুলো ট'পকে একেবারে ঘোড়ার মাংস মুখে নিয়ে ব'সতে চাই পাতায়! রাষ্ট্রপালের স্বদেশীয় সুখাদ্য রসনায় তুলবার এ সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাই।

(সকলে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল)

শিবানী। বলাদিত্য!

বলা। মা-জী!

শিবানী। তুমি আমার কাছ থেকে তফাতে থাকো ইচ্ছে ক'রে, আমি তা বেশ বুঝতে পারি।

বলা। মা-জী বুঝতে পারবেন না—এমন জিনিষ কমই আছে!

শিবানী। সম্রাট শত্রুবেষ্টিত। তাকে শত্রুর চক্রান্ত থেকে রক্ষা ক'রতে ইচ্ছুক মাত্র দু'টী প্রাণী—আমি আর তুমি। এ দু'জনার ভিতর সম্প্রীতি থাকা কি বাঞ্ছনীয় নয়, বলাদিত্য?

বলা। চক্রান্তকারী কে নয়, মা-জী! আমিই কি সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রেছি বিনা স্বার্থে? সম্রাটকে বন্ধুত্বের ফাঁদে ফেলে, তাঁর কাছ থেকে কবে একটা রাজ্যখণ্ড ফাঁকি দিয়ে নেব—আমার একমাত্র চিন্তা তাই। সম্রাটের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী একমেবাদ্বিতীয়ং—আপনি!

(রণধীরের প্রবেশ)

রণধীর। মা! ওদিকে সব বিশৃঙ্খল! তুমি এ জায়গায় আলাপ জমালে ত চ'লবে না।

শিবানী। বলাদিত্য! তুমি আমাকেও বঞ্চনা ক'রতে চাও?

বলাদিত্য। আমি ব'লছি—আমি কচৌরির চাইতে ঘোড়ার মাংস ঢের বেশী ভালবাসি—এতে আপনি বঞ্চনা যে কোথায় দেখছেন মা-জী—

শিবানী। চমৎকার— (প্রস্থান)

রণধীর। চতুষ্পদ ঘোড়ার চাইতে আবার দ্বিপদ ঘোড়ার মাংস সুস্বাদু শুনেছি! তোমায় আগুণে ঝ'লসে খাব আ'জ গরমা-গরম—

(ছুরিকাঘাতে উদ্যত)

বলা। তা খেয়ো! তবে তার আগে এই ইস্পাতের ঠাণ্ডি সরবৎ একটু খেয়ে নাও বন্ধু!— (যুদ্ধ ও রণধীরের পতন)

বলা। রাজপুতের মেয়ের মত সুন্দরী কেউ নয়—না? (পদাঘাত)

রণ। অজয়গড়ের কুত্তা!

(রুদ্রদমনের প্রবেশ)

রুদ্র। একেবারে শেষ ক'রে দেওয়া চাই রণধীর—

উভয়ে বলাদিত্যকে আক্রমণ করিল—এমন সময়ে উৎপলা প্রবেশ করিয়া নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত অসিযুদ্ধ দেখিল। তারপর করতালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

উৎপলা। সাবাস! চমৎকার!

সকলে। (ফিরিয়া) কে?

উৎপলা। তোমার মতন তলোয়ার খেলতে আমি জেরুজালেম ব্যাবিলন মেম্‌ফিস্—কোথাও কাউকে দেখিনি রুদ্রদমন! সাবাস! এমন খেলোয়াড় পুরস্কার পাবার যোগ্য!

[বক্ষোবসন হইতে একটি গোলাপ খুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল রুদ্রদমনকে]

রুদ্র। (ফুল তুলিয়া লইয়া) উৎপলাবাঈ! তোমার পুরস্কার—তোমার কৃপা—তোমার—

উৎপলা। যাও—খবর দাও রাষ্ট্রপালকে। আমার দেহটা ভাল নেই। নিতান্ত কথা দিয়েছি ব'লেই আসা। একটি নাচ নেচে চ'লে যাব, দেরী ক'রতে পা'রব না। যাও—

রুদ্র। যাই, যাই! তবে সবাই খানা খেতে ব'সেছে! তা হ'ক, তুলে আনছি সবাইকেই। (প্রস্থান)

রণধীর। তুমিই বুঝি উৎপলা? কলির উর্বশী তুমিই বুঝি?—তুমি—হ্যাঁ, তোমায় দেখবার জন্যই আমার হাজার কাজ ফেলে এখানে আজ আসা। সম্রাটের ধাত্রী শিবানীদেবী—আমার মা। কাজ ত কম নয় আমার! অত বড় সম্রাটপ্রাসাদ—তার সব ভারই আমার উপর—

উৎপলা। ওঃ, শিবানীদেবীর পুত্র তুমি, তুমিই বুঝি রণধীর রাও? তোমার নাম শুনেছি উজ্জয়িনী এসেই—

রণধীর। তা আর শুনবে না?

উৎপলা। (হাস্য) তুমি তলোয়ারখানা খাপে পূরে বাড়ী চ'লে যাও ত!

রণধীর। অ্যাঁ? বাড়ী? আর তোমার নাচ?

উৎপলা। যা ব'লছি—শোন! বাড়ী যাও, গিয়ে হাজার দশেক মোহর নিয়ে সোজা আমার প্রাসাদে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি এখানকার কাজটা সেরে এক্ষুনি চ'লে আসছি—

রণধীর। আ'সছ? আ'সছ? সত্যিই আ'সছ? আমার এমন ভাগ্য?

উৎপলা। আমার দাসদাসীদের কী একটা উৎসব আছে কাল। আমার কাছে খরচা চেয়েছে তারা। সেটার ভার তোমার উপর রইল। ব্যস্!

রণধীর। দাসদাসীদের উৎসবের খরচা দশ হাজার মোহর?

উৎপলা। তোমার যদি না থাকে, তবে আর তুমি কি ক’রবে বল! আমি ভেবেছিলাম—শিবানীবাঈয়ের পুত্র—সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত—

রণধীর। আছে—আছে। নেই, সে কী কথা? তা হ’লে তুমি আসছ ত? আমি দশ হাজার মোহর নিয়ে তোমার প্রাসাদে গিয়ে অপেক্ষা ক’রব ত?

উৎপলা। হ্যাঁ, যাও! দশ হাজার অন্ততঃ, বেশী হ’লেও ক্ষতি নেই।

(রণধীরের প্রস্থান)

বলাদিত্য। এইবার—আমার উপর কী আদেশ? আমি গোলাপও পাকড়াতে জানিনে, ঘরেও মোহরের সিন্দুক নেই আমার—

উৎপলা। তুমি বড় বোকা! দাঁড়িয়ে কচুকাটা হ’তে যাচ্ছিলে কেন? পালাতে জানো না?

বলা। পালাবো কেন?

উৎপলা। পালাওনি যখন, তখন দাঁড়াও! তোমায় একটা গান শোনাই!

বলা। দেহটা আমার ভাল নেই—

উৎপলা। দেহ ভালো নেই ব’লে গান শুনবে না? কৃতজ্ঞতার খাতিরেও নয়? এতক্ষণ কচুকাটা হ’য়ে যে সিপ্রায় ভাসতে হ’ত তোমায়! আমি এসে প্রাণ রক্ষা ক’রলাম তোমার, আর তুমি একটা গান শুনে দু’টো প্রশংসা ক’রবে—তাতেও আপত্তি?

বলা। বেশ, কৃতজ্ঞতার খাতিরে একটা গানই শুনি। ভালো না লাগে, বাড়ী চ’লে যাব—

[উৎপলার গান। গানের সময় ক্রমে ক্রমে মিহিরকুল, রুদ্রদমন, মহাসেন, ও অন্য আমন্ত্রিতগণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিলেন।]

গান

দোলে অন্তর-সাগর দোলা !
উদিল পূর্ণ শশী আকাশে,
আলোক-লোকের আজি দুয়ার খোলা !
এ নব আবেগ আমি রাখিব কোথায়,
এ নব আবেশ মোরে পুলকে মাতায়,
অজানা বাঁশী বাজে বাতাসে,
চাঁদের পানে চাই আপনা-ভোলা !
জোয়ার জলে সোনা-চাঁদিনী হাসে,
বিকচ কামনা ফুল লালসে ভাসে—
মনের কথা কই মনচোরা—
চুমিয়া চাঁদের সুধা অধরে তোলা !

উৎপলা। (গীতান্তে মিহিরকুল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া) এ গান আপনারা শুনলেন কেন ? আপনাদের জন্য অন্য রকম নাচ গান হওয়ার কথা !

মিহির। উৎপলাবাঈ ! এ ত অতি অপূর্ব্ব নৃত্যগীত ! আকাশের পরীও এমন নাচতে জানে না নিশ্চয়ই !

উৎপলা। তা ত জানেই না। তাই ত ব'লছি—এত ভাল নাচ গান ত আপনাদের জন্য হবার কথা নয় ! কত দেবেন আপনারা ?

মিহির। আমার সঙ্গে তোমার বায়না,—রুদ্রদমন ?

রুদ্র। হাজার মোহর—

উৎপলা। তবে? হাজার মোহরে যে-নাচ দেখা যায়, তা হ'চ্ছে এর চাইতে তিন ধাপ নীচের নাচ।

মহাসেন। অবাক্! তবে এ নাচগানের দাম কত? আর কেই বা তা দিচ্ছে?

উৎপলা। আপনার মত শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধের কাছে এর মূল্য নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিনে! সুযোগ যদি পাই, যার জন্য গান গেয়েছি, যার জন্য নেচেছি, তার কাছ থেকেই দাম একদিন আদায় করে নেব। যা'ক, রাষ্ট্রপাল কে? (মিহিরকুলকে) আপনি বুঝি? গানের ব্যবস্থা আপনারা করেন নি, দেখতে চেয়েছেন নাচ! এই নিন্ আপনার সেই তিন ধাপ নীচের নাচ! এই নড়ল পা, এই ঘুরল হাত, এই উড়ল পেশোয়াজ!— (নৃত্য)

রুদ্র। তিন ধাপ নীচের হ'লে কি হ'বে—এ নাচও বাহবা!

সকলে। বাহবা! চমৎকার!

উৎপলা। যার যেমন পছন্দ! এইবার আমি পোষাকটা বদলাব।

রুদ্র। এদিকে—এদিকে—, এই, কে আছিস্—

[প্রস্থানকালে উৎপলা বলাদিত্যকে নমস্কার করিল—একজন ভৃত্য উৎপলাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল]

মিহির। বলাদিত্য!

বলা। রাষ্ট্রপাল!

মিহির। উৎপলাকে তুমি যাদু ক'রেছ—

বলা। যদিই ক'রে থাকি—

মিহির। উৎপলা কলির উর্ব্বশী—

বলা। যদিই তা হয়—

রুদ্র। সকালে রাজপুতের মেয়ে, বিকালে উৎপলা বাঈজী—

মিহির। থামো রুদ্রদমন! বলাদিত্য! তুমি ভাই মুখে একটা মুখোস পর—

বলা। মুখোস? কেন রাষ্ট্রপাল?

মিহির। আমার বাগ্দত্তা বধূ আসছেন—অতিথিদের সম্মান জানাবার জন্য। তাঁকে আর তোমার মুখখানা না-ই দেখা'লে! (সকলের হাস্য)

(শিবানী বাঈয়ের প্রবেশ)

শিবানী। রাজকন্যা আসছেন। আশা করি কেউ বাচ্যলতা প্রকাশ ক'রবেন না। করেন যদি—উজ্জয়িনীর অভিজাত সমাজের সভ্যতা-বোধের উপর অনাস্থা জ'ন্মে যাবে রাজকন্যার!

(সকলে ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইল)

(রাজকন্যার প্রবেশ)

মিহির। এস, এস, রাজকন্যা! উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ অভিজাতগণ তোমায় সম্ভ্রম জানাবার জন্যই আজ এখানে সমাগত!

মহাসেন। রাষ্ট্রপাল মিহিরকুলের বীরত্ব গৌরবে যেমন অবন্তী সাম্রাজ্য গৌরবান্বিত, রাষ্ট্রপাল যাঁকে বিবাহ ক'রবার জন্য মনোনীত ক'রেছেন—

নেপথ্যে বন্দী। অবন্তী কোশল মহাসাম্রাজ্যের একাধীশ্বর পরম বৈষ্ণব পরম মাহেশ্বর পরম ভট্টারক সম্রাট শ্রীশ্রীযশোধর্মদেব ভারত-মণ্ডলরাজচক্রবর্ত্তী—

রাজকন্যা। মা-জী—

(যশোধর্ম্মনের প্রবেশ)

যশোধর্ম্মন। নতুন যে বাজপাখীটা সেদিন গান্ধারবাসী নিষাদেরা উপহার দিয়ে গেছে—তাকে একবার উড় খাওয়াবার জন্য সিপ্রার ওপারে গিয়ে—একেবারে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল যে—রাষ্ট্রপালের বাড়ীতে —উ-র্ম্মি-লা!

[যশোধর্ম্মন বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। উর্ম্মিলা পড়িয়া যাইতেছিলেন, শিবানীবাঈ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।]

শিবানী। উর্ম্মিলা!

বলাদিত্য। সম্রাট!

মিহির। তুমি বোধ হয় উর্ম্মিলা দেবীকে—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—চিনবারই কথা বই কি! তক্ষশিলায় প্রবাসকালে—হাঁ, তবে উর্ম্মিলাকে এখনও মনে আছে তোমার—একথা আমরা ভাবিনি, কেমন মা-জী?—হাঁ, উর্ম্মিলাকে আমি বিবাহ ক'রব স্থির ক'রেছি সম্রাট!

যশোধর্ম্মন। (কষ্টে) বিবাহ ক'রবেন,—স্থির ক'রেছেন রাষ্ট্রপাল? (ক্ষণকাল পরে) রাষ্ট্রপাল মিহিরকুলের মনোনীত বধূরূপে অবন্তীর রাজধানীতে আপনার শুভ পদার্পণের দিনে অকিঞ্চন যশোধর্ম্মনের সসম্মান সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করুন তক্ষশিল-রাজকন্যা উর্ম্মিলাদেবী!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সম্রাট-প্রাসাদ

[যশোধর্ম্মন কক্ষতলে উপবিষ্ট]

(শিবানীবাঈয়ের প্রবেশ)

শিবানী। (ক্ষণকাল যশোধর্ম্মনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) যশোধর্ম্মন! পুত্র!

যশো। (মুখ তুলিয়া) আমি একটু একা থাকতে চেয়েছিলাম—মাজী!

শিবানী। একা থেকে মন খারাপ ক'রবে কেন বাপ? দুর্ভাগ্যের কাছে অবনত হ'তে নেই। এখুনি যদি হতাশ হ'য়ে পড়—

যশো। আমি হতাশ ত হইনি! হতাশ হবার কারণই বা কী আছে মা-জী?

শিবানী। নেই? সত্য ব'লছ?

যশো। সত্যই ব'লছি। হতাশ কেন হব? তবে হ্যাঁ, বিষণ্ণ একটু আমি হ'য়েছিলাম। আমার বাল্যসঙ্গিনী উর্ম্মিলা, তাকে রাষ্ট্র-পাল মিহিরকুলের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য এখানে আনা হ'ল—অথচ আমায় কেউ এতটুকু সংবাদও দিলে না! দিলে আমি মন খুলে আনন্দ ক'রতে পা'রতাম!

শিবানী। মিহিরকুলের সঙ্গে উর্ম্মিলার বিবাহ—এতে তুমি ক্ষুণ্ণ হও নি যশোধর্ম্মন ?

যশো। ক্ষুণ্ণ ? মিহিরকুল স্বনামধন্য বীরপুরুষ, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর পাত্র এশিয়ায় ত দেখি না !

শিবানী। তুমি নিজে উর্ম্মিলাকে—

যশো। (পরম বিস্ময়ে) আমি নিজে ? বিবাহ ? উর্ম্মিলাকে ? বল কি মা-জী ? আমি ? আমি ক'রব বিবাহ ? আশ্চর্য্য কথা ! কবে বাঘের সঙ্গে খেলা ক'রতে গিয়ে বাঘের একটি থাবায় আমার সম্রাটগিরি সাঙ্গ হ'য়ে যাবে—আমার কি সাজে বিবাহ করা ? (কণ্ঠস্বর কাঁপিল) মা-জী ! তুমি ব'সো, আমি আসছি । (প্রস্থান)

[শিবানীবাঈ ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে যশোধর্ম্মনের গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন ।]

(রণধীরের প্রবেশ)

রণধীর। মা ! হাজার দশেক মোহর যে না হ'লেই নয় ! তোমায় খুঁজে খুঁজে আমি—

শিবানী। এতটুকু বালক—এতখানি ছলনা তুমি শিখলে কোথায় ?

রণধীর। আমি বালক ?

শিবানী। ওঃ, রণধীর ! কী ব'লছিলে তুমি ?

রণধীর। দশ হাজার মোহর আমার চাই !

শিবানী। পাবে না—

রণধীব। পাব না ? না পেলে আমার চলবে কি ক'রে ?

শিবানী। তোমার কি ধারণা আমি সোণা তৈরী ক'রতে জানি ?

রণধীর। ও সব চালাকি রেখে দাও ত মা! তোমার ও সিন্দুকভরা হীরে জহরৎ কে খাবে শুনি? একমাত্র সন্তান—অন্ধের নড়ি—তার আমোদ আহ্লাদের জন্য দু'টো মোহর ছাড়বে, তাতে বুক ফেটে যায় তোমার! কেমন ধারা পাষাণী তুমি?

শিবানী। (ক্রুদ্ধস্বরে) রণধীর!

রণধীর। কুছ পরোয়া নেই! মোহর যদি না দাও—বলি, দেবে না ত? দেবে না ত? দেবে না ত? আমি সিপ্রায় ডুবে ম'রব এক্ষুনি।

(প্রস্থানোদ্যত)

(যশোধর্ম্মনের প্রবেশ)

যশোধর্ম্মন। সিপ্রায় আমিও যাব ভেইয়া! চল!

রণধীর। বল কি? তুমি ডুবে ম'রবে কোন্ দুঃখে?

যশো। না, না, ডুবে ম'রব কোন্ দুঃখে? আমি সাঁতার কা'টব!

রণ। তা, আমিও তোমার সঙ্গে সাঁতার কাটতে রাজী আজি—যদি,—হ্যাঁ ভাই সম্রাট! মা-জীকে ব'লে হাজার দশেক মোহর আমায় দেওয়াও না সম্রাট! তুমি ব'ললে অবিশ্যি দেবে!

শিবানী। রণধীর! এখান থেকে চ'লে যাও! যা-ও—

যশো। আ-হা—মা-জী!—দাঁড়াও ভেইয়া দাঁড়াও! দশ হাজার মোহর? আমি ত ভাই একান্ত গরীব, যা ভাতা পাই রাষ্ট্রপালের কাছে—তাতে আমার বাঘ ক'টা আর হাতী ক'টারই খোরাকী চলে না! তা নাও, এই মুক্তোর মালা ছড়া—

রণধীর। বাঃ! এমন নইলে আবার সম্রাট? শোন ভাই সম্রাট! ঐ রাষ্ট্রপালের গলায় ছুরি মেরে দিলে যদি তোমার ভাতা, আমার ভাতা, মায় বাঘ হাতী নিষাদগুলোর ভাতা কিছু কিছু বেড়ে যাবার

আশা থাকে বোঝো, তবে ব'লো তুমি, ওকে ছুরি মা'রতে আমি সর্ব্বদাই তৈয়ার! রণধীর সিংয়ের মত ভাই থাকতে তোমার চিন্তা কি সম্রাট?

[যশোধর্ম্মন হাত তুলিয়া রণধীরকে নিরস্ত করিলেন, রণধীরের প্রস্থান]

শিবানী। যশোধর্ম্মন!

যশো। মা-জী!

শিবানী। তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রতে পা'রছ না কেন?

যশো। বিশ্বাস?

শিবানী। উর্ম্মিলার বিবাহ মিহিরকুলের সঙ্গে—

যশোধর্ম্মন। হ্যাঁ, কি?

শিবানী। তুমি সহজভাবে নিতে পা'রছ?

যশো। না পারবার কোন কারণ আছে কি মা-জী?

শিবানী। নেই?

যশো। থাক্‌তে পারে না। উর্ম্মিলা আমার বাল্যসঙ্গিনী, রাষ্ট্র-পাল মিহিরকুল আমার পরম হিতৈষী—অভিভাবক—এ দুইয়ের মিলন আমার কাছে কত যে আনন্দের—

শিবানী। এ আমি বিশ্বাস করি না যশোধর্ম্মন—

যশো। না ক'রবার কারণ?

শিবানী। কারণ—আমি জানি—

যশো। কী জানো?

শিবানী। আমি জানি—তুমি উর্ম্মিলাকে ভালবাসো—

যশো। জানো? জানো? তবে জেনেও এ বিবাহ-প্রস্তাবের সূচনাতেই বাধা দাওনি কেন? কেন বাধা দাওনি? কেন আমায়

একটিবার মুখের কথা বলনি—"তোমার উর্ম্মিলা অন্যের হ'তে চ'লল ?"—মা-জী ! শুষ্ক, মূক তুমি ! দেবার মত উত্তর কিছু নেই তোমার !

শিবানী। আছে, তবে তা রাজনীতির কথা। তুমি তা বুঝবে না !

যশো। (ক্ষণকাল নীরবে শিবানীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া) সত্য মা-জী, আমি তা বুঝব না, কারণ ওটা রাজনীতি; এবং আমি বালক ! এবং যেহেতু আমি বালক—অভিভাবক মিহিরকুলের আদেশ পালন ভিন্ন আমার অন্য কর্ত্তব্যও নেই—

শিবানী। না, তা নেই ! তবে—তবে—

যশো। কী তবে ?

শিবানী। কিছু নয় ! তুমি আগে বিশ্বাস করতে শেখো আমায়, তারপর তোমার চো'খে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব যে—মিহিরকুলের আদেশ লঙ্ঘন না ক'রেও অন্য কর্ত্তব্য করা যায়, এবং—এবং—সে-রকম কর্ত্তব্য দুই একটা থাকেও তাদের, যারা জন্মগ্রহণ ক'রেছে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ! (প্রস্থান)

যশো। স্বার্থ ! স্বার্থ। মিহিরকুল, শিবানীবাঈ সব এক পথের পথিক ! তবে মিহিরকুলের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি, মা-জী দুর্ব্বোধ্য ! সে সব জেনে শুনেও আমার উর্ম্মিলাকে বলি দিলে মিহিরকুলের লালসার যূপকাষ্ঠে !—অথচ সে আমায় ভালবাসে পুত্রাধিক ! কিছু বুঝি না। সত্যই আমি বালক !

[বসিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন]

(উৎপলার প্রবেশ)

উৎপলা। (ক্ষণকাল যশোধর্ম্মনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) পরম ভট্টারক অবন্তীসম্রাটের বিষাদের কারণ কি প্রণয়ভঙ্গ ?

যশো। (চমকিয়া) কে ?

উৎপলা। আমি জনেক সম্রাজ্ঞী !

যশো। (বিস্ময়ে) সম্রাজ্ঞী ? কোথাকার ?

উৎপলা। নিখিল বিশ্বের পুরুষের হৃদয়ের ! ধরণীর যেখানে যত পুরুষ আছে, সবাই আমার অনুরক্ত, ভক্ত, কৃপার ভিখারী !

যশো। উন্মাদিনী !

উৎপলা। মোটেই নয় ! আমি সম্রাজ্ঞী, এবং বর্ত্তমানে আমি চাই আমার এক বিদ্রোহী প্রজাকে শাসন ক'রতে। এবং যেহেতু আপনি—নিখিল বিশ্বের না হো'ন—বিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশ এই অবন্তী কোশলের সম্রাট—তাই আমি এসেছি—আপনার সাহায্য চাইতে ! সম্রাট ! দাঁড়িয়ে থাকা বা মাটিতে বসা আমার অভ্যেস নেই—আপনি দয়া ক'রে ঐ শয্যায় উঠে বসুন, আমি বসি এই আসনটাতে !

যশো। সম্রাজ্ঞীর আদেশ শিরোধার্য্য—(শয্যায় উপবেশন) এখন—হে মহিমময়ী সম্রাজ্ঞী ! জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি—কে সেই দুর্বৃত্ত বিদ্রোহী—যার দণ্ড বিধানের জন্য আপনি এই নগণ্য অবন্তী সম্রাটের সাহায্য অনুগ্রহ ক'রে চাইতে এসেছেন ?

উৎপলা। তার নাম বলাদিত্য।

যশো। বলাদিত্য !—ওঃ—বলাদিত্য আমায় ব'লছিল বটে ! তুমিই তা হ'লে নর্ত্তকী উৎপলা !

উৎপলা। তা নর্ত্তকী আমায় ব'লতে পারা যায় বটে, কারণ আমি নাচ-গান করি, এবং দস্তুর মত বেশী বেশী পয়সা নিয়েই করি ! কিন্তু—আমি যে সম্রাজ্ঞীও—সেটা যদি—সেই কারণে আপনি

অস্বীকার করেন—তবে ব'লব—বুদ্ধির দিক দিয়ে অন্ততঃ—সম্রাট হবার মোটেই যোগ্য নন আপনি!

যশো। আমার যে সম্রাট হবার মত বুদ্ধির অভাব নেই—সেইটে প্রমাণ ক'রবার লোভেই—তোমায় সম্রাজ্ঞী ব'লে মেনে নিয়ে—সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা ক'রছি—আমার অভাগা বন্ধু বলাদিত্য—

উৎপলা। আমি তাকে ডেকেছিলাম, সে আসে নি!

যশো। তুমি তাকে ডেকেছিলে! বটে!

উৎপলা। না ডাকতেই অন্ততঃ হাজার রাজা, দশহাজার রাজপুত্র আমার দোরে এসে হত্যে দিয়েছিল। আমার দেহ-রক্ষীরা তাদের কোড়া মেরেও বিদেয় ক'রতে পারেনি। কিন্তু বলাদিত্য—গোঁয়ার বলাদিত্য—চোয়াড় বলাদিত্য—তাকে তিন তিনবার ডেকে পাঠিয়েছি, তবু সে—

যশোধর্ম্মন। আসেনি! তাই ত! এর পরেও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে?

উৎপলা। সম্রাট! বলাদিত্যের নাকি কে এক চন্দ্রা আছে?

যশো। আছে।

উৎপলা। আপনি তার বন্ধু, আপনি সে চন্দ্রাকে দেখে থাকবেন। সে কি আমার চেয়েও সুন্দরী?

যশো। উহুঁ:—

উৎপলা। তবে? সে আসে না কেন? সম্রাট! বলাদিত্য আসে না কেন?

যশো। যদি সে না-ই আসে? তাতেই বা কী? অজয়গড় একটা রুক্ষ পাহাড় মাত্র, বলাদিত্য রাজা হ'লেও গরীব!

উৎপলা। গরীব? আমি থা'কতে? কুবেরের ভাণ্ডার যে আমি তারই পায়ে উজাড় ক'রে দেবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছি সম্রাট!

যশো। (কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া) তুমি উজ্জয়িনী ছেড়ে যাও!

উৎপলা। সম্রাট—

যশো। বলাদিত্য আমার বন্ধু—আর চন্দ্রা—তার তুলনা হয় না। তাদের ভালোবাসার স্বর্গে নরকের আগুণ জ্বেলো না তুমি। তুমি উজ্জয়িনী ছেড়ে যাও!

উৎপলা। যদি না যাই?

যশো। আমি সম্রাট হ'লেও দুর্বল। হয়ত তোমায় জোর ক'রে তাড়িয়ে দেবার শক্তি আমার না থা'কতে পারে!—আমি তোমার কাছে প্রার্থনা ক'রছি উৎপলা, তুমি বলাদিত্যকে ত্যাগ কর!

উৎপলা। কেন ক'রব? জীবনে যখন যা আকাঙ্খা ক'রেছি, তাই পেয়েছি! ছলে, বলে বা কৌশলে! বলাদিত্যকে আমার চাই!

যশো। ঠিকই ব'লেছ! কেন ত্যাগ ক'রবে? পুরুষের মধ্যে মিহিরকুল, নারীর মধ্যে উৎপলা! এরা যখন যা আকাঙ্খা করে, তখন তাই পায়!

উৎপলা। মিহিরকুল? ওঃ! সম্রাট! একথা কি সত্য?

যশো। কী কথা?

উৎপলা। এই যা নিয়ে সবাই হাসাহাসি ক'রছে—সম্রাটের সঙ্গে রাজকন্যা উর্ম্মিলার বাল্য প্রণয়ের কথা?

যশো। ওঃ—ওঃ—ওঃ——

উৎপলা। বুঝেছি—সম্রাট, একটা নর্ত্তকীর মুখে আপনার ব্যর্থ প্রণয়ের উল্লেখ শুনতে আপনি ইচ্ছুক নন। কিন্তু কই? তবু ত আপনি আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিচ্ছেন না?

যশো। উৎপলা, তুমি যাও, চ'লে যাও!

উৎপলা। তোমারও যে জ্বালা সম্রাট, আমারও সেই জ্বালা! তুমি বলাদিত্যকে আমায় দাও, আমি উর্ম্মিলাকে তোমায় দেব!

যশো। কী?

উৎপলা। বিস্ময়ের কি আছে সম্রাট? বলি নি আমি সম্রাজ্ঞী—? সম্রাজ্ঞী সেই, যার ক্ষমতা অপ্রতিহত! আমার এ ক্ষমতা আছে—যে ইচ্ছে ক'রলেই আমি মিহিরকুলকে হত্যা করা'তে পারি!

যশো। (স্তম্ভিতভাবে) উৎপলা!

উৎপলা। হ্যাঁ, তুমি যা পারো না—আমি তা পারি। তোমার অর্থ নাই, আমার আছে! সারা বিশ্ব যে অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার অর্ঘ্য দিয়ে, উৎপলা নর্ত্তকীর চরণ পূজা ক'রেছে এত দিন—তার অংশমাত্র উজ্জয়িনীর রাজপথে ছড়িয়ে দিলে—চক্ষুর নিমেষে লক্ষ সৈনিক মাটি ফুঁড়ে উঠে জয়ধ্বনি ক'রবে—'জয় সম্রাট যশোধর্ম্মদেবের জয়!'—তোমার সহায় নেই, আমার আছে! যে রুদ্রদমন আর রণধীর—অমাত্য সামন্ত সৈন্যাধ্যক্ষেরা তোমায় বন্ধুহীন, শক্তিহীন, সিংহাসনের অযোগ্য অধিকারী ব'লে অবজ্ঞা করে—তারাই আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, এই চটুল নয়নের একটি সদয় কটাক্ষের ভিখারী! বিশ্বাস হ'চ্ছে না? দেখবে একবার? পরীক্ষা নেবে- সৌন্দর্য্য আর ঐশ্বর্য্যের সম্মিলিত—শক্তির?

যশো। তুমি উর্ম্মিলাকে আমায়—

উৎপলা। দেব! নিশ্চয়! সুনিশ্চয়! মহাকালকে সাক্ষী ক'রে শপথ ক'রছি—মিহিরকুল ধ্বংস হবে, উর্ম্মিলা হবে তোমার!

যশো। উর্ম্মিলা হবে আমার!—উৎপলা!

(ছুটিয়া আসিয়া উৎপলার হাত ধরিলেন)

উৎপলা। বিনিময়ে—

যশো। ওঃ—(কে যেন তাঁহাকে কশাঘাত করিয়াছে—এইভাবে দুই পদ পিছাইয়া গেলেন) না উৎপলা, না! তা হয় না—

(দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

উৎপলা। সম্রাট!

যশো। (মুখ তুলিয়া) হয় না উৎপলা! তা হয় না! আমি পা'রব না তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রতে!

উৎপলা। পারবে না? উর্ম্মিলার জন্যও নয়?

যশো। না! উর্ম্মিলার জন্যও নয়। বন্ধুর প্রাণে তুষানল জেলে দেবে নিজের প্রণয়িনী উদ্ধার ক'রবার জন্য, এত বড় স্বার্থপর যশোধর্ম্মন নয় নর্ত্তকী— (প্রস্থান)

[উৎপলা ক্ষুব্ধ বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল]

(শিবানীবাঈয়ের প্রবেশ)

শিবানী। ঠিক বুঝতে পার নি, না নর্ত্তকী?

উৎপলা। কে?—আপনি—

শিবানী। আমি যশোধর্ম্মনকে আশৈশব বক্ষে ক'রে লালন ক'রেছি, আমিই তাকে বুঝতে পারি নি এখনো। তুমি পা'রবে কেমন ক'রে—বিদেশিনী বিলাসিনী রমণী—যার বাণিজ্য চিরদিন সেই শ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে—বিলাস ভিন্ন জীবনে যাদের অন্য কর্ত্তব্য নেই—

সম্ভোগের অন্তরায় চূর্ণ ক'রবার জন্য যাদের উদ্যমের অন্ত নেই—উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম, উন্মাদ যারা—পুরুষ হ'য়ে জন্মেছে—শুধু পৌরুষের অপপ্রয়োগের জন্য ?

উৎপলা। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, আপনিই যদি হন মহীয়সী শিবানীদেবী—সম্রাটের মাতৃসমা পূজনীয়া ধাত্রী—তবে আপনার পুত্র রণধীর সিংহও ত পুরুষ হিসাবে ঐ শ্রেণীরই অন্তর্গত !

শিবানী। আমার পুত্র ? হ্যাঁ, আমার পুত্রই বটে! অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই—রণধীর আমার পুত্রই বটে! কিন্তু দেহের চেয়ে মন বড়—নর্ত্তকী হ'লেও এ কথাটা হয়ত তোমার অজ্ঞাত নয়। দেহের পঙ্কিলতায় গঠিত আমার পুত্র ঐ রণধীর—আর অন্তরের অমর জ্যোতির সঞ্জীবিত মূর্ত্তি—আমার পুত্র ঐ যশোধর্ম্মন !—যশোধর্ম্মনের সঙ্গে তোমার কথা আমি শুনেছি নর্ত্তকী !

উৎপলা। আপনার অপার অনুগ্রহ—ব'লতে হবে !

শিবানী। তুমি সন্ধি ক'রতে চেয়েছিলে—যশোধর্ম্মনের সঙ্গে। সে রাজী হয় নি ! কেমন ?

উৎপলা। আমি হতাশ হই নি—

শিবানী। না, তুমি হতাশ হও নি। তোমার চো'খের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'চ্ছে—হতাশ হওয়া তোমার অভ্যেস নেই, পদে পদে যারা হতাশ হয়, তুমি তাদের দলের জীব নও। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি—একটা প্রস্তাব নিয়ে।

উৎপলা। প্রস্তাব !

শিবানী। হ্যাঁ, সন্ধির প্রস্তাব ! তুমি সন্ধি কর—আমার সঙ্গে ! একদিকে বলাদিত্যের প্রেম তোমার জন্য, অন্যদিকে—

উৎপলা। বলাদিত্যের প্রেম আমার জন্য? কে দেবে? আপনি? আপনার কী প্রভাব আছে বলাদিত্যের উপরে?

শিবানী। কী সে প্রভাব, কতখানি সে প্রভাব, তা তোমার জা'নবার ত প্রয়োজন নেই বালিকা! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—বলাদিত্যকে তুমি পাবে! বিনিময়ে তুমি প্রয়োগ ক'রবে তোমার—

উৎপলা। অর্থ?

শিবানী। না, অর্থ নয়! যশোধর্ম্মনের স্বর্গত পিতার গুপ্ত কোষাগারে এমন রত্নরাজি বর্ত্তমান—সে কথা যা'ক! অর্থ নয়, আমি তোমার সাহায্য চাই অন্যভাবে!

উৎপলা। উর্ম্মিলার উদ্ধারের জন্য ত?

শিবানী। উর্ম্মিলা? না, উর্ম্মিলা নয়! উর্ম্মিলার বিবাহ আসন্ন, মিহিরকুলের কবল হ'তে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সে প্রয়াস ক'রতে গিয়ে মিহিরকুলের রোষাগ্নিতে এখনই আমি নিক্ষেপ ক'রতে পারি না যশোধর্ম্মনকে! উর্ম্মিলা যা'ক! প্রণয় চর্চার সুযোগ যশোধর্ম্মনের জীবনে পরেও প্রচুর আসবে!

উৎপলা। উর্ম্মিলার উদ্ধার নয়? তবে, কিসের জন্য আমার সাহায্য আপনি পেতে চান, মা-জী? যে জন্যই হ'ক, আমি সে সাহায্য ক'রব, যদি বলাদিত্য—

শিবানী। বলাদিত্য তোমার হবে। বিনিময়ে তুমি প্রয়োগ ক'রবে তোমার—আবারও ব'লছি তোমার ঐশ্বর্য্য নয়,—তোমার সৌন্দর্য্য—তোমার লাস্যের আকর্ষণ—তোমার প্রেমাভিনয়ের ইন্দ্রজাল—

উৎপলা। কোথায়? কার উপর? কেন?

শিবানী। কোথায় ?—উজ্জয়িনী, অজয়গড় এবং পশ্চিম ভারতের প্রত্যেক পল্লী ও নগরে! কার উপর ?—ঘৃণিত হূনের পক্ষভুক্ত প্রত্যেক সামন্ত ও সৈন্যাধ্যক্ষের উপর। কেন ?—মিহিরকুলের পাশ থেকে টেনে এনে যশোধর্ম্মনের পায়ের তলায় তাদের নিক্ষেপ ক'রবার জন্য!—পা'রবে ?

উৎপলা। পা'রব! পা'রব! শুধু বলাদিত্য আমার হ'ক!

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

বলাদিত্যের গৃহোদ্যান

[চন্দ্রা গান গাহিতেছিল]

গান

ঝিলিমিলি শাঁওল পাতার ফাঁকে,
নিরিবিলি ফুলকলি এক থাকে!
(তারে) পায় না খুঁজে প্রভাত-রবিকর,
দোলা দিতে মলয় বাসে ডর,
মিছেই অলি নাম ধ'রে তার ডাকে!
ফুলকুমারীর ভাবনা অনুখণ;
আসবে কবে মিলন-সুলগন,
(কবে) প্রাণেই পাবে ধ্যানের দেবতাকে!
সূয্যি ডুবে গেল,
দেবতা তখন এল,
গুরুগুরু দেয়ার গরজনে!
(তবু) ফুলবালার ভয় নেইক' মনে,
বঁধুরে তার বুকেই ধ'রে রাখে!

(উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব। চন্দ্রা—

চন্দ্রা। কী উদ্ধব দা!

উদ্ধব। তুই যে এখনও দেশে ফেরবার ব্যবস্থা ক'রলি নে? কাজ কি ভাল হ'চ্ছে?

চন্দ্রা। দেশে ফিরব? ওঁকে ফেলে?

উদ্ধব। ওকে ফেলে—সে কি কথা? ওকেই ত সরিয়ে নেওয়া বেশী দরকার। দিদি! ও যে কবে কী-ক'রে বসে—আমি ভেবে সারা হ'য়ে যাচ্ছি।

চন্দ্রা। তা বটে! অখাদ্য কুখাদ্যের উপর বড়ই ঝোঁক দেখছি আজকাল!

উদ্ধব। তাতেও বাঁচোয়া ছিল রে দিদি, তাতেও বাঁচোয়া ছিল। ও আর কে জা'নছে বল! একান্ত যদি নোলায় তোলে, দেশে গিয়ে ছটাক খানিক গোবর গুলে ঢক্ ঢক্ ক'রে খাইয়ে দিলেই প্রাচিত্তির হ'য়ে গেল! গেরো হ'য়েছে অন্যরকম—দেখছ না? আমি কোথায় যাব রে—আমি কি ক'রব রে দিদি?

চন্দ্রা। আরে ও কি, তুমি মিছিমিছি অমন করছ কেন?

উদ্ধব। মিছিমিছি? তিন বেলা লোক হাট্‌ছে—দাসীর পরে দাস, সিপাহীর পরে ঘোড় সওয়ার! কারও হাতে ফুলের তোড়া, কারও হাতে গন্ধভুরভুরে গোলাপী চিঠি! বলে আমরা উৎকলা বাইজীর কাছ থেকে আস্‌ছি! ওরে চন্দ্রা, আমার মাথা খাস—তুই এইবেলা ওকে নিয়ে দেশে চল্‌রে দিদি, দেশে চল্!

চন্দ্রা। উৎকলা?

উদ্ধব। তা সে উৎকলেরই হ'ক, আর কিষ্কিন্ধ্যারই হ'ক্, ওরা কেউ কম যায় না রে, সবাই জাতসাপের বাচ্ছা! ছুঁলেই বৈতরণী! মাথার সিন্দুর বজায় থাক্‌তে থাক্‌তে কর্ত্তাটীকে নিয়ে ঘরের মেয়ে ঘরে পালা!

চন্দ্রা। উনি মহাকাল মন্দিরে গেছেন, তুমি ওঁকে ডেকে আন গিয়ে ! তারপরই যা হয় একটা ব্যবস্থা কর্ছি—

উদ্ধব। হ্যাঁ, ঐ ওঙ্কারনাথ প্রভু ! ঐ আর এক গেরো ! উনি কি আবার ছোঁড়ার মাথায় পরকালের চিন্তা ঢোকাবার ফিকিরে আছেন নাকি এই কম বয়সে, তা কে জানে ! দেখ দেখি গেরো ! একদিকে পিথ্বীতে টান্‌ছে, আর একদিকে টান্‌ছে গেরুয়ায়, ছোঁড়া মন ঠিক ক'রে ব'সবে কি করে ছাই ? (প্রস্থান)

(অন্যদিকে উৎপলার প্রবেশ)

চন্দ্রা। কে ?

উৎপলা। উৎপলা। তুমিই চন্দ্রা ? যদিচ আমরা শত্রু, তবু তুমি আমায় একটা আসন দিতে পারো। আমার দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস নেই। হয় নাচি, নয় ত বসি !

চন্দ্রা। না—চো ?

উৎ। হাঁ ভাই, আমি নাচি ! যেখানে যাই, নিজে ত নাচিই, দেশের লোকও আমায় দেখে ধেই ধেই করে নাচে। ওই যাঃ, তোমায় ভাই ব'লে ফেললাম, অথচ তুমি আমার ঘোরতর শত্রু।

চন্দ্রা। কিসে ?

উৎপলা। আচ্ছা, বলাদিত্য তোমায় ঠিক কতখানি ভালবাসে, ব'লতে পার ?

চন্দ্রা। মেপে ত দেখিনি কোনদিন !

উৎপলা। মেপে দেখবার কথা মনেও হয়নি বোধ হয় কোনদিন ! অর্থাৎ প্রেমে এমনি তন্ময়, যে তার দিক থেকে ঠিক ঠিক প্রতিদান পাচ্ছ

কি না, খবর রাখবারও খেয়াল হয়নি! ঐ ত তফাৎ তোমাদের আর আমাদের মধ্যে! তোমরা দাও, আমরা নিই!

চন্দ্রা। যার যাতে আনন্দ!

উৎপলা। বলাদিত্যকে যদি নিই আমি?

চন্দ্রা। পার যদি, নাও!

উৎপলা। এত জোর?

চন্দ্রা। দিই বলেই জোর! নেওয়ার দিকে দৃষ্টি থাকলেই মনে ভয় আসে।

উৎপলা। কথাটা বোধ হয় ঠিক। তা ব'সতে যখন দিলেনা, তখন হয় আমায় চলে যেতে হয়, নয়ত না'চতে হয়! নাচলে লোক জ'মে যাবে, তখন আমায় দোষ দিওনা।

চন্দ্রা। চল ঘরে, বসতে দিই—

উৎপলা। তার পর—বলাদিত্য এসে যখন আমায় দেখবে?

চন্দ্রা। তোমার বাড়ীতে গিয়ে তোমায় দেখার চেয়ে, এখানে আমার চোখের উপর তোমায় দেখা—কম মারাত্মক!

উৎপলা। (হাসিয়া) তুমি রসিকতাও জানো দেখছি। নাঃ, বলাদিত্য তোমায় ছেড়ে আমায় ভালবাসবে—এমন কোন আশাই নেই! এক যদি তোমায় পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারি—

চন্দ্রা। হত্যা?

উৎপলা। হ্যাঁ, হত্যা! অথবা, এমন যদি হয়—যে তোমায় কেউ পেতে চায়, পাবার পথ খুঁজে পাচ্ছেনা—আমি যদি তাকে উপায় বলে দি—

চন্দ্রা। ঐ—ঘুরিয়ে হত্যা করাই হ'ল।

উৎপলা। ওঃ, হ্যাঁ, সতীরা আবার পরপুরুষের গায়ের বাতাস গায়ে লাগবার আগেই আত্মহত্যা করে।

চন্দ্রা। আমি মরে গেলেই যে আমার স্বামীকে তুমি পাবে—একথা তোমায় কে ব'ললে উৎকলা বাইজী ?

উৎপলা। কলা নয়, পলা ! উৎপলা ! হ্যাঁ, তুমি না ম'রলেও তোমার স্বামীকে আমি পাব—একথা আমায় কেউ একজন ব'লেছে।

চন্দ্রা। যেই বলুক, সে তোমায় মিথ্যে ব'লেছে। আমার ঢের কাজ আছে। তুমি বাড়ী যাও—

উৎপলা। দাঁড়াও না ! এত জোর তোমার মনে ?

চন্দ্রা। যে শুধু দিয়ে তুষ্ট, তার মত জোর কার ? আমি দিই, নেওয়ার জন্য কাঁদিনে ! ও—ও কিসের কোলাহল ?

(নেপথ্যে কোলাহল, উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব। চন্দ্রা ! চন্দ্রা ! পালা, পালা ! বলাদিত্য ঘরে নেই, এদিকে কারা এসে হাতিয়ার সেপাই নিয়ে বাড়ী ঘেরাও করেছে !

চন্দ্রা। কে সে দুর্বৃত্ত ?

উদ্ধব। আমি যতক্ষণ পারি, আটকাবো ওদের। তুই পালা কোথাও ! (দ্রুত প্রস্থান)

উৎ। হিঃ হিঃ হিঃ—

চন্দ্রা। বড় আনন্দ—না ?

উৎ। যা ব'লছিলাম—কেউ যদি তোমায় পেতে চায়—

চন্দ্রা। সে পাবে আমার দেহভস্ম ! (প্রস্থানোদ্যত)

উৎ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে !

চন্দ্রা। তুমি ? তুমি কোথায় যাবে ?

উৎ। তুমি কোথায় লুকোও, সেইটে দেখতে যাব। তারপর ওরা ভিতরে এলেই—ব্যস্—

চন্দ্রা। ব'লে দেবে? (ছুরিকা বাহির করিয়া) তোমায় তাহ'লে হত্যা ক'রেই যাওয়া দরকার।

উৎপলা। সত্যি? (হাসিয়া) সাবাস মেয়ে! তোমার প্রেমের লাভে মানুষ বাড়ী চড়াও হবে—এ মোটেই আশ্চর্য্য নয়। পুরুষ হ'লে আমিই তোমার প্রেমে পাগল হ'য়ে যেতাম!

চন্দ্রা। না, তোমায় হত্যা ক'রতে হাত উঠছে না আমার। আমি লুকোই, নিতান্ত ধরিয়ে দাও, ছোরা নিজের বুকেই বিঁধিয়ে দেব।

(প্রস্থান)

উৎ। চন্দ্রাকে ধরিয়ে দেব? না যারা এসেছে, তাদেরই ধ'রব?

(সসৈনিক রণধীরের প্রবেশ)

রণধীর। হ্যা হ্যা হ্যা—রাজপুতকা লেড়কি, রণধীর সিংয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পালাবে ঐ জানোয়ার বলাদিত্য? এই পাকড়ো! জলদি পাকড়ো! একেবারে সিপ্রাপারের উপবনে—

উৎ। (ঘোমটার ভিতর হইতে) পাকড়াবে আর কি ভাই! আমি ত তোমার খাঁচার চিড়িয়া! কোথায় নিয়ে যাবে চল না!

রণ। অ—বাক্! সেদিন চেঁচিয়ে ককিয়ে হাঙ্গামা করে ফস্‌কে পালালে! দেখ দেখি কম হায়রাণি? তোমার উপর আমার এমনি রাগ হয়েছিল সেদিন! যাক্, জলদি ক'রে চল! আবার তোমার সেই না-স্বামী এবং হ্যাঁ-স্বামী গোঁয়ার বলাদিত্য এসে পড়লে একটা অকারণ ঝামেলা বাধবে। হ্যাঁ, তোমার নামটা কি বল ত ভাই! রাজপুতকা লেড়কি ব'লে ত আর প্রেম করা চলে না।

উৎ। নাম আমার জানোনা ? এরই মধ্যে ভুল ?

রণ। জা—নি ? কই ?

উৎ। দেখ দেখি ভাল ক'রে মনে ক'রে—

রণ। কই ? (মাথা চুলকাইয়া) মোটেই মনে প'ড়ছে না ত !

উৎ। (ঘোমটা খুলিয়া) মনে প'ড়ছে না ? আমার নাম ?

রণ। কী সর্ব্বনাশ ! উৎপলা ?

উৎ। এই ত, আমার নাম বেশ জানো ? দিব্যি ত মনে আছে ! নিষ্ঠুর !

রণ। নি—ষ্ঠুর ?

উৎপলা। নিষ্ঠুর নয় ? সেদিন দশ হাজার মোহর পাঠিয়ে দিয়ে, তুমি আমার দোর থেকে ফিবে চলে গেলে, একটিবার দেখা পর্য্যন্ত ক'রে গেলে না। আমি ওদিকে সেজেগুজে তোমার জন্যে সারারাত—

রণ। ব'সে রইলে ? আরে, তোমার সিপাহীরা আমার মোহরগুলো গুণে নিয়ে—আমায় যে এক রকম—এক রকম ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদেয় ক'রে দিলে !

উৎপলা। যদিই বা তারা তোমায় চিনতে না পেরে, ভুল ক'রে ঘাড় ধাক্কা দিয়েই থাকে, তুমি শুনলে কেন ? হ্যাঁ, তুমি আমায় ভালবা'সতে যদি, তবে আর ঘাড়ধাক্কা খেতে না খেতেই অমনি রাগ ক'রে বাড়ী ফিরে যেতে না ! আরে, তুমি তলোয়ার খুলে দাঁড়া'লেই যে—

রণ। তাই ত ! তলোয়ারটা খুললে হ'ত ত ! কথাটা আদবে আমার মনেই হয় নি !—যা'ক গে—তুমি তা হ'লে—

উৎ। আবার তাহ'লে কি ? এইও—ভাগো তোম্ লোক হিঁয়াসে ! হাম সিং বাহাদুরকা সাথ প্রেম করেগা, কেয়া তোম লোককা সামনে মে ?

রণ। ঠিকই ত! সামনে মে ?—এই ভাগো, জলদি ভাগো হিঁয়াসে সব কোই— (অনুচরগণের প্রস্থান)

উৎ। আমি কোথায় তোমায় অবন্তী-কোশলের সম্রাট ক'রব ব'লে অভিসন্ধি আঁটছি, আর তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে—একটা—একটা—ছিঃ ছিঃ—একটা হত-কুৎসিত রাজপুতানীর পেছনে পেছনে ঘুরছ ?

রণ। অ—বাক ! অবন্তী কোশল ? সম্রাট ?

উৎ। কত টাকা হ'লে তুমি বিশ হাজার সেপাই জোগাড় ক'রতে পার ? দু'লক্ষ ? চারলক্ষ ?

রণ। অ—বাক ! স্বপ্ন দেখছি নিশ্চয় !

উৎ। চল, আমার বাড়ী চল ! তুমি তলোয়ার ধ'রতে জানো, শিবানী দেবীর ছেলে তুমি, নব-উর্ব্বশী উৎপলার প্রেমাস্পদ তুমি, তুমি সম্রাট হবে—এ আবার অবাক্ কি ? চল—তোমায় পরামর্শ দিচ্ছি, মোহরের বস্তা ঢেলে দিচ্ছি তোমার পায়ে—বিশ হাজার সেপাই আর তুমি জোটা'তে পা'রবে না ?

রণ। অ—বাক্ ! (উভয়ের প্রস্থান)

(বলাদিত্যের প্রবেশ)

বলা। চন্দ্রা ! চন্দ্রা ! কই, কেউ ত নেই ! চন্দ্রা !

(শিবানীবাঈয়ের প্রবেশ)

শিবানী। তোমার ভৃত্যেরা আহত, তাই বিনা সংবাদেই—

বলা। মা-জী? এ যে মহৎ সম্মান! আমি একটু চঞ্চল আছি। আমার স্ত্রী—

শিবানী। চঞ্চলতার কারণ নেই। আমার অভাগ্য পুত্র তোমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ পায়নি!

বলা। তবে? কোথায় চন্দ্রা? চন্দ্রা! চন্দ্রা!

শিবানী। অন্তঃপুরেই আছেন তিনি! রণধীরকে অপসারিত ক'রেছে নর্ত্তকী উৎপলা।

বলা। উৎপলা? উৎপলা এখানে?

শিবানী। কারণ আছে। সে তোমার অনুরক্তা!

বলা। এসব কথা আপনার মুখে—মা-জী?

শিবানী। বলাদিত্য!

বলা। মা-জী?

শিবানী। সম্রাট—আমার পুত্রাধিক প্রিয় যশোধর্ম্মন—

বলা। সম্রাটের সঙ্গে উৎপলার কি সম্পর্ক মা-জী?

শিবানী। আমি একটা সন্ধি ক'রেছি বলাদিত্য—সম্রাটের মঙ্গলের জন্য—উৎপলার সঙ্গে! অন্যায় ক'রেছি কি?

বলা। মা-জী? (ভীতভাবে চাহিয়া রহিলেন)

শিবানী। তুমি চতুর! সে সন্ধি কি, তা কি এখনো তোমার বুঝতে বাকী আছে বলাদিত্য? যশোধর্ম্মনের শত্রু বহু। তাদের যশোধর্ম্মনের অনুরক্ত ক'রে তুলতে পারে, হয় রাজশাসন, নয় ত উৎকোচ!

বলা। উৎকোচ?

শিবানী। শাসনের শক্তি যশোধর্ম্মনের করায়ত্ত নেই। সেইজন্যই—

বলা। উৎকোচ!

শিবানী। অর্থের ভিখারী তারা কেউ নয় বলাদিত্য—যশোধর্ম্মনের এই শক্তিমান শত্রুর দল। সেইজন্যই, তাদের সম্মুখে আমি ধ'রতে চাই—নারীপ্রেমের প্রলোভন, নারীপ্রেমের উৎকোচ!

বলা। উৎপলার? (এক পা পিছাইয়া গেলেন)

শিবানী। হাঁ, উৎপলার। উৎপলা স্বীকৃতা। কিন্তু সে মূল্য চায়।

বলা। না, মা-জী, না!

শিবানী। তুমি অস্বীকৃত, বলাদিত্য? যশোধর্ম্মনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আত্মত্যাগে তুমি কাতর, বলাদিত্য?

বলা। উৎপলার সাহায্য ব্যতিরেকেও সম্রাটের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, মা-জী!

শিবানী। বাতুল!

বলা। আমরা প্রজা সাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রব!

শিবানী। তোমরা! অর্থাৎ তুমি আর প্রভু ওঙ্কারনাথ!

বলা। আপনি জানেন তাহ'লে!

শিবানী। আমি সবই জানি এবং এও জানি—যে এ প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য!

বলা। ব্যর্থ হ'তে বাধ্য? কেন?

শিবানী। ওর যুগ এখনো আসে নি ব'লে!

বলা। যুগ আসে নি?

শিবানী। প্রজাসাধারণ সিংহাসনে কে ব'সবে—তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। হাজার বৎসর অপেক্ষা কর, তারপর হয়ত—

বলা। কিন্তু দুর্গতি ত প্রজারই হয়!

শিবানী। হয়, এবং তারা নীরবে সহ্য করে। মা'র খায়, কিন্তু উল্‌টে হাত তোলে না মা'রবার জন্য। ঘর পুড়ে যায়, তক্ষুনি আবার নতুন ঘর বাঁধবার জন্য বাঁশ কা'টতে লেগে যায় ওরা। ওদের আশা যারা করে, তারা মূর্খ!

বলা। (নীরব)

শিবানী। এটা অস্ত্রব্যবসায়ীদের যুগ। শাস্ত্রই উৎসাহ দিয়েছে তাদের—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ব'লে! সেই অস্ত্রব্যবসায়ীরা এখন মিহির-কুলের পক্ষে!

বলা। সবই সত্য!

শিবানী। সত্য ব'লেই উৎপলার সাহায্য যশোধর্ম্মনের প্রয়োজন।

বলা। আমি যশোধর্ম্মনের জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। কিন্তু—

শিবানী। উৎপলাকে গ্রহণ ক'রতে পার না!—কেমন?

বলা। ও যে তুষানল! জীবন্ত নরক!

শিবানী। আমার ধারণা ছিল—প্রকৃত বন্ধু নরকেও ঝাঁপ দিতে পারে বন্ধুর জন্য। দেখছি—আমার ধারণা ভুল।

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। না, ভুল নয়!

বলা। চন্দ্রা, চন্দ্রা—

চন্দ্রা। বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ কি চন্দ্রার স্বামীর পক্ষে এতই দুঃসাধ্য?

বলা। নর্ত্তকী! গণিকা! চন্দ্রা, চন্দ্রা—স্বামীকে নিজের হাতে নরকের আগুনে ঠেলে দিও না!

শিবানী। কন্যা! যশোধর্ম্মনের নিয়তি তোমার হস্তে! আজ তোমার স্বামীর অগ্নি পরীক্ষা! আমি যাচ্ছি—এই সংবাদ পাওয়ার প্রত্যাশা

নিয়ে আমি যাচ্ছি যে উৎপলার সহায়তার বিনিময়ে তার আকাঙ্খিত মূল্য দিতে বলাদিত্য প্রস্তুত! (প্রস্থান)

চন্দ্রা। স্বামী!

বলা। একটা কথা তোমরা কেউ ভাবছ না। আমি প্রস্তুত হ'লেও কিছু হবে না চন্দ্রা! যশোধর্ম্মনকে চেনেন না ঐ মা-জী! সে কখনো তার বন্ধুর আত্মবলি-মূল্যে উৎপলার সাহায্য ক্রয় ক'রবে না! কখনো না!

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। প্রভু! পত্র! (পত্র প্রদান করিয়া প্রস্থান)

বলা। নিমন্ত্রণ-পত্র! ঊর্ম্মিলার বিবাহের!

চন্দ্রা। (অস্ফুট আর্ত্তনাদ)

বলা। ঊর্ম্মিলার বিবাহ—কাল—মিহিরকুলের সঙ্গে!

চন্দ্রা। (ছুটিয়া গিয়া বলাদিত্যের হাত ধরিল) স্বামী!

বলা। কি ক'রতে পারি, চন্দ্রা?

চন্দ্রা। ঊর্ম্মিলাকে এই আসন্ন নরক থেকে রক্ষা করা—

বলা। মৃত্যু ভিন্ন তাঁর রক্ষার কোন উপায় নেই!

চন্দ্রা। না যদি থাকে, তবে মৃত্যুই অবশ্য তাঁকে রক্ষা ক'রবে! কারণ—সতীকন্যা দ্বিচারিণী হয় না!—কিন্তু সে কথা নয়, আমার মনে হয়—আমার মনে হয়—

বলা। মনে হয় যে হয়ত ঊর্ম্মিলার উদ্ধারও সম্ভব—?

চন্দ্রা। হাঁ—(মৃদুস্বরে)—ঐ উৎপলার সাহায্যে—

বলা। সম্ভব?—হয়ত অসম্ভব নয়!

চন্দ্রা। স্বামী!

বলা। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। উর্ম্মিলার মৃত্যুই কি আমাদের কাম্য? যশোধর্ম্মনের বন্ধু ব'লে যারা আত্মপরিচয় দিই?

বলা। সত্যই ব'লেছ চন্দ্রা! যশোধর্ম্মনের সিংহাসনের জন্য নয়, যশোধর্ম্মনের উর্ম্মিলার জন্য আমরা দেব—দেব উৎপলাকে—তার প্রার্থিত মূল্য! আমি যাচ্ছি উৎপলার কাছে, চন্দ্রা!

তৃতীয় দৃশ্য

মিহিরকুলের গৃহ।

[কক্ষমধ্যে মিহিরকুল, নর্ত্তকীগণ]

নৃত্য।

মিহির। আচ্ছা, তোমরা যাও এখন—

(রুদ্রদমনের প্রবেশ)

রুদ্র। সে কি? সে কি প্রভু? আমি এলাম, আব ওরা যাবে?—আর একখানা আদেশ হ'ক প্রভু!

মিহির। তবে আবার ধরো। রুদ্রদমন আমার ডা'ন হাত, ওর অনুরোধ ত আর অগ্রাহ্য করা চলেনা! বেশ চমৎকার একখানি ভালবাসার গান ওকে শুনিয়ে দাও!

(নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত)

(তোমায়) ভালবাসার গান শোনাবো, কঠিন কথা নয়!
দাওনা বঁধু পয়সাকড়ি, গয়না কতিপয়!
হ'ক না তোমার বয়েস বেশী,
থাক্‌না শিরে টাক,
ভুঁড়িওলা হওনা কালো, হ'ক না খাঁদা নাক,
বাড়ী দিও, গাড়ী দিও—
(সে সব) ভুলব সমুদয়!

দেবে থোবে, তার উপরে হবে বুদ্ধিমান,
রবে নীরব, এ পক্ষেরি ছুটলে বাক্যবাণ,
(আর) কাছেপিঠে সদাই নাকি ঘুরবে মহাশয়!

[গীতকালে নর্ত্তকীগণ রুদ্রদমনকে লইয়া নানারূপ ব্যঙ্গকৌতুক করিতে লাগিল। তাহাতে রুদ্রদমনের কখনো আনন্দ, কখনো বিরক্তি প্রকাশ, ও মিহিরকুলের হাস্য।]

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

রুদ্র। ভয়ানক নাচওয়ালী ত এরা! তক্ষশীল রাজকন্যার সম্মুখে এরকম সব যা তা গান টান না গেয়ে বসে!

মিহির। তক্ষশীল রাজকন্যা কোন রকম গানটানই শুনতে অনিচ্ছুক —রুদ্রদমন—আপাততঃ—

রুদ্র। কেন? কেন?

মিহির। তিনি অসুস্থ—

রুদ্র। বলেন কি? অসুস্থ?

মিহির। তিনি এবং আমি দুজনেই!

রুদ্র। ওঃ—হো—ও!

মিহির। কী হ'ল?

রুদ্র। বুঝেছি! শিবানীবাই আপনাদের দু'জনকে আমন্ত্রণ করেছিলেন আজ প্রাসাদে—আপনারা যাচ্ছেন না—

মিহির। হেঃ হেঃ হেঃ—

রুদ্র। আপনি কি শিবানীবাইকে অবিশ্বাস করেন—তা হলে? (হাস্য)

মিহির। অবিশ্বাস শিবানীবাইকে নয়! সে শক্তিশালিনী ছিল গন্ধর্ব্ব সেনের জীবদ্দশায়—আজ তার সম্মান আছে—শক্তি—(মাথা নাড়িয়া) সে আমার কী ক'রবে?

রুদ্র। কেই বা আপনার কী ক'রবে? দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মিহিরকুল—দিগ্বিজয়ী হূনজাতির একাধিনায়ক—

মিহির। সত্য। কিন্তু প্রেমিক যুবকেরা হঠকারিতার পরিচয় দিয়ে থাকে সময়ে সময়ে—ইতিহাসে এমন কথা লেখে রুদ্রদমন!

রুদ্র। প্রেমিক যুবক! ওঃ, আপনি অবিশ্বাস ক'রছেন সম্রাটকে!

মিহির। অবশ্যই ক'রছি, কারণ আমি নির্ব্বোধ নই। যশোধর্ম্মন ঊর্ম্মিলাকে ভালবাসত এবং এখনও ভালবাসে।

রুদ্র। তাইত—একটা নিদারুণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'ল!

মিহির। সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, তা আগেও তোমায় ব'লেছি। শক্তি পরীক্ষা অনিবার্য্য। আর সে শক্তি পরীক্ষায় আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে যশোধর্ম্মনকে—যে নামে আমি গন্ধর্ব্বসেনের মনোনীত রাজপ্রতিনিধি হ'লেও, কার্য্যতঃ আমি—উজ্জয়িনীবিজেতা!

রুদ্র। বিজেতা?

মিহির। যুদ্ধ হয়নি, তাই বিজয়লাভটা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতে পারেনি জগতের সম্মুখে। কিন্তু যুদ্ধ হয়নি শুধু এই কারণে যে গন্ধর্ব্বসেন ছিলেন দূরদর্শী! যে আক্রমণ ক'রে রাজ্য হরণ করতই, তাকে আমন্ত্রণ ক'রে এনে, তিনি রাজ্যভার সঁপে দিয়েছিলেন।

রুদ্র। খুবই সত্য। গন্ধর্ব্বসেন দূরদর্শীই ছিলেন বটে!

মিহির। কিন্তু সবাই দূরদর্শী হবে, এমন প্রত্যাশা না করাই ভাল।

রুদ্র। প্রত্যাশা করেন না ব'লেই বুঝি আপনি যশোধর্ম্মনের বাগ্-দত্তাকে নিজে বিবাহ ক'রছেন—?

মিহির। শক্তিবৃদ্ধির জন্য। তক্ষশীলা উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি, তার আনুকূল্যে আসে যায় অনেক!

রুদ্র। ঠিক! উর্ম্মিলাদেবীর বিবাহের পরোক্ষ যৌতুক হ'ল—অর্দ্ধলক্ষ সশস্ত্র সৈনিক। যুদ্ধ এবং রাজনীতি—উভয়ত্রই আপনি অপরাজেয়, হুনাধিনায়ক!

মিহির। অর্দ্ধলক্ষ সশস্ত্র সৈনিক! একটুও অত্যুক্তি করনি তুমি! উজ্জয়িনীর সম্ভ্রান্ত সমাজ যদি এই পঞ্চবর্ষ পরে হঠাৎ আজ হুনাধিপত্যের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায়—

রুদ্র। যশোধর্ম্মনের প্ররোচনায়—

মিহির। তাহ'লে হুন রক্ত মোক্ষণ না ক'রেও উজ্জয়িনীর সে বিদ্রোহ দমন ক'রতে পারব আমরা—

রুদ্র। হাঃ হাঃ হাঃ—কাঁটায় কাঁটা তোলা! উজ্জয়িনীর বিরুদ্ধে তক্ষশীলা! হাঃ হাঃ হাঃ—আবার বলি—আপনি অপরাজেয়, রাষ্ট্রপাল!

মিহির। হাঃ হাঃ হাঃ—

রুদ্র। আমার কিন্তু একটা কথা মনে হ'চ্ছিল! সঙ্ঘাত হ'লে যশোধর্ম্মনের পতন নিশ্চিত ত বটেই! কিন্তু বিনা সঙ্ঘাতে তার পতন যদি ঘটানো যায়—

মিহির। বিনা সঙ্ঘাতে? গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য একটাও চেষ্টা ক'রবে না, এও কি সম্ভব?

রুদ্র। সে চেষ্টার সুযোগ যদি না দিই তাকে?

মিহির। অর্থাৎ?

রুদ্র। ভয়ে ব'লব না নির্ভয়ে ব'লব?

মিহির। (নিম্নস্বরে) নির্ভয়ে বল।

রুদ্রদমন। (নিম্নস্বরে) আমার মতে—(মিহিরকুলের দিকে চাহিয়া নীরব)

মিহির। এ সব পরামর্শের সময় গভীর রাত্রি! (পরিক্রমণ) হ্যাঁ, শক্তিসঞ্চয়ের অবসর তাকে দেওয়া—মূর্খতা! ঐ শিবানীবাঈয়ের শক্তি নেই, কিন্তু প্রতিপত্তি এখনো আছে। তার পুত্র রণধীর নির্ব্বোধ, কিন্তু নির্ভীক। মন্ত্রী মহাসেন—তার অন্তরের কথা কেউ জানেনা। সর্ব্বোপরি ঐ চতুর হিন্দু বলাদিত্য—নিজেও সে একটা পরাক্রান্ত রাজা! না, না, রুদ্রদমন! তুমি ঠিকই বলেছ,—এবং তুমি আসতে চাও আজই রাত্রে। বিষধরকে আহত ক'রেছি, এখন আর তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া চলে না।

দৌবারিক। প্রভু! উৎপলা বাইজীর পত্র—

মিহির। উৎপলা বাইজী—? (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) মন্দ কি!

(দৌবারিকের প্রস্থান)

রুদ্র। উৎপলা বাইজীও কি রাষ্ট্রপালের প্রণয়ার্থিনী না কি? মন্দ হয় না। উর্ম্মিলাদেবীর পদানত যেমন অর্দ্ধলক্ষ তক্ষশীল খড়্গ, উৎপলা বাইজীর করায়ত্ত তেমনি বহুলক্ষ সুবর্ণ দীনার?

মিহির। আরে না, না! সে আসতে চায় উর্ম্মিলাকে নাচ দেখিয়ে কিছু পুরস্কার নেবে ব'লে।

রুদ্র। নাচ? আমরা দেখতে পাবনা? (আক্ষেপসূচক শব্দ)

মিহির। মন্দ কি! উর্ম্মিলার মন খারাপই আছে। যাও, উৎপলাকে আসতে লিখে দাও, আমার নাম করে।

(রুদ্রদমনের প্রস্থান)

(বাহিরে ঝড়ের শব্দ)

মিহির। একি! ঝড় ওঠে না কি? (বাতায়ন পার্শ্বে গমন)

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। আমি—দু'টো কথা কইব রাষ্ট্রপালের সঙ্গে!

মিহির। অ্যাঁ? উর্ম্মিলা? সে ত আমার সৌভাগ্য! আমি নিজেই যেতাম তোমার বিশ্রামকক্ষে!

উর্ম্মিলা। আমি যে কথা কইতে চাই, তার স্থান হ'ল মন্ত্রণাকক্ষ,—বিশ্রামকক্ষ নয়!

মিহির। মন্ত্রণাকক্ষ? (হাস্য) কী মন্ত্রণা ক'রতে চাও উর্ম্মিলা আমার সঙ্গে?

উর্ম্মিলা। মন্ত্রণা—বিবাহ বন্ধ ক'রবার।

মিহির। (স্তম্ভিতভাবে) উর্ম্মিলা দেবী!

উর্ম্মিলা। আপনার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব—তার মূলে ছিল একটা প্রতারণা! সে প্রতারণা ধরা প'ড়ে গেছে। এখন এ বিবাহ বন্ধ হওয়া চাই—অবিলম্বে!

মিহির। প্রতারণা?

উর্ম্মিলা। প্রতারণা! সহস্রবার ব'লব—প্রতারণা! যশোধর্ম্মন বিলাসী, যশোধর্ম্মন লম্পট, যশোধর্ম্মন বাতুল—নয়? আপনি প্রতারণা ক'রেছেন তক্ষশীলার রাজার সঙ্গে, তক্ষশীল রাজকন্যার সঙ্গে, সমগ্র সশস্ত্র তক্ষক জাতির সঙ্গে! এর প্রতিফল আপনি পাবেন।

মিহির। রাজকন্যা! আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই অকল্যাণের হেতু!

উর্ম্মিলা। আত্মবিস্মৃতি? রাষ্ট্রপাল! তুমি হীন—প্রতারক—চক্রী—ভাগ্যান্বেষী সৈনিক—অশ্বভোজী হুন—তুমি তক্ষকদুহিতা উর্ম্মিলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে উদ্ধতকণ্ঠে ব'লতে সাহস ক'রছ—"আত্মবিস্মৃতি

অকল্যাণের হেতু ?"—শত দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার শোণিত যার শিরায় বহমান—সেই উর্ম্মিলাকে তুমি নিজের ক্রীতদাসী ব'লে কল্পনা ক'রেছ—বিবেকবিহীন দানব ? যশোধর্ম্মনকে আমি পত্র লিখেছিলাম, সে পত্র কোথায় ?

মিহির। আমি জানি না।

উর্ম্মিলা। জানো না ? যশোধর্ম্মনের সম্বন্ধে তোমাদের মিথ্যা রটনা অবিশ্বাস ক'রে আমি পর পর তিনজন পত্রবাহক পাঠিয়েছিলাম তক্ষশীলা থেকে উজ্জয়িনী নগরে। পত্রের উত্তর পাইনি, তিনজন পত্রবাহকের একজনও ফিরে যায় নি উজ্জয়িনী থেকে। কী হ'ল সে পত্রের ? কী হ'ল সে পত্রবাহকদের ? তুমি জানো না ? মিথ্যাবাদী তুমি রাষ্ট্রপাল !

মিহির। (সগর্জ্জনে) উর্ম্মিলা !

উর্ম্মিলা। মিহিরকুল ! (ক্ষণকাল ক্রুদ্ধভাবে তাকাইয়া থাকিয়া) উর্ম্মিলাকে বিবাহ ক'রে তক্ষক বংশের মিত্রতা লাভের কল্পনা ক'রেছিলে বোধ হয় তুমি ? কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কী লাভ ক'রলে তুমি—জানো মূর্খ ? মৃত্যুহীন শত্রুতা ! উর্ম্মিলার রক্তের প্রতিশোধ নেবে তক্ষক জাতি মিহিরকুলের রক্তে !

মিহির। উর্ম্মিলার রক্ত ?

উর্ম্মিলা। হাঁ, উর্ম্মিলার রক্ত ! মৃত্যু ভিন্ন উর্ম্মিলার আর কি গতি আছে ? যশোধর্ম্মনের প্রিয়তমা হূনের পত্নীত্ব স্বীকার ক'রবার জন্ত উজ্জয়িনী আগমন ক'রেছে, এ কলঙ্কের স্খালন ক'রতে হ'লে, বক্ষোরক্ত ঢেলে দেওয়া ছাড়া অন্ত উপায় নেই উর্ম্মিলার !

মিহির। যশোধর্ম্মনের প্রিয়তমা! বড় গৌরবের পদবী—নয়? এক লম্পট বিলাসী যুবা—উজ্জয়িনীর গৃহে গৃহে কুলনারীরা যার পাপদৃষ্টির ভয়ে ত্রস্ত—

উর্ম্মিলা। মিথ্যাবাদী! আর হয় না। আমি যশোধর্ম্মনকে দেখেছি, যশোধর্ম্মনের কণ্ঠে উর্ম্মিলা আহ্বান শুনেছি! তার প্রাণের বাণী কথার ঝঙ্কারের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রেছে আমার প্রাণে! তুমি কে মিহিরকুল যে একবৃন্তে প্রস্ফুটিত যুগ্ম কুসুমের মাঝে কৃষ্ণসর্পের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে এসে বসতে চাও?

মিহির। এতই যদি তুমি ভালবাসো যশোধর্ম্মনকে, তবে তুমি বিবাহে স্বীকৃতা হয়ে উজ্জয়িনীতে এলে কেন?

উর্ম্মিলা। এলাম—স্বচক্ষে যশোধর্ম্মনকে দেখে তার পায়ে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিয়ে, তাকে রাজার কর্ত্তব্যে উত্তেজিত ক'রবার জন্য! দুর্ভাগ্য আমার—এই চরম পথ অবলম্বন ছাড়া যশোধর্ম্মনের সান্নিধ্যে আসার কোন উপায়ই আমার ছিল না।

মিহির। দুর্ভাগ্য তোমার—শিশুর মত খেলা ক'রতে ক'রতে তুমি এসে বাঘের মুখে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছ। মিহিরকুল—কাশ্মীর হ'তে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম ভারত যার সম্মুখে নতশির—সেই মিহিরকুলকে তুমি একটা জড় অপদার্থ ব'লে বিবেচনা ক'রেছ তক্ষশীলকন্যা? দুর্ব্বিনীতা—তোমায় এমন শাস্তি আমি দেব—তোমায় বিলাসের কিঙ্করী ক'রে, অশ্বভোজী হুনের ক্রীতদাসী ক'রে অন্ধকার কারায় তোমায় রেখে দেব আমি! সমগ্র সশস্ত্র তক্ষক জাতি সন্ধানও পাবে না—উর্ম্মিলা জীবিত—না মৃত! আজীবন—অশ্রুজলে হাহাকারে তুমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে তোমার এই চরম মূঢ়তার!

উর্ম্মিলা। তার পূর্ব্বে—বিষাক্ত এই ছুরিকায়—(ছুরিকা বাহির করিল)

মিহির। ছুরিকা! (কাড়িয়া লইতে উদ্যত)

নেপথ্যে রুদ্রদমন। এই কক্ষে—এই কক্ষে উৎপলা বাঈজী! রাষ্ট্রপাল এই কক্ষে!

মিহির। উৎপলা বাঈজী—

(রুদ্রদমন, যন্ত্রী ও সঙ্গিনীগণসহ উৎপলার প্রবেশ)

উৎপলা। হাজার হাজার দণ্ডবৎ রাষ্ট্রপাল! রাজকন্যার পায়ে লাখো নমস্কার! বড্ড এসে প'ড়েছি! যা ঝড় উঠেছে—

মিহির। উঠুক না! রাষ্ট্রপালের অট্টালিকা শক্ত বুনিয়াদের উপরই গড়া উৎপলা বাঈজী! এ ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা নেই.—বুঝেছ—উর্ম্মিলা!

উৎপলা। তা যখন আশঙ্কা নেই, আদেশ যদি হয়—কিছু নাচগান ক'রে গরীব বাঈজী রাষ্ট্রপাল আর রাষ্ট্রপালবধূর কিঞ্চিৎ চিত্তবিনোদনের চেষ্টা যদি করে—

মিহির। আহা, উৎপলা বাঈজী! তোমার এত বিনয়ের তাৎপর্য্য কি? তোমার নাচ দেখতে পাওয়া ত সৌভাগ্যের কথা! আমাদের প্রেমালাপে ব্যাঘাত ক'রে যে শত্রুতা ক'রেছ—নাচে গানে তার ক্ষতিপূরণ করা চাই বাঈজী—!

উৎপলা। রাওজী রুদ্রদমন! আপনার কাঁধে একটু ভর দিয়ে দাঁড়াই—আপনি দয়া ক'রে একটু এগিয়ে আসুন না! আলেকজান্দ্রিয়ায়—বুঝেছেন? আলেকজান্দ্রিয়ায় একবার ভরা আসরে আছাড় খেয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে ঘুঙুর পরতে গিয়ে। সেই থেকে সাবধান হ'য়ে গেছি! এখন

আর পালোয়ান পুরুষ কারো কাঁধে ভর না দিয়ে আমি আর ঘুঙুর পরিনে !—মস্তানী ।—		(ঘুঙুরওয়ালী ঘুঙুর পরাইতে লাগিল)

[উর্ম্মিলা দূরে দাঁড়াইয়াছিল, মিহিরকুল তাহার নিকটে গিয়া সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল]

উৎপলা। রুদ্রদমন ভাই ! আমি তোমায় গোলাপ ছুঁড়ে মেরেছিলাম কি অমনি অমনি ?

রুদ্র। অ্যাঁ ?

উৎপলা। সেই থেকে তুমি একটিবার আমায় দেখতে গেলে না ?

রুদ্র। গেলাম না ? তিন তিনবার গেছি, তিন তিনবার তোমার দেহরক্ষীরা আমায়—শেষে ভাবছিলাম—সৈন্য নিয়ে গিয়ে তোমার প্রাসাদে চড়াও হব একদিন।

উৎপলা। আমি ভাই তোমাদের রাষ্ট্রপাল লোকটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তুমি ও'কে কোন অছিলায় অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে আটক রাখতে পার ?—যতক্ষণ আমি এখানে নাচব ? আমি নাচবও না বেশী—একটি নাচ নেচে পুরস্কারটি বাগিয়ে বাড়ী চ'লে যাব ! যা ঝড় উঠছে, বেশীক্ষণ আসর চ'লবেও না !

রুদ্র। তা না হয় রাষ্ট্রপালকে আটক ক'রতে পারি আমি। কিন্তু আমার ত নাচ দেখা তা হ'লে হয় না !

উৎপলা। তোমার ? সারারা'ত দেখো না তুমি ! তোমায় ত আমি নিয়েই যাব সাথে ক'রে ! আর কি তোমায় ফেলে যাই ? হারানিধি পেয়েছি যখন—

রুদ্র। হ্যা হ্যা হ্যা—তা হ'লে আমি রাষ্ট্রপালকে—হ্যাঁ, সাথে কিন্তু যাবই আমি—

উৎপলা। নাও! ঘুঙুর পরা হ'য়ে গেছে আমার—

(রুদ্রদমনের প্রস্থান)

রাষ্ট্রপাল! কী দিয়ে আরম্ভ ক'রব বলুন—

মিহির। (অগ্রসর হইয়া) কী দিয়ে? ঝড়ের বেলায় আসর ব'সল যখন, ঝড়েরই নাচ একটা নাচো!

(রুদ্রদমনের দ্রুত প্রবেশ)

রুদ্র। রাষ্ট্রপাল!

মিহির। অ্যাঃ কী?

রুদ্র। জলদি একবার যদি—বড়ি জরুরী— (কাণে কাণে কথা)

মিহির। বল কি? চল! তুমি রাজকন্যাকে নাচ দেখাও বাইজী, আমি আসছি— (রুদ্রদমন সহ দ্রুত প্রস্থান)

উৎপলা। সোঁ সোঁ ক'রে ঝড় যখন ওঠে রাজকন্যা—

ঊর্ম্মিলা। ঝড়ই উঠুক! শুধু আকাশে নয়, ঝড় উঠুক যশোধর্ম্মনের অন্তরে! ঝড় উঠুক তক্ষশীলায়! প্রলয় ঝটিকার তাড়নে চূর্ণ, ভগ্ন, ধূলিসাৎ হ'ক মিহিরকুলের শক্তির সৌধ!

(ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত)

উৎপলা। (হাত ধরিয়া) ওর প্রয়োজন নেই রাজকন্যা! সম্রাট আপনার প্রতীক্ষায় আছেন! আপনি চলে যান আমার এই ওড়না পরে, আমার এই যন্ত্রীদের সঙ্গে। বিশ্বাস ক'রছেন না? এই অঙ্গুরীয় চেনেন?

ঊর্ম্মিলা। এই অঙ্গুরীয়? তুমি কোথায় পেলে? এ যে আমার অঙ্গুরীয়, তক্ষশীলা থেকে যশোধর্ম্মনের বিদায়ের দিনে আমিই তাকে—

উৎপলা। আপনিই তাঁকে দিয়েছিলেন! ঠিক! এই অভিজ্ঞান সম্রাট পাঠিয়েছেন আপনার কাছে, বন্ধু বলাদিত্যের হাত দিয়ে। নির্ভয়ে আপনি চ'লে যান! সম্রাট প্রতীক্ষায় আছেন!

[উর্ম্মিলার সঙ্গে ওড়না বিনিময় করিল]

উর্ম্মিলা। আর তুমি?

উৎপলা। আমি? ঝড়কে আটকানো বরং সোজা, উৎপলাকে আটকানোর চেয়ে! যান আপনি!

(যন্ত্রীগণ সহ উর্ম্মিলার দ্রুত প্রস্থান)

উৎপলা! সত্যিকার ঝড় এইবার উঠল! সে ঝড়ের কাছে আকাশের ও ঝড় তুচ্ছ!

গান।

নিখিল আলো, নিকষ কালো, নিবিড় নিশা তরাসে কাঁপে।
আঁধার মাখা ঝড়ের পাখা ঝাপট হানে দারুণ দাপে।
দৈত্য দেবতায় আবার সংগ্রাম—
আর্ত্তরোদন ধরায় অবিরাম,
বিশ্বলক্ষ্মী কাল-সিন্ধুর গহীন গভীরে বিরহ যাপে।
কালের অট্টহাস্যে, কালীর ব্যাদিতাস্যে—
নব ইঙ্গিত বিজলী-রেখায়,
নব সঙ্গীত রণিত ঝঞ্ঝায়,
জীবন মন্ত্র লভিছে বিশ্ব,
রবে না নিঃসাড় মরণ শাপে।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ—ঝড়, বিদ্যুৎ।

যশোধর্ম্মন, উদ্ধব।

যশো। বন্ধু কোথায়?

উদ্ধব। তা আমি জানিনে ত! আমায় ব'ললে এই রাস্তায় এসে দাঁড়াতে। ব'ললে—সম্রাট আসবেন, তাঁকে তুই অপিক্ষে ক'রতে ব'লবি!

যশো। দেখ দেখি, ঝড় বইছে, বৃষ্টিও নামবে এখনই! এখানে অপেক্ষা করি কি ক'রে? আর অপেক্ষা ক'রব যে কার জন্যে—তাও ত জানিনে। তার সঙ্গে দেখা ত তার বাড়ীতেই হ'তে পারত!

উদ্ধব। উহুঁঃ, পা'রত না! তাকে বাড়ীতে পাওয়ার দিন ঘুচে গেছে রাজা! সে এখন উৎকলে!

যশো। উৎকলে?

উদ্ধব। উৎকলে না হ'ক, উৎকলার বাড়ীতে!

যশো। উৎকলা? ওঃ! উৎপলা! কিন্তু বলাদিত্য উৎপলার বাড়ীতে—সে কি কথা? বলাদিত্য কলির ভীষ্ম, তার এমন মতিভ্রংশ হওয়া অসম্ভব।

উদ্ধব। আসল ভীষ্ম কোনদিন উর্ব্বশীর পাল্লায় প'ড়েছিলেন, এমন কথা মহাভারতে নেই অবিশ্যি। প'ড়লে কি হ'ত, জানিনে! কিন্তু এ কলির ভীষ্ম কলির উর্ব্বশীর পাল্লায় প'ড়ে একেবারে হাড়গোড়-ভাঙ্গা দ' ব'নে গেছেন, রাজা! আমার এ কী হ'ল, বল দেখি রাজা? এত সাধ ক'রে চন্দ্রাকে এনে স'পে দিলাম ওর হাতে! আমার সব সাধে

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র দে। অন্ধগায়ক

সন্তোষ সিংহ

ছাই দিলে ও? মেয়েটার দিকে আর চাইতে পা'রছিনে! এখন মরণ হ'লেই বাঁচি আমি!

যশো। তোমার কথা কিছুমাত্র বুঝতে পা'রছিনে আমি! উঃ—কী ভীষণ বিদ্যুৎ!

(উর্ম্মিলা ও যন্ত্রীগণের প্রবেশ)

কে যায়?

মস্তানী। সম্রাট ঐ যে! এইবার আমরা চ'লে যাই রাজকন্যা?

উর্ম্মিলা। যাও—　　(যন্ত্রীগণের প্রস্থান)

যশো। কে যায়? উত্তর দাও—

উর্ম্মিলা। যায় এক বিদেশিনী, আশ্রয়হারা নারী!

যশো। আর একটা বিদ্যুৎ! আর একটা চমক এক পলকের জন্য! কার কণ্ঠস্বর শুনলাম? কে ও? কে তুমি? আর একবার কথা কও দয়া ক'রে! কে তুমি?

উর্ম্মিলা। স্মৃতি তোমায় প্রতারণা করেনি! আমি সেই!

যশো। উর্ম্মিলা?—এর চেয়ে বিস্ময় স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে কেউ দেখেনি কোনদিন, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে কোনদিন কেউ দেখেনি এই বিশাল বসুন্ধরার কোন দেশে! উর্ম্মিলা! রাষ্ট্রপালের প্রাসাদ ছেড়ে, সহস্র সজাগ প্রহরীর চোখের উপর দিয়ে বৃষ্টি ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ মাথায় ক'রে, রাজপথে কেন তুমি?

উর্ম্মিলা। তোমারই জন্য!

যশো। কোন প্রশ্ন ক'রবনা! অন্তরে অন্তরে আমি বিশ্বাস করি, আমারই জন্য এসেছ তুমি! সহস্র প্রতিকূল ঘটনা চোখে

দেখেও তোমার উপর আস্থা কোনদিন হারাইনি! আমি জানি তুমি আমারই! কিন্তু তুমি এলে কেমন ক'রে?

উর্ম্মিলা। উৎপলার কৌশলে!

যশো। উৎপলাব কৌশলে? সর্ব্বনাশ!

উর্ম্মিলা। সর্ব্বনাশ?

যশো। উৎপলার কৌশলে তোমার মুক্তি, আর বলাদিত্যের আহ্বানে আমার এখানে উপস্থিতি! এতে কী কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বোঝা যায় উর্ম্মিলা?

উদ্ধব। ঐ—ঐ—দু'জনে যোগসাজস ক'রে—

যশো। সুনিশ্চয়! বলাদিত্য শেষকালে উর্ম্মিলার জন্য চন্দ্রাকে ভাসিয়ে দিলে?

উদ্ধব। চন্দ্রাকে ভাসিয়ে দিতে দিওনা রাজা! দিওনা তুমি!

যশো। স্নেহোন্মাদ বৃদ্ধ! তা কি পারি আমি? পারি না, উর্ম্মিলার জন্যও না। উর্ম্মিলা! তোমার—তোমার—

উর্ম্মিলা। আমায় ফিরে যেতে হবে?

যশো। যেতেই হবে, নইলে উৎপলার কাছে বলাদিত্যের প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নেওয়ার ত কোন উপায় নাই!

উর্ম্মিলা। তবে যাই!

যশো। আমিও যাই!

উর্ম্মিলা। তুমিও? কোথায়?

যশো। যেথায় তুমি, সেথায় আমি! বর্ষত্রয় পরে মিলেছি যখন, তখন কি আবার বিরহ স্বীকার ক'রব প্রিয়া? এবারকার এ মিলন অক্ষয়, অনন্ত হ'ক আমাদের! তুমি রাষ্ট্রপালের গৃহে গিয়ে পৌঁছোবার

পূর্ব্বেই আমার দেহমুক্ত আত্মা বায়ুস্তরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা ক'রবে তোমার! মরণেই মহামিলন হবে আমাদের!

(ওঙ্কারনাথের প্রবেশ)

ওঙ্কার। না! তা হবেনা!

যশো। কে? কে কথা কইলে? সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতর থেকে এই গম্ভীর নির্ঘোষ কি ভগবান মহাকালের? দেবতা কথা বলুন! আপনি কি মহাকাল?

ওঙ্কার। না, মহাকাল নই! মহাকালের পূজারী মাত্র! আমায় তুমি চেনো যশোধর্ম্মন!

যশো। প্রভু ওঙ্কারনাথ? প্রণাম করি ভগবান! কিন্তু আপনার এ নিষেধ ত শিরোধার্য্য করা আমার সাধ্য নয় প্রভু! আপনি জানেন না সব কথা!

ওঙ্কার। আমি জানি সব কথা। বলাদিত্য সব বলেছে আমায়। তুমি এ আপত্তি তুলবে জেনে বলাদিত্য আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছে, তোমার কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য! ঊর্ম্মিলাকে নিয়ে তোমার উজ্জয়িনী ত্যাগ ক'রতে হবে এই মুহূর্ত্তে।

যশো। অসম্ভব, প্রভু! আপনি ঊর্ম্মিলার দিকটাই দেখছেন, চন্দ্রার কথা ভাবছেন না।

ওঙ্কার। আর তুমি? তুমি চন্দ্রার কথাও ভাবছ, ঊর্ম্মিলার কথাও ভাবছ, নিজের কথাও ভাবতে ভোল নি! শমনপুরীর শীতল ক্রোড়ে ঊর্ম্মিলার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হবার সমস্ত ব্যবস্থাই ক'রে ফেলেছ তুমি। কর নি কেবল দেশের কোন ব্যবস্থা, ভাবো নি কেবল জাতির পরিণামের কথা!

যশো। দেশের? জাতির?

ওঙ্কার। রাজা কে? দেশের নেতা! রাজা কে? জাতির নায়ক! তোমার প্রথম ও শেষ কর্ত্তব্য যাদের কাছে, তাদের কথাই তিল-মাত্র চিন্তা কর নি তুমি! যশোধর্ম্মন! অবন্তী কোশল চিরতরে হুন পদানত হ'ক, হিন্দু জাতির নাম ভারতেব বক্ষ থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে যা'ক হুণের অত্যাচারে—এই কি তুমি চাও?

যশো। কী আজ্ঞা ক'রছেন প্রভু?

ওঙ্কার। তবে তুমি ম'রতে চাইছ কি ক'রে? যশোধর্ম্মন বলাদিত্যের মিলিত প্রয়াস ছাড়া যে ভারতকে বা হিন্দুকে রক্ষা ক'রবার কোন উপায় নেই—হুন প্লাবন থেকে—তা কি আজ আবার নতুন ক'রে শোনাতে হবে তোমায়?

যশো। উর্ম্মিলা! চল, যাই! মহাকাল নির্দ্দেশ পাঠিয়েছেন—জাতি ও দেশের জন্য বাঁচতে হবে আমাদের!

ওঙ্কার। হাঁ, বা'চতে হবে! উদ্ধব! রাজা, রাণী আর চন্দ্রাকে নিয়ে যাও অজয়গড়ে! পা'রবে?

উদ্ধব। আর ঐ ঐ—ছেলেটা?

ওঙ্কার। বলাদিত্য?—বুড়ো, তুই বুড়োই হ'য়েছিস্, জ্ঞান বুদ্ধি কিছু হয় নি তোর! সতীর পতিকে কেউ কোনদিন ছিনিয়ে নিতে পেরেছে?

উদ্ধব। পারে নি?

ওঙ্কার। না। স্বয়ং শমনেরও অধিকার নেই সতীর কাছ থেকে তার পতিকে কেড়ে নেবার!

উদ্ধব। তোমরা উৎকলাকে চেনো না ঠাকুর! যা'ক! তোমার কথার অবাধ্য হব না। যাব আমি—সবাইকে নিয়ে অজয়গড়ে—কিন্তু বলাদিত্য যদি তিন দিনের ভিতর সেখানে না পৌঁছয়, আমি এসে তোমার পায়ে রক্তগঙ্গা হব, তা ব'লে যাচ্ছি ঠাকুর! এস রাজা—এস রাণী—

যশো। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন—

ওঙ্কার। অজয়গড়ের প্রবাসেই পূর্ণ বিক্রমে বিক্রমাদিত্যের প্রকাশ হ'ক ভারত গগনে!

উর্ম্মিলা। প্রভু—

ওঙ্কার। উজ্জয়িনীর রাজলক্ষ্মী! স্বামীর অন্তরে শক্তি সঞ্চার কর!

(ওঙ্কারনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ওঙ্কার। ভারতের মুক্তি যজ্ঞানল! এইবার জ্ব'লে ওঠো পূর্ণতেজে! উজ্জয়িনীর সামন্ত সমাজের কতক এবার পক্ষ নেবে যশোধর্ম্মনের, কতক মিহিরকুলের! সে বিরোধ মিটবার আগেই অজয়গড়ে যশোধর্ম্মনের পতাকা নিয়ে দেশের শ্রমিক আর কৃষক সমবেত হবে লক্ষ লক্ষ, যশোধর্ম্মনের কাছে অস্ত্রশিক্ষা পেয়ে দেখতে দেখতে পরিণত হবে তারা দুর্ম্মদ সৈনিকে! জয় মহাকাল!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ—বিক্রমের কক্ষ।

বলাদিত্য ও উৎপলা।

বলাদিত্য। সম্রাট এতক্ষণ—

উৎপলা। অজয়গড়ের পথে—

বলা। সে পথ বিপদসঙ্কুল। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মিহিরকুলের সৈন্য। উর্ম্মিলার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মিহিরকুল যদি তাদের হুঁসিয়ার থা'কবার আদেশ পাঠিয়ে থাকে, তা হ'লে সম্রাটের নিরাপদে অজয়গড়ে পোঁছবার আশা নেই।

উৎপলা। আমার বুদ্ধির ওপর এখনো তোমার আস্থা জন্মায় নি দেখছি। বলি—উর্ম্মিলার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই যে উর্ম্মিলার ওড়না প'রে আমি হাজার লোকের সামনে দিয়ে সম্রাটের ঘরে এসে উঠলাম—সে কিসের জন্য?

বলা। তা বটে! মিহিরকুল এতক্ষণ এখানে এসে চড়াও হয় নি যে—এই আশ্চর্য্য!

উৎপলা। একটুও আশ্চর্য্য নয়! প্রকাশ্যে সম্রাটের সঙ্গে বিবাদ ক'রবার আগে সে একবার ভাববে বই কি! রুদ্রদমনকে পুছ ক'রবে, মহাসেনকে ডেকে পাঠাবে, শিবানীদেবীর কাছে নালিশ করাও অসম্ভব নয়!

বলা। তা বটে! আমি অবস্থাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। মিহিরকুলের অন্তঃপুর থেকে উর্ম্মিলাদেবীকে উদ্ধার ক'রে আনতে আর কেউ পা'রত না।

উৎপলা। সে জন্ম আমার উপর কৃতজ্ঞ হবার কোন প্রয়োজন নেই তোমাদের! উপকার অবশ্য ক'রেছি আমি। কিন্তু তার দরুণ মূল্যও আমি আদায় ক'রে নেব।

বলা। মূল্য? তা নিও—(দীর্ঘশ্বাস)

উৎপলা। তা ত নেবই! কিন্তু আমি বিস্মিত হই এই ভেবে বলাদিত্য—এ গলহস্তকে তুমি অনুকূল ব'লে বিবেচনা ক'রতে পা'রছ না কেন? বিশ্ববাঞ্ছিতা উৎপলা তোমার প্রণয় ভিখারিণী—সেটা হ'ল তোমার কাছে মস্ত বড় একটা দুর্ভাগ্য?

বলাদিত্য। আমি যে বিবাহিত—উৎপলা!

উৎপলা। বিবাহিতের কি প্রণয়িনী থাকতে নেই?

বলা। না!

উৎপল। না! একটিমাত্র—ছোট্ট "না"! সরল, সংক্ষেপ, সতেজ "না"! কোন্ বিবাহিতের প্রণয়িনী নেই বলাদিত্য? মিহিরকুল, রুদ্রদমন, রণধীর—

বলা। থা'ক থা'ক—তাদের নাম আর না-ই ক'রলে!

উৎপলা। অর্থাৎ—তাদের চাইতে তুমি ঢের উঁচুতে! এই ত তোমার মনের কথা?—দম্ভ! অবশ্য দম্ভ থাকাটা ভাল—আমার নিজেরই দম্ভ যথেষ্ট! যার দম্ভ নেই—সে মানুষই নয়!

বলা। দম্ভই যদি মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হয়, তবে অতিমানুষ হ'ল ঐ মিহিরকুল।

উৎপলা। মিহিরকুল! বেচারা! তার দম্ভ আছে, কিন্তু বুদ্ধি নেই!

বলা। বুদ্ধি নেই? মিহিরকুলের?

উৎপলা। বুদ্ধি থাকলে সে একটা নর্ত্তকীর হাতে নিজের প্রণয়িনী ছেড়ে যায়? বিশেষ যে প্রণয়িনী অন্যাসক্তা?

বলা। এতক্ষণ তারা—

উৎপলা। হ্যাঁ, যে কথা হ'চ্ছিল, এতক্ষণ ওঁরা অজয়গড়ের পথে। সে পথ বিপদসঙ্কুল, কিন্তু বিপদে সম্রাটকে সাহায্য ক'রবারও লোকের অভাব নেই সে পথে।

বলা। বিপদে সাহায্য ক'রবার? কে—কে—কে আছে উৎপলা? নির্ব্বান্ধব যশোধর্ম্মনের কে সে অজ্ঞাত বন্ধু?

উৎপলা। সে বন্ধু মোটেই তোমাদের অজ্ঞাত নয়। নাম তার শ্রীল রাও রণধীর সিং বাহাদুর!

বলা। রণধীর? মা-জীর আদেশে?

উৎপলা। না—বন্ধু না! এই উৎপলা বাঈজীর আদেশে! আমি তাকে বিশ হাজার সেপাই সংগ্রহ ক'রতে আদেশ ক'রেছিলাম—সে দু'দিনে পাঁচ হাজারের বেশী পারে নি! তা—তাতেই এখন চ'লবে! সম্রাটের পথের বিঘ্ন দূর ক'রতে পাঁচ হাজার সৈনিকই আপাততঃ যথেষ্ট!

বলা। তোমার আদেশে?

উৎপলা। নিশ্চয়ই! এতে অবাক হবার কি আছে? সে আমার প্রণয়ভিক্ষু!

বলা। বাঃ, চমৎকার!

উৎপলা। একে প্রণয়ভিক্ষু, তাতে আবার তাকে আমি লোভ দেখিয়েছি—উজ্জয়িনীর সিংহাসন তাকে দেব!

বলা। সর্বনাশ! বলো কি? সে ত তাহ'লে সম্রাটকে দেখবামাত্রই হত্যা ক'রবে!

উৎপলা। মোটেই না! আমি তাকে বুঝিয়েছি—ঊর্ম্মিলাকে নিয়ে যাতে সম্রাট পালিয়ে যেতে পারে—তারই সাহায্য করা হ'ল গিয়ে সম্রাট আর মিহিরকুল উভয়কেই যুগপৎ বিনাশ ক'রবার একমাত্র উপায়! মিহিরকুলে যশোধর্ম্মনে বাধবে যুদ্ধ, উভয়ে পুড়ে মরবে সে যুদ্ধের আগুণে—শূন্য সিংহাসনের অধিকারী হবে বিশ হাজার সৈনিকের অধিনায়ক শ্রীল রাও রণধীর—

বলা। রণধীর তাই বুঝেছে?

উৎপলা। বুঝবে না? তারও—মিহিরকুলের মত—দম্ভ আছে, বুদ্ধি নেই! অধিকন্তু সে আমায় ভালবাসে!

বলা। তা বটে! সে তোমায় ভালবাসে!

উৎপলা। তুমি তাতে একটুও ঈর্ষা অনুভব ক'রছ না?

বলা। ঈর্ষা?

উৎপলা। যদি বলি—আমিও তাকে ভালবাসি?

বলা। (সাগ্রহে) বাসো?

উৎপলা। অ্যাঁ—ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে তোমার হ'ল উল্লাস? নিষ্ঠুর!

বলা। (হতাশভাবে) নিষ্ঠুর কিসে?

উৎপলা। আমায় একটুও নিজের ব'লে যদি ভাবতে পা'রতে,—রণধীরকে আমি ভালবাসি শুনে তার টুটি কামড়ে ধ'রবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠতে তুমি!

বলা। উৎপলা!

উৎপলা। তুমি ব'লতে চাও—তুমি একটুও নিজের ব'লে ভাবতে

পার না আমায়! (কম্পিতস্বরে) ভা'বতে না পার বলাদিত্য—ভাণও ত অন্ততঃ ক'রতে পার?

বলা। ভাণ?

উৎপলা। ক'রলে—আমি সেই ভাণকেই সত্য ব'লে মেনে নেবার চেষ্টা ক'রতাম বলাদিত্য! যদি "উৎপলা" বলে একটিবার হাতখানি ধ'রতে আমার—ভালবেসে নয়, ভাণ ক'রে—বলাদিত্য! বলাদিত্য! আমায় ভালবাসবার ভাণ করাও কি শক্ত? আমি কি এতই ঘৃণ্য?

বলা। তুমি যশোধর্ম্মনের জীবন দান ক'রেছ, আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি।

উৎ। শ্রদ্ধা? (হাস্য)

বলা। তুমি যদি আমায় চাও, আমায় পাবে। আমি ত শপথ ক'রেছি!

উৎ। শপথ ক'রেছ বন্ধুর খাতিরে, ভালবাসার খাতিরে নয়!

বলা। আমি যে বিবাহিত, উৎপলা!

উৎ। তাতে কি আসে যায়, বলাদিত্য? এই নিভৃত বিলাসকক্ষ—এই বর্ষণমুখর নিশীথিনী—এই নিবিড় সান্নিধ্য—এর মাঝে বাস্তবকে এক নিমেষের জন্য ভুলে—এক মুহূর্ত্তের জন্য কি মনে করা যায় না প্রিয়তম যে এজগতে আছে শুধু আজ বলাদিত্য। আর আছে শুধু উৎপলা? আমার সারা জীবনের স্বপ্ন, আমার অন্তরতম সাধনার নিধি, আমার তৃষিত আত্মার শাশ্বতী কামনা, যদি মূর্ত্তি ধ'রে সম্মুখে এসেছ—তবে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে কেন সখা?—একটি দিনের তরেও তুমি ভালবেসে আমার হও, চিরজন্মের তৃষ্ণার মুখে এক বিন্দু শীতল বারি আমায় দাও বলাদিত্য!—বলাদিত্য!— (বাহুবদ্ধ করিল)

বলা। উৎপলা! উৎপলা!

নেপথ্যে শিবানীবাঈ। যশোধর্ম্মন!

বলা। উৎপলা!—মা-জী—

উৎপলা। ওঃ— (শ্রান্তভাবে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিল)

নেপথ্যে মিহিরকুল। এই ঘরে! নিশ্চয় এই ঘরে! প্রতিহারীরা জনে জনে আমায় ব'লেছে—সুবেশা এক নারীকে তারা সম্রাটের এই ঘরে প্রবেশ ক'রতে দেখেছে। এই লম্পটকে তবু সম্রাট ব'লে আমি সম্মান ক'রব মা-জী? উজ্জয়িনীর রাজদুর্গ চূর্ণ ক'রে, সম্রাট-সিংহাসন সিপ্রায় ভাসিয়ে দিয়ে, উর্ম্মিলার অপহরণকারীকে আমি—

নেপথ্যে শিবানী। শান্ত হ'ন রাষ্ট্রপাল! যশোধর্ম্মন! দ্বার খোলো!

বলাদিত্য। উৎপলা!

উৎপলা। সম্রাটের ঐ শিরস্ত্রাণ মাথায় পরো, সম্রাটের ঐ পরিচ্ছদে অঙ্গাবরণ কর—

বলা। (তদ্রূপ করিয়া) তারপর?

উৎ। তারপর মৃত্যুর দূত যদি এসেই থাকে বন্ধু, ম'রব! সম্রাটকে যতটা পারি, পালাবার সময় দিতে হবে! (উচ্চৈঃস্বরে) রাষ্ট্রপাল! মা-জী—আমি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ ক'রব, কিন্তু প্রিয়তমকে যখন একবার পেয়েছি—তখন কেউ আর তার কাছ থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারবে না!

নেপথ্যে মিহিরকুল। পাপীয়সি! তোর শাস্তি—ভাঙ দ্বার সৈনিক!

নেপথ্যে শিবানী। আপনি সম্রাটের অমর্য্যাদা ক'রবেন না রাষ্ট্রপাল!

নেপথ্যে মিহির। আমি হত্যা ক'রব যশোধর্ম্মনকে, সৈনিকগণ!

নেপথ্যে শিবানী। রাষ্ট্রপাল! শিবানীবাঈয়ের অনুরোধ—এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে বিবেচনা করুন!

নেপথ্যে মিহির। ভাঙ্গো দ্বার!

মিহিরকুলের প্রবেশ

মিহির। নির্লজ্জ, লম্পট! সৈনিকগণ! বন্দী কর!

(শিবানীবাঈয়ের প্রবেশ)

শিবানী। গন্ধর্বসেনের পুত্রের অমর্য্যাদা করবার পূর্ব্বে তুমি শিবানী বাঈকে হত্যা কর রাষ্ট্রপাল! (বলাদিত্যকে আবরণ করিয়া দাঁড়াইলেন)

মিহির। ঊর্ম্মিলা! তক্ষশীল কুলের কলঙ্কিনী!

(উৎপলাকে সবলে ধারণ)

উৎপলা। আমি উৎপলা।

(সৈনিকগণ হাসিতে গিয়া হাসি চাপিল)

মিহির। উৎপলা? সম্রাট আর উৎপলা?

শিবানী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ রাষ্ট্রপাল! ঊর্ম্মিলা তোমার প্রাসাদেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে র'য়েছে নিশ্চয়—যে বর্কশ স্বভাব তোমার! ছিঃ ছিঃ, সম্রাট যদি একটা নর্ত্তকী নিয়ে দু'দণ্ডের জন্য বিলাসে মত্ত হয়ই, তাতে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষেরা অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসবে, এ কি অন্যায় কথা?

মিহির। সম্রাট আমায় ক্ষমা কর! কিন্তু এই উৎপলাকে আমার প্রয়োজন আছে।

উৎপলা। অর্থাৎ আমি বন্দিনী!

মিহির। ঊর্ম্মিলা নিরুদ্দেশ হবার ঠিক পূর্ব্বেই তুমি তার কাছে ছিলে, যতক্ষণ না তাকে পাওয়া যায়—

উৎপলা। ততক্ষণ তার প্রতিনিধিত্ব ক'রতে রাজী আছি—রাষ্ট্রপাল— যদি উপযুক্ত মূল্য পাই!

মিহির। চুপ কর্ নর্ত্তকী! বন্দী কর একে সৈনিক!

উৎপলা। তার পূর্ব্বে হতভাগ্য সম্রাটকে একটু সান্ত্বনা দিতে দাও আমায়! (বলাদিত্যের নিকটে গিয়া) বিচলিত হ'য়ো না। মন যদি খারাপ হয়, বন্ধুর কাছে চলে যাও। আমার জন্য ভেবোনা! আমি রাষ্ট্রপালের কাছে সহজেই মুক্তি নিতে পারব! (সৈনিকের নিকটে আসিয়া) চল কোথায় যেতে হ'বে। নমস্কার রাষ্ট্রপাল! প্রণাম হই মা-জী! (সৈনিকগণ উৎপলাকে লইয়া প্রস্থান করিল)

মিহির। তুমি কিছু মনে ক'রোনা যশোধর্ম্মন।

(মিহিরকুলের প্রস্থান)

শিবানী। (বলাদিত্যের স্কন্ধে হাত দিয়া) যশোধর্ম্মন!

বলা। (ফিরিয়া) মা-জী!

শিবানী। একি! বলা—

বলা। চুপ! যদি যশোধর্ম্মনের মৃত্যুর কারণ না হ'তে চান—

শিবানী। যশোধর্ম্মন কি সত্যই—

বলা। সত্যই!—

শিবানী। কোথায় তারা?

বলা। আমার দুর্গ অজয়গড়ের পথে! মা-জী! সম্রাটকে আপনি রক্ষা করুন!

শিবানী। সে আমায় বিশ্বাস করে না বলাদিত্য!

বলা। না ক'রবার কারণ আছে! মিহিরকুলের সঙ্গে উর্ম্মিলার বিবাহ—

শিবানী। হুঁ—

বলা। আপনি জেনে শুনেও মিহিরকুলের প্রয়াসে বাধা দেন নি!

শিবানী। দিইনি সত্য! কেন দিইনি, তা কি তুমিও বুঝতে পারনি বলাদিত্য? ক্ষুরধার যার বুদ্ধি?

বলা। দেননি, হয়ত আপনি ভেবেছিলেন—মিহিরকুলের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদে অবতীর্ণ হওয়ার সময় এখনো আসেনি সম্রাটের।

শিবানী। সে আলোচনায় এখন আর ফল নেই। যশোধর্ম্মন আমার কল্পনাকে অতিক্রম ক'রে গেল। আমি ইন্ধন সংগ্রহ ক'রবার আগেই সে আগুন জ্বালিয়ে ব'সল। এখন এ আগুন কতক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব?

বলা। যশোধর্ম্মনকে অপরাধী ক'রবেন না! আপনি বোঝেন রাজনীতি, সে বোঝে প্রেম!

শিবানী। তুমিই এ ষড়যন্ত্রের চক্রী, তুমি আর ঐ নর্ত্তকী!

বলা। আপনার ভুল কদাচিৎ হয়!

শিবানী। অথচ তোমাদের দু'জনাকেই আমি ব'লেছিলাম—ধীরে, ধীরে, ক্রমে ক্রমে—সামন্ত সৈন্যাধ্যক্ষদের বশীভূত ক'রে—

বলা। তাতে সবই হ'তে পা'রত, বাঁচত না শুধু উর্ম্মিলা—

শিবানী। না-ই বাঁচত!

বলা। উর্ম্মিলা না বাঁচলে যশোধর্ম্মনও জীবিত থা'কত না, একথা আপনি বিশ্বাস করুন মা-জী!

শিবানী। কী জানি! প্রেম তোমরাই বোঝো! বৃদ্ধা আমি—বোঝার ভিতর শুষ্ক রাজনীতিটাই বুঝি একটু! যা'ক, এখন?

বলা। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, আসন্ন! সে যুদ্ধে উজ্জয়িনীর সামন্তমণ্ডলী যদি মিহিরকুলকে সমর্থন করে, তাহ'লে যশোধর্ম্মন মরবে!

[নেপথ্যে ভেরী ধ্বনি]

শিবানী। ও কি ও ?

বলা। মিহিরকুল রণসজ্জায় সজ্জিত হ'চ্ছে !

শিবানী। হুঁ—

বলা। যশোধর্ম্মন ম'রতে ব'সেছে—তার ধাত্রীমাতার কি কিছুই করণীয় নেই এ সময়ে ?

শিবানী। তুমি এখন কোথায় যাবে বলাদিত্য ?

বলা। নর্ত্তকী ব'লে গেল—বন্ধুর কাছে যাও ! অর্থাৎ সম্রাটের কাছে, অজয়গড়ের পথে !

শিবানী। আমি কী ক'রতে পা'রব জানিনে ! এমন অকস্মাৎ— উঃ ! যদি আমায় শুধু ব'লতে একবার !

বলা। ঐ যে ব'ললাম—আপনাকে ব'ললে উর্ম্মিলার উদ্ধার হ'ত না মা-জী !

শিবানী। যা'ক, আমি অভিমান ক'রে হাত গুটিয়ে ব'সে থা'কব না। তোমরা প্রেমকে স্থান দাও সাম্রাজ্যেরও উর্দ্ধে, আমার চো'খে সাম্রাজ্যের উর্দ্ধে আর কিছু নেই ! সেই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমি চেষ্টা ক'রব বই কি ! মহাসেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি—, আর দাঁড়াও ! আজ বোধ হয় উপযুক্ত সময় এসেছে !—সম্রাট গন্ধর্বসেন যে রত্ন-ভাণ্ডার আমার করে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন—তা আজ আমি তোমার করে অর্পণ ক'রছি ! তাই দিয়ে তুমি সৈন্য সংগ্রহ কর। এই নাও সে গুপ্তভাণ্ডারের উন্মোচনী।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রুদ্রদমনের গৃহোদ্যান

রুদ্রদমন ও মহাসেন

মহাসেন। তোমার আদর আপ্যায়নে পরম প্রীত হ'য়েছি রুদ্রদমন, এখন এস, কাজের কথা কওয়া যা'ক !

রুদ্র। কাজের কথা—মানে—তক্ষশীল রাজকন্যার কথা ত ?—আমি কি ক'রতে পারি বলুন ! আমি হ'চ্ছি রাষ্ট্রপালের ভৃত্য, তিনি যখন আদেশ দিয়েছেন—

মহাসেন। আদেশ ত দিয়েছেন ! কিন্তু আদেশ দিয়ে কাজটা কি ভাল ক'রেছেন, মনে কর ?

রুদ্র। ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, ঘরের বৌ কে ছেড়ে দেয় ?

মহাসেন। কিন্তু যশোধর্ম্মন যে গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র, সেটা ভুললে ত চ'লবে না আমাদের !

রুদ্র। তা ত চ'লবে না বটেই ! কিন্তু ঘরের বৌ তা ব'লে ত আর—

মহাসেন। একটা ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি যদি হয়—

রুদ্র। হয় যদি ত ক'রছি কি বলুন ! ঘরের বৌ যখন—

মহাসেন। আমি তোমায় সাদা কথায় জিজ্ঞাসা ক'রছি রুদ্রদমন ! তুমি মিহিরকুলের বিশ্বস্ত সহকারী, অন্তরঙ্গ বন্ধুও বলা চলে। মিহিরকুল কি ক'রতে চান, তা তুমি অবশ্যই জানো !

রুদ্র। তিনি? শুদ্ধু—ঘরের বৌটিকে ঘরে ফিরিয়ে আ'নতে চান।

মহা। বৌ ত হয় নি এখনো! সে যদি না-ই আসে!

রুদ্র। না আসে যদি—তবে—তাহ'লে ত বড় ঝঞ্ঝাটের কথা হ'ল মহামাত্য!

মহা। সত্য সত্যই বিদ্রোহ?

রুদ্র। হেঃ হেঃ হেঃ—একটা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নাবালককে উচিত, অনুচিত সম্ঝে দেবার চেষ্টাকে কি বিদ্রোহ বলে মহামাত্য? হেঃ হেঃ হেঃ—

মহা। কাণ্ডজ্ঞানশূন্যই হো'ন, আর নাবালকই হো'ন—সম্রাট ত তিনিই!

রুদ্র। হ্যাঁ, আপাততঃ বটে, আপাততঃ বটে!

মহা। আপাততঃ?

রুদ্র। চাকা ঘুরতে কতক্ষণ, বলুন!

(শিবানীবাঈয়ের প্রবেশ)

শিবানী। চাকা ঘুরতে বেশীক্ষণ লাগে না, ক্ষমতামদে মত্ত হ'য়ে এই কথাটাই ভুলেছেন রাষ্ট্রপাল মিহিরকুল। সৈন্য নিয়ে সম্রাটের পশ্চাদ্ধাবন ক'রবার আগে, তাঁর কি উচিত ছিল না—একবার অন্ততঃ মহামাত্যকে বা আমাকে জিজ্ঞাসা করা?

রুদ্র। হুননায়ক মিহিরকুল কি উজ্জয়িনীতে অধিষ্ঠান ক'রছেন—মহামাত্যের এবং শিবানীদেবীর অনুকম্পার উপর নির্ভর ক'রে?

শিবানী। যুদ্ধে জয় এবং পরাজয় দুইই সম্ভব, আমাদের প্রতি দুর্বিনীত হওয়ার পূর্ব্বে—এ-কথাটা তুমি একবার স্মরণ ক'রো রুদ্রদমন!

রুদ্র। জয়ই হ'ক, পরাজয়ই হ'ক, রুদ্রদমনের স্থান যে মিহিরকুলেরই পার্শ্বে, তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন রাজধাত্রী!

মহাসেন। তুমি মিহিরকুলের বিদ্রোহের সমর্থন ক'রতে পারো না রুদ্রদমন!

রুদ্র। আপনারাও পারেন না—সম্রাটের উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন ক'রতে!

শিবানী। উজ্জয়িনীর অভিজাতসমাজ—সামন্ত ও সমর-নায়কেরা—সমস্বরে মিহিরকুলের আচরণের প্রতিবাদ ক'রেছে। তুমিও যদি কর, তুমি হবে যশোধর্ম্মনের প্রধান সেনাপতি—

রুদ্র। প্রতিবাদ? মিহিরকুলের অসাক্ষাতে মৌখিক দু'টো নিরীহ প্রতিবাদ জানালেই যদি প্রধান সেনাপতিত্ব পাওয়া যায়, তা নিতে পারি!

মহাসেন। মৌখিক এবং নিরীহ! অর্থাৎ যুদ্ধকালে তোমার সৈন্য তুমি মিহিরকুলের পতাকাতলেই সজ্জিত ক'রবে!

রুদ্র। তারা যে মিহিরকুলেরই সৈন্য, মহামাত্য!

শিবানী। সৈন্য যারই হ'ক, তোমারই আদেশ পালনে তারা অভ্যস্ত!

রুদ্র। অন্যায় আদেশ আমি তাদের দেব কেন?

শিবানী। তুমি চিন্তা ক'রে দেখ রুদ্রদমন! যশোধর্ম্মনের কৃতজ্ঞতার চেয়ে মিহিরকুলের অনুকম্পাকে তুমি বেশী লোভনীয় মনে ক'রবে, এমন নির্বোধ, আশা করি, তুমি হবে না! আসুন মহামাত্য—

(মহাসেন ও শিবানীদেবীর প্রস্থান)

রুদ্র। (উচ্চৈঃস্বরে) অনুকম্পা? রাও রুদ্রদমন কারও অনুকম্পার ভিখারী নয়!

(উৎপলার প্রবেশ)

উৎপলা। আমারও নয়—?

রুদ্র। আশ্চর্য্য!—তুমি?

উৎপলা। হ্যাঁ, আমিই! ভাবছ—মিহিরকুলের কারাগার থেকে কি ক'রে বেরিয়ে এলাম?—প্রেমের অসাধ্য কিছু নেই বন্ধু! কারাকক্ষে ব'সে ব'সে তোমার এই সুন্দর মূর্ত্তিখানি দেখবার জন্য কী যে ব্যাকুলতা এল প্রাণে!—তখন—প্রেম যাকে টানে, তাকে রোখে কে?

রুদ্র। প্রেম কি কারাগারের লোহার গরাদে গুনো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেললে?

উৎপলা। কবির ভাষায় ও রকমটাও বলা যায় বই কি! গদ্যে ব'লতে গেলে অবশ্য গল্পটা এই রকম দাঁড়ায়—প্রেমার্ত্তা উৎপলা তার ওড়নার ভিতর থেকে একখানা বড় হীরে খুলে গরাদের ভিতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—বাইরে রক্ষীদের সামনে! তারা দোর ত খুলে দিলেই—

রুদ্র। পায়ের ধূলোও নিলে বোধ হয়?

উৎ। ধরেছ ঠিক!

রুদ্র। হ্যা হ্যা—তারপর?

উৎ। তারপর? তারা বোধ হয় গর্দ্দানা বাঁচাবার জন্য সোজা সম্রাটের ছাউনির দিকে পালিয়েছে! অন্ততঃ আমি তাই পরামর্শ দিয়েছি তাদের! আর আমি? প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য সোজা চ'লে এসেছি প্রিয়তম রুদ্রদমনের কুঞ্জে!

রুদ্র। বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ। এমন জায়গায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দেব যে মিহিরকুল জীবনে তোমার খোঁজ পাবে না।

ক'রলেই বা তুমি তার বৌ চুরি, তাই ব'লে কারাগারে আটক ক'রে রাখা? আরে ছিঃ! এমন রূপযৌবন যার দেহে—

উৎ। আর এত ভালবাসা যার প্রাণে—

রুদ্র। সেটা, মুখে যাই বল—সত্যি সত্যি কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস না উৎপলা! বাসতে যদি—

উৎ। বা'সতাম যদি—বুঝেছি বঁধু, মনের কথা! কিন্তু আশায় ঘোরাই ভালো, আশা মিটলে ত সব মিটেই গেল!

রুদ্র। লড়াই আসছে, আশা মেটবার আগে আমার ভবের খেলা না মিটে যায়!

উৎ। লড়াই আসছে? তাইত!

রুদ্র। আসছে না আবার? এইমাত্র—শিবানীবাঈ আর মহাসেন এসেছিল আমার তোষামোদ ক'রতে যশোধর্ম্মনের পক্ষ নেবার জন্য!

উৎ। তা তুমি নিলে বুঝি? ওরা তোষামোদ ক'রলে যখন—

রুদ্র। তোষামোদ ক'রলেই পক্ষ নিতে হবে? কৃতজ্ঞতা ব'লে একটা জিনিষ নেই?

উৎ। নেই আবার? জগতে দু'টো মোটে জিনিষ আছে—কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা! আমার ধর গিয়ে ভালবাসা রয়েছে তোমার উপর! আর তোমার রয়েছে কৃতজ্ঞতা—সেটা কার উপর?

রুদ্র। কার উপ আবার! মিহিরকুলের! সে ধর গিয়ে, হাতে ক'রে আমায়—

উৎ। তবে ত কথাই নেই! মিহিরকুল যখন হাতে ক'রে তোমায়—উঃ, তবে কি আর মিহিরকুলের পক্ষ না নিয়ে তুমি পারো?.. ক'রলেই বা ওরা তোষামোদ—

রুদ্র। বাধুক না লড়াই একবার। রুদ্রদমন তার দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যখন যশোধর্ম্মনের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়বে—

উৎ। মোটে দশ হাজার?

রুদ্র। আরো আছে! মিহিরকুলের আরও ঢের আছে! আমি ব'লছি—আমার নিজের অধীনে যে দশহাজার সিপাহী আছে—তাদের কথা।

উৎ। ওঃ, তাদের কথা! তা বাকী সব সিপাহী বুঝি অন্য লোকের হাতে?

রুদ্র। হ্যাঁ, ঐ ভেরামল রয়েছে, কুলকর্ণি র'য়েছে—

উৎ। তারাও সব মিহিরকুলের উপর খুব কৃতজ্ঞ বুঝি?

রুদ্র। উঁহুঁঃ, কৃতজ্ঞতা ব'লে জিনিষটা সকলের প্রাণে থাকে না উৎপলা!

উৎ। যেমন থাকে না আর একটা জিনিষ—মানে ভালবাসা! কিন্তু তুমি যে আমায় বড় ভাবিয়ে তুললে পিয়ার!

রুদ্র। কেন? কেন? ভাবনাটা কিসের? তারা না—ই বা হ'ল কৃতজ্ঞ! আমি যখন রয়েছি, তখন ভয় কি মিহিরকুলের?

উৎ। ওরা—ওই কি নাম ক'রলে ঐ ভেড়াকর্ণি আর—ওরা যদি লড়াইয়ের সঙ্গীন সময়টিতে—(ইসারা)

রুদ্র। অ্যাঁঃ? বল কি?

উৎ। তুমি দশ হাজার সিপাহী নিয়ে সম্রাটের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়েছ—এমন সময়ে চল্লিশ হাজার সিপাহী নিয়ে তারা যদি তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে—ঐ ভেড়াকর্ণির দল— হায়রে ভগবান্!—

(ওড়নায় চক্ষু ঢাকিল)

রুদ্র। ওকি, ওকি, কাঁদছ উৎপলা ?

উৎ। মনে মনে তোমায়—জীবন যৌবন সব সমর্পণ ক'রে ব'সে আছি—তোমায় যদি শেষকালে একদিকে সম্রাট আর একদিকে ভেড়াকর্ণি মিলে ছাতুপেষা ক'রে ফেলে—আমি আর এ প্রাণ রাখব না ভাই !

রুদ্র। তুমি কেঁদো না উৎপলা, কেঁদো না ! আমায় ছাতুপেষা করা অত চাট্টিখানি কথা নয়। তবে কথা তুমি যা কইলে—খুবই খাঁটি কথা ! ওরা যদি সঙ্গীন সময়টিতে বিশ্বাসঘাতকতা করে—ভীষণ বিপত্তি হবে ! কৃতজ্ঞতা ওদের আদৌ নেই !

উৎ। সকলের থাকে না ! তা দেখ, তুমি বরং একটা কাজ কর। আরো কিছু বেশী সৈন্য নিজের দলে জোগাড় ক'রে রাখো। তাতে মিহিরকুলেরও উপকার হবে, আর তেমন তেমন হ'লে সম্রাটে ভেড়াকর্ণিতে মিলেও তোমায় বিপদে ফেলতে পা'রবে না !

রুদ্র। এ একটা কথার মত কথা ! দশ হাজার না হ'য়ে বিশ হাজার যদি হয় আমার নিজের সৈন্য—

উৎ। হ'তে আটক কি ? বলো মিহিরকুলকে !

রুদ্র। তবেই হ'য়েছে ! মিহিরকুল কক্ষণো দেবে না। কোন সৈন্যাধ্যক্ষেরই দশ হাজারের বেশী সৈন্য নেই। আমি চাইলেই সন্দেহ করে ব'সবে যে এর মনে অভিসন্ধি আছে !

উৎ। সন্দেহ ক'রবে ? বল কি ? তোমার এত—কৃতজ্ঞতা—তবু—বিশ্বাস—

রুদ্র। বিশ্বাস করেছে দশ হাজার দিয়ে, বিশ হাজার দিয়ে ক'রবে না !

উৎ। তাই ত—বড় ঝঞ্ঝাটের কথা! (চিন্তার ভাণ)

রুদ্র। যা'কগে! সে যা হয়, হবে। লড়াই ক'রতে ব'সে অতো চিন্তা ক'রলে চলে না। তার চেয়ে, তুমি যখন এয়েছ, চল—ঘরে চল—একটু পানভোজন আমোদ আহ্লাদ করা যা'ক চল!

উৎপলা। আমোদ আহ্লাদ ছাড়া আর ক'রবার কী আছে বঁধু? চল—যাই—আমোদ-আহ্লাদ— (রুদ্রদমনের হাত ধরিয়া গান)

হাসি আর গান, মান-অভিমান, প্রাণদান প্রতিদান—

[এক পদ গাহিয়াই হঠাৎ হাত ছাড়িয়া দিয়া সতৃষ্ণ নয়নে রুদ্রদমনের মুখের দিকে চাহিল]

উৎপলা। শোন বন্ধু, এক্‌টা কথা—

রুদ্র। কি? গানটা থামা'লে কেন?

উৎ। গান কত শুনবে তুমি? সে কথা নয়! আমি ত নিশ্চিন্দি হ'য়ে তোমায় অমন ধাবা ভেড়াকর্ণির হাতে সঁপে দিতে পা'রব না! মিহিরকুল তোমায় সৈন্য না দেয়, তুমি নিজে সৈন্য জোটাও! দশ হাজার তোমার রয়েছে, আরও দশ হাজার কি বিশ হাজার জুটিয়ে ফেল, লড়ায়ের আগেই!

রুদ্র। বল কি? বিশ হাজার সেপাই জোটানো কি সহজ কথা? আর—মিহিরকুল ব'লবে কি?

উৎ। ইস্, মিহিবকুল! তাব এখন মাথাব ঘাযে কুকুর পাগল!

রুদ্র। তা যা ব'লেছ! সে হয় ত টেরও পাবে না যদি সতর্ক হ'য়ে কাজ করা যায়! সে যেন হ'ল, কিন্তু টাকা দেবে কে? বিশ হাজার সেপাই জোটানো কত রূপেয়ার খেল, জানো?

উৎ। কত চাই? পাঁচ লক্ষ? দশ লক্ষ? বিশ—?

রুদ্র। বল কি ? তুমি দেবে ? তুমি দেবে আমায়, লক্ষ্মীটি ?

উৎ। দেব না ? সম্রাটে ভেড়াকর্ণিতে মিলে তোমায় যদি কচুকাটা ক'রে ফেলে, সর্ব্বনাশ ত আমার ছাড়া কারুর হবে না! প্রাণের প্রাণ আমার, তোমার তরোয়াল ঘোরানো দেখেই যে তোমায় গোলাপ ছুঁড়েছিলাম আমি! সেই তুমিই যদি কুপোকাৎ হ'য়ে যাও, আমি প্রেম ক'রব কার সঙ্গে ?

গান

হাসি আর গান, মান-অভিমান, প্রাণদান প্রতিদান,
নয়নে নয়ান—জ্যোছনার বান, শোনো পিক কলতান।
কুহু কুহু কুহু—ঝঙ্কার বনে বনে!
তনুকদম্বে শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে!
সে আসে মিলন বিলাসে—
সোহাগ সুধার পিয়াসে,—
প্রেম ঝরণায় আজি দু'জনায় দু'জনে করাব স্নান!

দ্বিতীয় দৃশ্য

অজয়গড়ের পথে মিহিরকুলের শিবির।

[স্থানে মিহিরকুল. মহাসেন, ভেরামল, কুলকর্ণি, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও অভিজাতগণ উপবিষ্ট। একটু দূরে শিবানীদেবী পৃথক স্থানে উপবিষ্টা]

শিবানী। রাষ্ট্রপাল যে শিবানীবাঈ ও মহাসেনকে শত্রু জ্ঞান ক'রছেন, এ সত্যই বড় দুর্ভাগ্যের কথা!

মিহির। হুননায়ক মিহিরকুলের শত্রু হবার যোগ্য ব্যক্তি যে ভারতে গান্ধারে কোথাও কেউ আছে, তা জানা ছিল না।

শিবানী। আমি আপনার শুভানুধ্যায়ী—তার বহু পরিচয় আপনি নানাভাবেই পেয়েছেন।

মিহির। মিহিরকুলের শৌর্য্য ও কীর্ত্তি কারও শুভাকাঙ্খার অপেক্ষা রাখে না।

শিবানী। সত্যের বিকৃতি ঘটিয়ে যদি আপনি তৃপ্ত হন—তাতে আমার আক্ষেপ নেই। আমি স্বীকার করি যে সম্রাট—যদি সত্যই সম্রাটের দ্বারা এ কার্য্য অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে—অত্যন্ত গর্হিত কার্য্যই ক'রেছেন। কিন্তু তাই ব'লে স্বর্গীয় মহাত্মা গন্ধর্ব্বসেনের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ব'সে আপনি যে পবিত্র শপথ গ্রহণ ক'রেছিলেন, তা ভঙ্গ করার কোন কারণ ঘ'টেছে আপনার, তাও আমি মনে করি না।

মিহির। নিজের অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষা ক'রবার অধিকার দীন দুঃখী প্রজারও আছে, নেই কেবল রাষ্ট্রপালের?

শিবানী। দীন দুঃখী প্রজারও আছে? রাষ্ট্রপালের অন্তঃপুরে গত চার পাঁচ বছরের ভেতর যে কয়েক শত রূপসী কামিনীর আবির্ভাব ঘ'টেছে, তারা কি সবাই রাষ্ট্রপালের পরিণীতা? অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষার অধিকার যদি সত্যই দীনদুঃখী প্রজার থাকত, তা হ'লে এই কয়েক শত কামিনীকে উপলক্ষ ক'রে রাষ্ট্রপালের বিরুদ্ধে কয়েক শত বিদ্রোহ কি উজ্জয়িনীকে অস্ত্রঝনঝনায় মুখর ক'রে তুলত না?

মিহির। আপনি হূননায়কের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে কথা কইবেন—রাজধাত্রী!

শিবানী। রাষ্ট্রপাল!

মহাসেন। শিবানীদেবীর প্রতি অশিষ্ট বাক্যপ্রয়োগ? ধিক রাষ্ট্রপাল!

মিহির। মহামাত্য?

মহাসেন। সম্রাট গন্ধর্ব্বসেনের বংশের মহীয়সী ঐ মহিলা, যশোধর্ম্মনের মাতৃসমা ধাত্রী—তাকে আপনি—ধিক্ মহারাও মিহিরকুল!

মিহির। উজ্জয়িনীকে এতদিন রক্ষা ক'রেছিল কে? মিহিরকুলের অস্ত্র, না শিবানীদেবীর মহিমা? গন্ধর্ব্বসেন যখন স্বর্গত, উজ্জয়িনীর সামন্তগণ যখন আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন, শত শত্রুর উদ্যত তরবারি এবং শত ঘাতকের গুপ্ত ছুরিকা যখন বালক যশোধর্ম্মনের রক্তপানের জন্য উদ্‌গ্রীব, তখন কোথায় ছিল শিবানীবাঈ, মহাসেন?

শিবানী। শিবানীবাঈ? শিবানীবাঈ ছিল তখন আকুল প্রাণে প্রভু মহাকালের আরাধনায় নিবিষ্টা—যাতে আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন উজ্জয়িনীর সমরনায়কবৃন্দ ঈর্ষা কলহ বিসর্জন দিয়ে বালক যশোধর্ম্মনের সিংহাসনের চারিপার্শ্বে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়, পশ্চিম ভারতের

হুন তাতার নিষাদ যবন, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় পহ্লব বনচরগণের জিঘাংসা থেকে গন্ধর্ব্বসেনের বংশদুলালকে বক্ষ দিয়ে ঘিরে রক্ষা করে! মহাকাল সে প্রার্থনা পূরণ ক'রেছিলেন শিবানীর। বৈদেশিক শত্রু বিধ্বস্ত হ'য়ে সাম্রাজ্যসীমান্তের ওপারে অপসৃত হ'য়েছিল, প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বীরা শক্তিপরীক্ষায় অবসন্ন হ'য়ে মুখ লুকিয়েছিল অরণ্যের অন্ধকারে, ঐক্যবদ্ধ সংহত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সুরু ক'রেছিল অখণ্ড ভারতে সমুদ্র হ'তে সমুদ্র বিস্তৃত মহাসাম্রাজ্যের সুস্বপ্ন দেখতে! সবই হ'য়েছিল রাষ্ট্রপাল—শুধু কি পরিণামে সাম্রাজ্য-সৌধের দৃঢ়তম স্তম্ভ মিহিরকুলের হঠকারিতায় সমূলে ধ্বংস হবে ব'লে?

মিহির। হোক ধ্বংস! মিহিরকুলের অনুকম্পার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে যে সাম্রাজ্য পরাঙ্মুখ, সে সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়াই উচিত!

শিবানী। অনুকম্পা?

মিহির। অনুকম্পা নয়? জানি, রাজনীতিজ্ঞেরা প্রয়োজন মত স্মৃতিকে খর্ব্ব ক'রে আনতে সর্ব্বদাই পটু। তবু স্মরণ করিয়ে দিই, শুনুন। হুনের দামামা বেজে উঠেছে তখন অবন্তীর সীমান্তে। সম্রাট গন্ধর্ব্বসেন তখন রুগ্ন, মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁর পুত্র যশোধর্ম্মন তখন বালক। সাম্রাজ্যের ধ্বংস, স্বাধীনতার বিলুপ্তি আসন্ন দেখে বৃদ্ধ সম্রাট তখন এই বহুনিন্দিত মিহিরকুলকে আহ্বান ক'রে এনে যে সন্ধির প্রস্তাব ক'রেছিলেন, তাতে স্বীকৃত হওয়ার কি কোন প্রয়োজন ছিল এই হুন দিগ্বিজয়ীর? বাহুবলে যে সাম্রাজ্য অধিকার করা তার অনায়াস-সাধ্য ছিল, তারই রাষ্ট্রপাল পদ গ্রহণ ক'রে সম্রাটের সিংহাসন আর শিশুপুত্রের রক্ষার ভার গ্রহণ যদি মিহিরকুলের অনুকম্পা না হয়, তবে সেটা কি, আপনারাই বলুন!

শিবানী। ব'লছি আমি! সেটা অনুকম্পা নয়, সেটা কূটনীতি! পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মত অবন্তী সাম্রাজ্যকে অত অনায়াসে কুক্ষিগত করা সম্ভব হবে না জেনেই হুননায়ক বাহুবলের পরিবর্ত্তে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন, ধীরে ধীরে উজ্জয়িনীকে হুন সামরিক শক্তির পদানত ক'রবার আশায়। যা'ক, সে বিতণ্ডায় প্রয়োজন নেই। কলহ আমাদের ঈপ্সিত নয়। আমরা চাই—সান্ধিতে যার সূচনা হ'য়েছিল, সন্ধিতেই তার অবসান হ'ক।

মিহির। সন্ধির প্রশ্ন এখন নয়। এখন প্রশ্ন হ'ল আত্মসম্মানের! মিহিরকুল আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবে কুলগ্লানিকারীর তপ্তরক্তে।

মহাসেন ও কতিপয় সামন্ত। রাষ্ট্রপাল। রাষ্ট্রপাল।

মিহির। আমি ধীরস্থিরভাবে সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা ক'রছি—কুলগ্লানিকারীর রক্তে আমি এই কলঙ্ক প্রক্ষালন ক'রব। উজ্জয়িনীর সিংহাসন লম্পটের জন্য নয়।

মহা। আপনি কি নিজে সিংহাসনের প্রত্যাশী?

মিহির। আমি সিংহাসনের প্রত্যাশী নই, সিংহাসন আমার প্রত্যাশী। সিংহাসনে না ব'সেও দীর্ঘ পঞ্চবর্ষকাল আমি ভারত শাসন ক'রেছি। যদি সিংহাসনে আজ আমায় ব'সতেই হয়, তবে ব'সব ভারতশাসনের লোভে নয়, সিংহাসনকে অযোগ্য রাজবংশধরের কবল থেকে মুক্ত ক'রবার জন্য!

মহাসেন। আপনি তাহলে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রছেন?

মিহির। অজয়গড়ে যশোধর্ম্মনকে অবরুদ্ধ ক'রবার জন্য আজই আমি সসৈন্যে যাত্রা ক'রছি।

মহা। তবে আমরা, আমি, শিবানীদেবী এবং এই যে কতিপয় সামন্ত—যাঁরা গন্ধর্ব্বসেনের বংশের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁদের সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি ?

মিহির। আপনারা আমার বন্দী।

শিবানী। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম কিনা মহামাত্য—আজকের এই সভাধিবেশন—আমাদের বন্দী ক'রবার জন্য মিহিরকুলের একটা কৌশল মাত্র ?

মিহির। শিবানীদেবীকে আমি মুক্তি দিতে পারি, যদি—তিনি আমার দৌত্য নিয়ে যেতে রাজী হন, উর্ম্মিলার কাছে।

শিবানী। দৌত্য

মিহির। হ্যাঁ, যশোধর্ম্মন সম্বন্ধে যা খাঁটি সত্য, তাই আপনি নিজমুখে একবার গিয়ে ব'লবেন উর্ম্মিলাকে! ব'লবেন যে যশোধর্ম্মন উচ্ছৃঙ্খল, অকর্ম্মণ্য, বিলাসী, বিকলচিত্ত! ব'লবেন যে সেই অপদার্থ যুবার চাইতে কম্মবীর মিহিরকুলকে বরণ করা যে কোন রাজকন্যার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়ঃ!

শিবানী। স্পর্দ্ধা তোমার মিহিরকুল, শিবানীবাঈ এতখানি নীচ হ'তে পারে ব'লে কল্পনা ক'রেছ তুমি? না. মহামাত্য, এই শক্তিমত্ত হূনের স্পর্দ্ধার যোগ্য উত্তর আমাদের দিতেই হ'বে। ঐ অজয়গড়ের দুর্গশিরে উড্ডীন যশোধর্ম্মনের জয়পতাকা! আসুন আমরা এখান থেকেই তাকে অভিবাদন জানাই, যশোধর্ম্মনের জয়ধ্বনি ক'রে!

মহাসেন প্রভৃতি। জয় সম্রাট যশোধর্ম্মদেবের জয়!

শিবানী। উজ্জয়িনীর আর্য্য সন্তান কে এমন আছে হীন কাপুরুষ —যে হূনের দাসত্ব ক'রবে, গন্ধর্ব্বসেনের বংশধরকে ত্যাগ ক'রে?

মিহির। কুলকর্ণি! ভেরামল। অবিলম্বে বন্দী কর এই নারীকে! শৃঙ্খলিত ক'রে নিক্ষেপ কর অন্ধকূপে। আমি এই ধূর্ত্তা শৃগালীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা ক'রব, তারপর যশোধর্ম্মনকে খণ্ড খণ্ড ক'রে নিক্ষেপ ক'রব পশ্চিম সাগরে!

(যশোধর্ম্মন, বলাদিত্য ও রণধীরের প্রবেশ)

যশোধর্ম্মন। যশোধর্ম্মন আপনার তরবারির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা ক'রবার জন্য আপনার সম্মুখেই উপস্থিত হুননায়ক!

শিবানী। যশোধর্ম্মন? (ছুটিয়া আসিলেন)

মিহির। ভেরামল! কুলকর্ণি। রুদ্রদমন!

মহাসেন প্রভৃতি। জয় সম্রাট যশোধর্ম্মনের জয়!

যশো। শুনুন অবন্তীকোশলের সামন্ত সৈন্যাধ্যক্ষ অভিজাতমণ্ডলী! সর্ব্বসমক্ষে আমার এই ঘোষণা—পিতৃপিতামহের সিংহাসন—যা এতদিন নামেই মাত্র আমার ছিল—আজ থেকে কার্য্যতঃ অধিকার ক'রছি আমি। বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ ক'রে আজ থেকে সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড আমি নিজেই পরিচালনা করব। বলাদিত্য। অজয়গড়, অজয়গড় রণধীর!

সকলে। জয় সম্রাট বিক্রমাদিত্যের জয়!

[জয়ধ্বনি করিতে করিতে—বিক্রম, শিবানীবাঈ, বলাদিত্য, রণধীর ও মহাসেন প্রমুখ কতিপয় সামন্তের প্রস্থান]

(দ্রুত রুদ্রদমনের প্রবেশ)

রুদ্র। কিসের কোলাহল, রাষ্ট্রপাল?

মিহির। পশ্চাদ্ধাবন কর রুদ্রদমন! বিক্রমের ছিন্নশির আমি চাই! ছিন্নশির!

তৃতীয় দৃশ্য

অজয়গড় দুর্গ। উদ্যান।

চন্দ্রা ও উর্ম্মিলা।

উর্ম্মিলা। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। সম্রাজ্ঞি!

উর্ম্মিলা। সম্রাজ্ঞী? না চন্দ্রা, তুমি আমায় উর্ম্মিলা ব'লে ডেকো, 'বোন' ব'লে ডেকো!

চন্দ্রা। কেন?

উর্ম্মিলা। 'বোন' ব'লে ডাকলে, তবু হয়ত চেষ্টা ক'রেও আমি ভা'বতে পারব যে এত বড় একটা আত্মত্যাগ তোমার কাছে দাবী ক'রবার এতটুকু অধিকারও আমার আছে! আর তা যদি না হয় চন্দ্রা,—কে আমি তক্ষকদুহিতা উর্ম্মিলা যে আমার জন্য তুমি যথাসর্ব্বস্ব, যথাসর্ব্বস্বের চাইতেও বেশী—তোমার স্বামী ত্যাগ ক'রবে তুমি?

চন্দ্রা। হিন্দুর মেয়ে ত স্বামী ত্যাগ করেনা!

উর্ম্মিলা। করেনা সত্য! কিন্তু মুখের হাসি তার চিরজন্মের মত মিলিয়ে যায়, দিবসের কর্ম্মের অবসরে আর নৈশ উপাধানের নীরবতায় চোখের জল হয় তার চিরসাথী! আমার ভয় হয় বোন! আমায় সুখী ক'রতে গিয়ে তুমি সারাজীবন চোখের জল ফেলবে, আমি কি তাতে সুখী হব?

চন্দ্রা। সুখী ক'রতে পারেন একমাত্র ভগবান! মানুষে পারে শুধু কর্ত্তব্য ক'রতে। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ক'রব, আমি আর

আমার স্বামী।—তার পর—স্বামীপ্রেম? তা থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রবে কে? হাজার উৎপলার সে সাধ্য নেই বোন!

নেপথ্যে শিবানীবাঈ। উর্ম্মিলা!

উর্ম্মিলা। আমি আসছি— (প্রস্থান)

(সন্তর্পণে উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। উদ্ধব দা?

উদ্ধব। চুপি চুপি শোন্ এক কথা! তুই যদি এখনো সাবধান না হো'স্, তা হ'লে সব গেল!

চন্দ্রা। সব গেল উদ্ধব দা? (মলিন হাস্য)—না—গেছে—?

উদ্ধব। একেবারে গেছে—কি আর? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! আমি তাকে ধ'রে এনেছি।

চন্দ্রা। অ্যাঁ?

উদ্ধব। দেখি—উত্তর পাঁচীলের ধারে দু'টিতে ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ হ'চ্ছে—উৎকলা আর বলাদিত্য। কলা যেই একটু হ'টেছে, আমি একেবারে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে আ'ছড়ে প'ড়লাম। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে—"কি?"—আমি বুক চাপড়া'তে চাপড়া'তে ব'ললাম—"চন্দ্রা বাঁচে কি মরে! বড্ড অসুখ!"

চন্দ্রা। সে কি উদ্ধব দা?

উদ্ধব। (রাগিয়া) তোর ধড়ে বুদ্ধি যোগাবে কি আর ম'লে? দিন দিন বেহাত হ'য়ে যা'চ্ছে, তা কি তোর চো'খে পড়ে না? দিনে রেতে কতক্ষণ দেখা পা'স—শুনি?

চন্দ্রা। কি ক'রে পাবো? একটা লড়াই মাথার উপর!

শ্রীমতী মুকুলজ্যোতি

রাণী ব্যানার্জ্জী

অহীন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল রায়

উদ্ধব। লড়াই? উঃ রে—আমার লড়াই রে! মনের টান থা'কলে যমে টেনে রাখতে পারে না, তা লড়াই! ওদিকে অষ্টটী পহর উৎকলা ওৎ পেতে আছে মুখের উপর! বলি—সে পুরুষ মানুষ ত!

চন্দ্রা। আমার অদৃষ্টের লেখা উদ্ধব দা! (চোখে আঁচল দিল)

উদ্ধব। কাঁদলি—ও চন্দ্রা, কাঁদলি? লক্ষ্মী দিদি আমার! এ কাঁদবার সময় নয়, একটু ইয়ে ক'রতে হবে! শোন তবে বলি, সেই যৌবনকালে আমারো একবার মাথা বেগড়াবে বেগড়াবে গোছ হ'য়েছিল! তা—ব'ললে না পেত্যয় যাবি—জরদ্গবের মা—উঃ, সে কী কাণ্ডরে! এই সাজগোজ, এই গল্পগুজব, এই হাসি ঠাট্টা, এই কথায় কথায় খামোখা গায়ের উপর গড়িয়ে পড়া! বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে ঘ'রে ফিরে আসতে হ'ল!—তুই একটা ভাল কাপড় পরে আসবি দিদি?

চন্দ্রা। থাক্ থাক্, আর ভালো কাপড় প'রতে হ'বে না!

উদ্ধব। তা থাক্! তোকে এমনিতেই দেখাচ্ছে পিত্যিমে খানি! আমার মাথা খাস্ দিদি—একটু রাশ টেনে ধর্! 'নইলে সেও গেল, তুইও গেলি, আমিও গেলাম!

চন্দ্রা। তুমিও উদ্ধব দা?

উদ্ধব। ও ছোঁড়া যদি গোল্লায় যায়, তবে এ বুড়ো বয়সে আমি কি আর বাঁচব? নামেই আমি জরদ্গবের বাপ উদ্ধব, কিন্তু ভগমান জানেন—ছেলেই বল্, বাপই বল্, আর দেবতাই বল্—ঐ মনিব ছাড়া কাউকে আমি জানিনে!

চন্দ্রা। তুমি—তুমি কাঁদলে উদ্ধব দা?

উদ্ধব। কেঁদেছি ত কেঁদেছি! মোদ্দা, তুই একটু রাশ টেনে ধর!

তোর অসুখের কথা শুনেছে, সে আসবে'খন নিশ্চয়ই! তুই একটু আদর ক'রে, একটু এই—এই—ইয়ে ক'রে—বুঝলি নি দিদি?

চন্দ্রা। (মলিন হাসি) বুঝেছি উদ্ধব দা, সে সব আমি ক'রব এখন! তুমি কিচ্ছু ভেবোনা!

উদ্ধব। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি! একবার আবার পূজারী ঠাকুরের কাছে যাব! তাকে ব'লেছিলাম—রোজ রোজ নারায়ণকে একশো আট তুলসী দিতে! তা, ফাঁকি দিচ্ছে কিনা, কে জানে! (প্রস্থানোদ্যত, ফিরিয়া)—ভুলিস নি বোন্, একটু রাশ টেনে—আর একটু ইয়ে ক'রে—বুঝলি দিদি—আমার দিব্যি রইল— (প্রস্থান)

চন্দ্রা। ওরে বোকা বুড়ো! রাশ যার হাতে, টানবার হয়ত সে টা'নবে! তুই আমি কি ক'রতে পারি?

(বলাদিত্যের প্রবেশ)

বলা। চন্দ্রা! চন্দ্রা!

চন্দ্রা। এসো, আমার কিছুই হয়নি। বোকা উদ্ধব দা—তোমায় শুধু শুধু কষ্ট দিলে—

বলা। অ্যাঁঃ?

চন্দ্রা। সে উৎপলাকে তোমার কাছে দেখেছে, আর তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়েছে!

বলা। ওঃ! তবু ভালো!

চন্দ্রা। তুমি ভয় পেয়েছিলে, না?

বলা। চন্দ্রা! (চন্দ্রা নীরব)

তুমি আমার অনেক উপরে! এ আত্মত্যাগের পথ তুমিই আমায় দেখিয়েছ!

চন্দ্রা। পথ দেখিয়েছেন ভগবান!

বলা। এ পথের শেষ কোথায়, তাও তিনিই জানেন।

চন্দ্রা। শেষ ত বেশী দূরে নয়! যুদ্ধটা হ'য়ে গেলেই—

বলা। মিহিরকুলের যুদ্ধের কথা বলছ? সে যুদ্ধের শেষ মানে আমাদের যুদ্ধের আরম্ভ! (চন্দ্রা নীরব)

বলা। উৎপলা সেই পর্য্যন্তই অপেক্ষা ক'রবে!

চন্দ্রা। কেনই বা ক'রবে? উর্ম্মিলাকে ত সে এনে দিয়েছে!

বলা। সে বলে—"সম্রাটের সিংহাসন নিষ্কণ্টক ক'রে দেবার ভার নিয়েছি আমি! তা যতদিন না হ'চ্ছে, পুরস্কারের উপর দাবী আমার নেই!" (ম্লান হাস্য) দম্ভ ওর অনেকখানি!

চন্দ্রা। যুদ্ধে আমরা জিতব?

বলা। বিক্রমাদিত্যের পরাজয় আমি কল্পনা ক'রতে পারিনা।

চন্দ্রা। কেন?

বলা। পুরাণে দৈব কবচের কথা প'ড়েছি! সেই দৈব কবচে আবৃত বিক্রমাদিত্যের দেহ, মন এবং নিয়তি!

চন্দ্রা। কী সে দৈবকবচ, প্রিয়তম?

বলা। সতীর প্রেম! তক্ষশীলা থেকে উর্ম্মিলার আগমনই বিক্রমাদিত্যের বিক্রমকে আদিত্যের মত ভাস্বর ক'রে তুলেছে!

চন্দ্রা। সম্রাটেরও কি ধারণা যে সতীপ্রেম—

বলা। সম্রাটেরও, আমারও!

(চন্দ্রা নীরবে বলাদিত্যের মুখের দিকে তাকাইল)

বলা। আমারও! চন্দ্রা আমায় ভালবাসে—এই ধারণার বলে আমি অপরাজেয়!

চন্দ্রা। (মৃদুকম্পিত কণ্ঠে) অপরাজেয় ?

বলা। অপরাজেয় ! শত্রুর তরবারি ত তুচ্ছ, উৎপলার প্রলোভনও আমায় টলাতে পারেনি, পারবে না !

চন্দ্রা। তুমি ত প্রতিজ্ঞা ক'রেছ !

বলা। প্রতিজ্ঞা ক'রেছি ! সে যা চায়, তা পাবে ! সে চেয়েছে এই দেহ !

চন্দ্রা। দে—হ !

বলা। আর কি ? নর্ত্তকী—সে ভালবাসার কি জা'নবে ?

(অন্তরালে উৎপলার প্রবেশ ও অবস্থিতি)

বলা। ওরা নিতেই জানে, দিতে জানে না।

চন্দ্রা। আর, ভাল যে বাসে, সে দিয়ে তৃপ্ত, নিতে চায় না।

বলা। চন্দ্রা !

[দুইজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল, উৎপলা নির্নিমেষ নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল, সহসা কাঁদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল, বলাদিত্য ও চন্দ্রার ধীরে ধীরে প্রস্থান]

(রণধীরের প্রবেশ)

রণধীর। উৎপলা—না ? (অগ্রসর হইয়া) উৎপলা ! উৎপলা ! এ কি ! তুমি কাঁদছ না কি উৎপলা ?

উৎপলা। আমি—(আত্মসম্বরণ করিয়া) একি ! তুমি ?

রণধীর। তুমি কাঁদছ, উৎপলা ? অ—বাক !

উৎপলা। সত্যিই অবাক, নয় ? আমি যে নর্ত্তকী ! যে নিতে জানে শুধু, দিতে শেখেনি কোনদিন !

রণধীর। কে ব'ললে ? তুমি আমায় দিয়েছ চা'রলক্ষ মোহর—না

দিয়ে এই বিশহাজার সৈন্য সংগ্রহ ক'রেছি আমি—উজ্জয়িনীর সিংহাসন দখল ক'রব ব'লে। কে ব'লেছে নর্ত্তকীরা দিতে জানেনা? তার নাম কর প্রিয়া, এখুনি তার জিভ উপড়ে ফেলে দেব! রণধীরের প্রিয়ার নামে দুর্নাম?

উৎপলা। তুমি রাগ ক'রোনা বন্ধু, কেউ আমার দুর্নাম করেনি।

রণধীর। করেনি? তবে তুমি কাঁদছিলে কেন?

উৎপলা। কাঁদছিলাম—তুমি আমায় কতো—দিন দেখা দাওনি, বল দেখি!

রণধীর। আমি? অ—বাক! তুমি কি সেইজন্য কাঁদছিলে? কেন? কেন? এই ত পরশুই দেখা হ'য়েছিল! পাঁচীলের ধারে!

উৎপলা। প—রশু! তাও পাঁচীলের ধারে! তাতেই যদি আশ মিটত! ওঃ, পুরুষেরা এমনি নিষ্ঠুর হয় বটে!

রণধীর। অনেক কাজের ঝঞ্ঝাট প্রিয়া, জানোই ত! দুটো দিন দেরী করনা আর! সিংহাসনে বসি আগে, তারপর দিনরাত দু'জনে জোড়া পায়রার মত—হাঃ হাঃ হাঃ—কি বল উৎপলা? হাঃ হাঃ হাঃ—

উৎপলা। হিঃ হিঃ হিঃ—তোমার সিংহাসনে ব'সবার আর কত দেরী বল দেখি? আমার ছাই এমনি মনে হ'চ্ছে—ও দরকার নেই আর আমাদের সিংহাসন দিয়ে, হাত ধরাধরি ক'রে দু'জনে বনে চ'লে যাই।

রণধীর। এও কি একটা কথা হ'ল উৎপলা? সব আয়োজন ঠিক, এখন বনে গেলে চলে? দু'দিনের ভিতর যুদ্ধ জয়, মিহির-কুলের মুণ্ডুটি গড়াবে সিপ্রার ধারে, তারপর—বিক্রম—

উৎপলা। বিক্রম—কি—?

রণধীর। বিক্রম কী—তাও আবার জিজ্ঞাসা ক'রছ? মিহিরকুলের গতিই যদি হয় সিপ্রার ধার,—তবে বিক্রম—বোকা ছোক্‌রা—হাঃ হাঃ হাঃ—

উৎপলা। হিঃ হিঃ হিঃ—বোকা ছোকরা বিক্রম—

রণধীর। ভাল ক'রে যে তলোয়ার কোমরে বাঁধতে শেখেনি, হাঃ হাঃ হাঃ—

উৎপলা। হিঃ হিঃ হিঃ—তাই নাকি?

রণধীর। আপনার ব'লতে যার অবন্তী কোশলে পুরুষবাচ্ছা কেউ নেই—হাঃ হাঃ হাঃ—

উৎপলা। হিঃ হিঃ হিঃ—কেউ নেই—কেউ নেই—

রণধীর। একটি ঠ্যালা মারলে যে গড়িয়ে প'ড়বে গিয়ে সমুদ্দুরের জলে—হাঃ হাঃ হাঃ—

উৎপলা। শীগগীর শীগগীর তাকে সেই সমুদ্দুরে ফেলে দেবারই ব্যবস্থা কর ভাই! আমার আর বিরহ যাতনা সইছে না!

রণধীর। হাঃ হাঃ হাঃ, বিরহযাতনা! রো'স না! আগে মিহির-কুলটাকে যমের বাড়ী পাঠাই—তারপর বিক্রমকে—এই কুল্যে একটি ঠ্যালা—

উৎপলা। কারা আস্‌ছে যেন এদিকটায়! আমি পালাই—তুমি ভাই একটু হাত চালিয়ে নাও। যৌবন যে যেতে ব'সেছে—

(প্রস্থান)

রণধীর। হাঃ হাঃ হাঃ—যৌবন যে যেতে ব'সেছে! তা গেলে আর ক'রছি কি! সিংহাসন ত আগে! হাঃ হাঃ হাঃ—

(প্রস্থান)

[বলাদিত্য ও মহাসেনের প্রবেশ। সঙ্গে কতিপয় সামন্ত।]

বলা। মিহিরকুলের সম্মুখীন হ'য়ে লড়াই দেবার আশা বুঝি সমূলেই বিনষ্ট হ'ল, মহামাত্য !

মহাসেন। হুঁ,—

সামন্তগণ। কেন ? কেন ?

বলাদিত্য। কাশ্মীর থেকে নূতন হুন সৈন্য ধেয়ে আসছে, মিহির-কুলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য।

১ম সামন্ত। মিহিরকুলের সৈন্য সংখ্যা এখুনি ত পঞ্চাশ হাজার—

২য় সামন্ত। তার উপর, আরও যদি—বিশ ত্রিশ হাজার এসে পড়ে—

৩য় সামন্ত। আমাদের সৈন্য সংখ্যা এদিকে চল্লিশ হাজারের বেশী নয় !

বলাদিত্য। হতাশ হ'লে ত চ'লবে না, সামন্তগণ ! পরিত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণ করুন !

মহা। পরিত্রাণ ?—　　(হতাশভাবে মাথা নাড়িলেন)

বলা। না, ভুল ব'লেছি আমি। শুধু পরিত্রাণ পেলে আমাদের হবে না ! আমাদের ক'রতে হবে যুদ্ধ জয় ! তারই উপায় নির্দ্ধারণ করুন মহামাত্য !

মহাসেন। বাতুলতা ! একটা বালিকার প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় মিহিরকুলের রোষানলে লাফিয়ে পড়া সম্রাটের পক্ষে অবিবেচনার কাজ হ'য়েছে !

সামন্তগণ। নিশ্চয় !

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। সে অবিবেচনার কুফল আস্বাদনের জন্য, অনিচ্ছুক

বন্ধুগণকে আমি অজয়গড়ে আবদ্ধ ক'রে রা'খব না মহামাত্য ও সামন্তগণ! যাঁর ইচ্ছা, গন্ধর্ব্বসেনের পুত্রকে পরিত্যাগ ক'রে হুন দস্যুদের সাথে মিলিত হ'তে পারেন।

মহাসেন। আমরা ত তা বলি নি সম্রাট!

বিক্রম। আপনারা যা ব'লেছেন, তা অবন্তী সম্রাটের আত্ম-মর্য্যাদাবুদ্ধিকে অতিমাত্র আহত ক'রেছে মহামাত্য! বালিকার প্রেম? বালিকার প্রেমের জন্য রাষ্ট্রবিপ্লবের কাহিনী অন্য কোথাও না শুনে থাকেন, রামায়ণে প'ড়েছেন অবশ্য। আর, অগ্রে প্রস্তুত হওয়া? ভগবান রামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, আমিও যথাসম্ভব প্রস্তুত হবার চেষ্টা ক'রেছি বই কি! তিনিও বনেচর দ্রাবিড়দের নিয়ে বাহিনী গঠন ক'রেছিলেন, আমিও ক'রেছি অবন্তী-কোশলের কৃষক আর শ্রমিক নিয়ে!

মহাসেন। সম্রাট রুষ্ট হ'লেও তাঁকে সুপরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য আমাদের। আমাদের পরামর্শ—সম্রাট আপাততঃ যুদ্ধ চিন্তা ছেড়ে সন্ধির প্রস্তাব করুন!

বিক্রম। সন্ধি—?—সন্ধি আমরা ক'রব না, ক'রব যুদ্ধ!

সামন্তগণ। যুদ্ধ? (হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গী)

(উৎপলার প্রবেশ)

উৎপলা। সম্রাট! মা-জী আপনাদের সকলের জন্য মন্ত্রণাগৃহে অপেক্ষা ক'রছেন!

বিক্রম। মহামাত্য! সামন্তগণ! আপনারা অগ্রবর্ত্তী হো'ন—আমি আর বলাদিত্য এখুনি আসছি— (মহাসেন ও সামন্তগণের প্রস্থান)

বিক্রম। উৎপলার সম্মুখে মন্ত্রগুপ্তি অনাবশ্যক বন্ধু! শোনো—বলি। যুদ্ধ আমরা ক'রব—এবং আজই ক'রব!

বলা। আজই ?—অতর্কিতে ?

বিক্রম। হাঁ, কাশ্মীর থেকে নবাগত হূনবাহিনী মিহিরকুলের সঙ্গে এসে মিলিত হবার পূর্ব্বেই, মিহিরকুলের সুপ্তিমগ্ন শিবিরে অতর্কিতে হানা দেব আমরা ! আজই রাত্রে ! বিলম্ব নয়, দ্বিধা নয়, 'যদি-'র দুশ্চিন্তা নয় !

বলা। না, নিশ্চয়ই না ! বিলম্ব, দ্বিধা এবং দুশ্চিন্তা—ওসব কাপুরুষের জন্য ! আমাদের জন্য জয় বা মৃত্যু ! (প্রস্থানোদ্যত)

উৎপলা। একটু অপেক্ষা করুন সম্রাট ! 'জয় বা মৃত্যু' ! মৃত্যুর আশঙ্কাও যখন আছে—

বিক্রম। নেই—তা কি ক'রে ব'লব উৎপলা ?

উৎপলা। তা হ'লে আমার পুরস্কার ?

বিক্রম। উৎপলা !

উৎপলা। যা চেয়েছিলাম. তা যদি-না-ই পাই,—অগত্যা—

বিক্রম। কি—বল !

উৎ। ঐ মাথার মুকুটটা সম্রাট যদি—প্রসন্ন হ'য়ে পুরস্কার দেন—

বলা। সম্রাটের মাথার মুকুট ?—উৎপলা !

বিক্রম। উৎপলাকে অদেয় বিক্রমাদিত্যের কিছু নেই। এই নাও সখি—　　(মুকুট প্রদান)

উৎ। আমায় 'সখী' ব'লে সম্বোধন ক'রলেন সম্রাট ?—যে নর্ত্তকী—(রুদ্ধ কণ্ঠে)—নর্ত্তকী, যে ভালবাসতে জানে না—শুধু নিতে জানে, দিতে জানে না—　　(প্রস্থান)

বিক্রম। বলাদিত্য, কি ব'ললে উৎপলা ?

বলাদিত্য। (ক্ষণকাল নীরব) কী জানি !—সম্মুখে যুদ্ধ—বিক্রম !—

বিক্রম। হ্যাঁ, যুদ্ধ—!—চল !—　　(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মিহিরকুলের শিবিরে প্রমোদ কক্ষ

মিহিরকুল, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও নর্ত্তকীগণ।

নৃত্য গীত।

মিহির। আবার—আবার! বিজয়োল্লাসে সৈন্য শিবির মুখর ক'রে তোলো যৌবনোৎফুল্লা রঙ্গিনীগণ! তোমাদের নৃত্যচপল নূপুর শিঞ্জিনী মিহিরকুলের শত্রুর কাণে মৃত্যু-দূতের আহ্বানের মতই ভয়াল হ'য়ে বেজে উঠুক!

নৃত্য গীত।

অসি বাজে ঝন্ ঝন্,
তূরী ভেরী গরজন—
　　করি ও তুরগে চলে বীর!
এ সময়ে আঁখি বাণ
হান্ সখি তারে হান্—
　　সব চেয়ে উঁচু যার শির!
রণভূমি রাঙ্গা অরিরক্তে,
চরণ রাঙ্গিয়া সে—অলক্তে,
নেচে চল্ নেচে চল্
কর্ চঞ্চল,
　　অন্তর রণ-বিজয়ীর!

(রুদ্রদমনের প্রবেশ)

রুদ্র। সম্রাটের জয় হো'ক!

মিহির। (লাফাইয়া উঠিয়া) রুদ্রদমন!

রুদ্র। প্রভুর প্রাপ্য সম্মান প্রদানে অগ্রণী হ'য়ে প্রভুভক্ত ভৃত্য কি প্রভুর বিরাগভাজন হ'ল?

মিহির। সম্রাট—আমি?

রুদ্র। আপনি নন, তবে কে? রুদ্রদমনের মত বীর বিদ্রোহীর সেবক ব'লে লোকসমাজে পরিচিত হ'ক, এই কি আপনার ইচ্ছা? অন্ততঃ আমার মুখ রক্ষার জন্যও আপনাকে সম্রাট হ'য়ে ব'সতে হবে।

সৈন্যাধ্যক্ষগণ। আমাদেরও, আমাদেরও, রাষ্ট্রপাল!

রুদ্র। আর রাষ্ট্রপাল নয়! সম্রাট! সকলে বলুন—জয় সম্রাট মিহিরকুলের জয়!

সকলে। জয় সম্রাট মিহিরকুলের জয়!

মিহির। রুদ্রদমন!—তোমার প্রস্তাব—আমি চিন্তা করে দেখি একটু!—সৈন্যাধ্যক্ষগণ! তোমরা আনন্দ কর! সিংহাসন সম্বন্ধে আমার মতামত—আমি পরে এসে তোমাদের ব'লছি! (প্রস্থান)

ভেরামল। রুদ্রদমন! তুমি ধূর্ত্ত!

রুদ্র। ধূর্ত্ত?

ভেরা। তোমার শিবিরে দশ হাজারের স্থানে বিশ হাজার সৈন্য কেন—আজই না রাষ্ট্রপাল তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন তোমার কাছে?

রুদ্র। কী যে বল! কোথায় দশ হাজার সৈনিক? দশ হাজার থা'কবার কথা—দু' এক হাজার হয় ত কোনক্রমে বেড়ে গিয়ে থাকতে

পারে।—কই হে রূপসীরা! তোমরা চুপ চাপ দাঁড়িয়ে ক'রছ কি? হাত-পা খেলাও! বীরের শিরায় রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে, এমন কিছু নাচটাচ দেখাও!

[নর্ত্তকীগণের অসিনৃত্য—নৃত্যশেষে মঞ্চ অন্ধকার হইয়া আসিল, সকলের প্রস্থান। প্রায়ান্ধকার কক্ষে কুলকর্ণি সহ মিহিরকুলের প্রবেশ]

মিহির। আমার ভুল হ'তে পারে না। শত্রুশিবিরে চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রেছি। তুমি একদিকে যাও, আমি একদিকে যাই! সন্দেহজনক কিছু দেখলে তৎক্ষণাৎ ভেরী বাজাবে।

কুলকর্ণি। শত্রুর কি এত সাহস হবে যে—

মিহির। শৈশব থেকে বিক্রমের খেলার সাথী বুনো বাঘ। সাহস তার হ'তে পারে। কিন্তু সে সাহসের পরিণাম হবে—আগুনে ঝাঁপ দিলে পতঙ্গের যা পরিণাম হয়, তাই। কল্যকার প্রভাতসূর্য্য পূর্ব্বাকাশ থেকে যে পৃথিবীর পানে রক্ত চক্ষু মেলে চাইবে, সে পৃথিবী হবে বিক্রমবিহীন পৃথিবী! (উভয়ের প্রস্থান)

[অন্যমনস্কভাবে রুদ্রদমনের পুনঃপ্রবেশ ও সুরাপান]

রুদ্র। কে হবে সিংহাসনের অধিকারী? মিহিরকুল? না, বিক্রমাদিত্য?

(উৎপলার প্রবেশ—তাহার ওড়নায় ঢাকা মুকুট)

উৎপলা। না, বিশহাজার সৈনিকের অধিনায়ক রুদ্রদমন?

রুদ্র। উৎপলা!

উৎ। তোমারই দেওয়া এই আংটি দেখিয়ে শিবিরে ঢুকেছি—শুধু—তোমায় একটি উপহার দেব ব'লে। (মুকুট বাহির করিয়া)—নেবে, বন্ধু?

রুদ্র। আ-শ্চর্য্য!—সম্রাটের মুকুট?

উৎ। সম্রাটের মুকুট! কোথায় পেয়েছি, কেমন ক'রে পেয়েছি, জিজ্ঞাসা ক'রো না! তার সময় নেই! এই সম্রাটের মুকুট, তুমি নেবে? মাথায় প'রবে?—তোমারই জন্য এনেছি!

রুদ্র। আমারই জন্য? আমারই জন্য মুকুট?

উৎ। হ্যাঁ, তোমারই জন্য মুকুট, তোমারই জন্য সিংহাসন! দ্বিধা ক'রো না, বিলম্ব ক'রো না, তার সময় নেই! বিক্রমাদিত্য রাত্রির অন্ধকারের সুযোগে তোমাদের শিবির আক্রমণ ক'রেছে। সিংহাসন যদি চাও, সিংহাসনের পথ পরিষ্কার কর—সে পথের প্রধান অন্তরায় মিহিরকুলকে অপসারিত ক'রে!

রুদ্র। মিহিরকুল—আমার প্রভু—আমার কৃতজ্ঞতা?

উৎ। আগে সিংহাসনে ব'সো, তারপর মিহিরকুলকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে তাকে একটা রাজ্যখণ্ড পুরস্কার দিও! জগৎ জুড়ে ডঙ্কা বা'জবে তোমার কৃতজ্ঞতার! দুর্ব্বল যে, প্রভুর পদানত যে, তার কৃতজ্ঞতার মূল্য কি? মর্য্যাদা কতটুকু?

[নেপথ্যে ভেরীধ্বনি, কোলাহল]

ও কি? ও কি?

উৎপলা। শত্রুর আগমন জা'নতে পেরে ভেরীধ্বনি ক'রেছে মিহিরকুল! এক্ষুনি তুমুল যুদ্ধ বা'ধবে! সে যুদ্ধে—

রুদ্র। আমি হব নিরপেক্ষ দর্শক বিশহাজার সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে! দাও মুকুট!

উৎপলা। না, নিরপেক্ষ দর্শক নয়, তুমি যুদ্ধ ক'রবে বিক্রমাদিত্যের পক্ষে! প্রতিজ্ঞা কর!

রুদ্র। প্রতিজ্ঞা ক'রছি ঈশ্বরের নামে! দাও মুকুট!

উৎপলা। মুকুট আমার কাছে থাক! মুকুট মাথায় দিয়ে তুমি বিক্রমের পক্ষে যোগ দিতে পার না। মিহিরকুল বন্দী হ'ক, তখন আমি নিজের হাতে এই মুকুট পরিয়ে দেব তোমার মাথায়! মুকুটও তোমারই জন্য রইল, সিংহাসনও রইল তোমারই জন্য! এস, যুদ্ধ বেধেছে! তোমার স্থান, তোমার স্থান বিক্রমাদিত্যের পার্শ্বে!

(রুদ্রদমনকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

[নেপথ্যে ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি, জয়োল্লাস]

(মিহিরকুলের প্রবেশ)

মিহির। কোথায় রুদ্রদমন? কোথায় গেল সে বিশ্বাসঘাতক? এই সঙ্গীন মুহূর্ত্তে—আমি নিজে চালনা ক'রব রুদ্রদমনের সৈন্য। দেখি মিহিরকুলের আদেশ অগ্রাহ্য ক'রবার সাহস কার আছে!

(ভেরামলের প্রবেশ)

ভেরা। রাষ্ট্রপাল! রাষ্ট্রপাল!—রুদ্রদমন—

মিহির। রু-দ্র-দমন?

ভেরা। শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে!

মিহির। হে ঈশ্বর! সিংহাসন চাই না, উর্ম্মিলাকে ফিরিয়ে চাই না—চাই রুদ্রদমনের হৃদয় শোণিত! (প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

(উৎপলা ও রুদ্রদমনের প্রবেশ)

রুদ্র। এইবার, এইবার উৎপলা, মিহিরকুল ত পরাজিত! আমি তা হ'লে এইবার বিক্রমাদিত্যকে আক্রমণ করি?

উৎপলা। মিহিরকুল পরাজিত, কিন্তু বন্দী নয়। তাকে বন্দী না ক'রে তুমি বিক্রমকে আক্রমণ ক'রতে পার না। কারণ অনতিদূরেই র'য়েছে কাশ্মীর থেকে আগত নতুন হুন সৈন্য। তাদের সঙ্গে একবার যদি মিলিত হ'তে পারে মিহিরকুল, সে আবার হ'য়ে উঠবে দুর্জ্জয়। একসঙ্গে মিহিরকুল আর বিক্রম—দু'টো শত্রুর সাথে তুমি যুঝবে কি ক'রে?

রুদ্র। তবে? মিহিরকুলকেই বন্দী ক'রবার চেষ্টা করি?

উৎপলা। কী আশ্চর্য্য বুদ্ধি তোমার! ক'রতেই হবে বন্দী!

রুদ্র। কাশ্মীর সৈন্য কোথায় কতদূরে আছে, আমি জানি। মিহিরকুল সেইদিকেই ধাবিত হ'য়েছে নিশ্চয়!

উৎপলা। তবে আর দেরী নয়! তাকে ধ'রে আনো আগে!

রুদ্র। একশো, একশো মাত্র সেপাই নিয়ে আমি মিহিরকুলকে ধ'রে আনতে চ'ললাম উৎপলা! ধ'রবই তাকে, জীবিত কি মৃত!

(প্রস্থান)

(রণধীরের প্রবেশ)

রণধীর। মিহিরকুল পালিয়েছে উৎপলা! আমি তা হ'লে এইবার বিক্রমকে বন্দী করি?

উৎপলা। তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা ক'রছি রণধীর! কোথায় পরাজিত মিহিরকুল? ক্ষণিকের প্রলোভনে রুদ্রদমন তার প্রভুকে ত্যাগ ক'রেছিল, এখন সে অনুতপ্ত চিত্তে আবার ছুটেছে প্রভুকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। মিহিরকুল রুদ্রদমন যদি মিলিত হয়—

রণধীর। সর্ব্বনাশ! তা হ'লে আবার যুদ্ধ হবে! রুদ্রদমনের সৈন্য বিশ হাজার, অদূরে কাশ্মীর থেকে নবাগত হুনসৈন্য বিশ হাজার, দু'পক্ষ মিলিত হ'লে—

উৎপলা। একশো মাত্র সৈনিক নিয়ে রুদ্রদমন ছুটেছে মিহিরকুলকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। তুমি সৈন্য নিয়ে রুদ্রদমনকে আটক কর রণধীর!

রণধীর। দু'শো সৈনিক নিয়ে আমি মিহিরকুল আর রুদ্রদমনকে বন্দী ক'রতে যাচ্ছি উৎপলা! মিহিরকুল আর রুদ্রদমন—জীবিত—কি মৃত! (দ্রুত প্রস্থান)

(বলাদিত্যের প্রবেশ)

বলা। মা-জীকে দেখেছ উৎপলা? তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন শুনছি, কিন্তু কোথাও দেখতে পাচ্ছি না তাঁকে!

উৎপলা। তিনি উত্তর তোরণে ছিলেন ত!

বলা। উত্তর?—(প্রস্থানোদ্যত)

উৎপলা। দাঁড়াও বলাদিত্য! আমার দু'টো কথা আছে—

বলা। কী কথা উৎপলা? আমি ত শপথ পালনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত! তুমি—অপেক্ষা কর—আমি এখুনি ফিরে আসছি!

উৎ। ফিরে এসে দেখ যদি আমি নেই?

বলা। উৎপলা—

উৎপলা। তুমি খুব খুসী হবে বোধ হয়—কেমন?

বলাদিত্য। না, না, না, একি কথা উৎপলা?

উৎপলা। খুসী হবে না? চন্দ্রার সিংহাসন—তোমার হৃদয়ের রাজ্যে চন্দ্রার যে সিংহাসন—তার অধিকার নিয়ে আর কেউ কলহ ক'রতে আসবে না, একথা চিন্তা ক'রেও তুমি খুসী হবে না?

বলা। একথা কেন উৎপলা? আমি ত শপথ ক'রেছি!

উৎপলা। হ্যাঁ, শপথই ক'রেছ, আর কিছু কর নি! (ভগ্নকণ্ঠে) কেমন ক'রে ক'রবে? একি পারা যায়? নর্ত্তকী—যে শুধু নিতে জানে,

দিতে জানে না—তাকে কি ভালবাসা যায়? সেও যে চন্দ্রারই মত মানুষ একটা—এ কথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারা যায়? না, তা যায় না বন্ধু! আমি সেজন্য তোমায় দোষী করি না বলাদিত্য, দোষী আমার ভাগ্য—　　(প্রস্থানোদ্যতা)

বলা। উৎপলা, শোনো, দাঁড়াও—

উৎপলা। (ফিরিয়া) কী শুনব? চন্দ্রা তোমার, তুমি চন্দ্রার—আমি কে? আমার কাজ শেষ হ'য়েছে, আমি যাই!

বলা। না—না—না—

উৎপলা। 'না' কেন বন্ধু? এক বিন্দু ভালোবাসার ভিখারিণী হ'য়ে তোমার দ্বারে এসেছিলাম, তা দেবার শক্তি তোমার নেই! কিসের মোহে আর আবদ্ধ হ'য়ে থা'কব? নর্ত্তকী, বিলাসিনী! তবু যে আমি নারী! ভাল বা'সবার, ভালবাসা লাভ ক'রবার আকুল তৃষ্ণা যে আমার প্রতি রক্তকণায় সজীব! দেহ নিয়ে অনন্ত ছিনিমিনি খেলার অবসরে, অন্তর যে আমার একটী বাঞ্ছিত পুরুষের আগমনের আশায় তপস্বিনী সেজে সেই কোন্ এক কৈশোর উষা থেকে পূজার ডালি সাজিয়ে ব'সে আছে! বাঞ্ছিত পুরুষ তুমি এলে, কিন্তু অন্তরের সে পূজা নিলে না ত তুমি! আমি কেন আর থা'কব? কেন মরীচিকায় শুষ্কতালু হ'য়ে জ্ব'লে ম'রব? কেন শুষ্ক কৃতজ্ঞতার বিদ্রূপ তোমাদের কাছে লাভ ক'রে আমার ধিক্‌কৃত নারীত্বের অভিসম্পাতে তিলে তিলে তুষানল সইব? তার চেয়ে—বিজন বনে, দেবতার চরণধ্যানে, দেখি যদি শান্তি পাই, দেখি যদি ভুলতে পারি, দেখি যদি ভগবানের করুণা লাভ ক'রতে পারি—যে-করুণায়—শতজন্ম পরে হয় ত চন্দ্রা ও উৎপলা এক সাথে মিশে একটি মাত্র নারী সৃষ্টি হবে—একটি মাত্র নারী, বলাদিত্যের একটি

প্রিয়তমা—নাম তার চন্দ্রা নয়, নাম তার উৎপলা নয়, নাম তার শুধু বলাদিত্যের প্রিয়তমা !

বলা। উৎপলা ! উৎপলা ! (হাত ধরিল)

উৎ। উঃ, না ! আমি—আমি—এত—আত্মহারা কেন হ'লাম আমি? যাও বন্ধু, বহু কাজ তোমার সম্মুখে ! আর আমার সম্মুখে —দীর্ঘ—অতিদীর্ঘ মরুপথ ! বিদায়, চিরবিদায় ! চিরবিদায় বন্ধু !

(প্রস্থান)

(বলাদিত্য বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

দৃশ্যান্তর

এক বিজন রুক্ষ পার্ব্বত্য পথ, প্রায়ান্ধকার।

ওঙ্কারনাথ

(গান)

মরুপ্রান্তর জ্বলে খর রবিকরে,
আকুল পিয়াস বিন্দু বারির তরে !
কোথা জীবন-অমৃতবারি,
কাঁদে দিগ্ভোলা পথচারী,
আগুন বাতাস শ্বসিছে মুখের পরে !
আর কত দূরে আছে আশ্রয়,
বনছায়াঘন শান্তি-নিলয়,

হতাশ পথিক আঁখিজলে,
দিশা নাহি পায়, কেঁদে বলে,
"কোথা আছে প্রেম ? নাই, নাই চরাচরে !"
(প্রস্থান)

[ছিন্নবসনা উৎপলা ক্লান্তচরণে প্রবেশ করিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল]

উৎপলা। তৃষ্ণা ! বড় তৃষ্ণা ! জীবনব্যাপী তৃষ্ণা ! কে দেবে এই অভাগিনীর মুখে একবিন্দু তৃষ্ণার জল ?

(ওঙ্কারনাথের প্রবেশ)

ওঙ্কার। জল কেন, অমৃত দেবার জন্যই ত দেবতা তোমায় একদিন ডেকেছিলেন, উৎপলা ! সেদিন তুমি তা নাওনি ! দেবতাকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলে—প্রেমের আশায় ! ভুল ক'রেছিলে ! তবে ক্ষতি হয়নি সে ভুলে ! দেবতার মন্দিরদ্বার এখনো তোমার জন্য মুক্ত ! তুমি ফিরে চল মা সেই অমৃতের উৎসে !

উৎ। প্রভু ! প্রভু !

ওঙ্কার। ভুল ক'রেছিলে, কিন্তু ভুলের রাজ্যে বিচরণ ক'রতে ক'রতে দৈবাৎ দূরাগত সত্যের আলোকও এককণা দেখতে পেয়েছিলে তুমি ! ত্যাগের মহিমা তুমি উপলব্ধি ক'রেছ, সেই উপলব্ধিই পরিত্যক্ত সাধনার পথে আবার ফিরিয়ে এনেছে তোমায় ! এস মা তোমার নিজ স্থানে ফিরে !

উৎপলা। আমায় আশ্রয় দিন প্রভু !

ওঙ্কার। দেব ব'লেই এসেছি। মহাকাল মন্দিরে আর তোমায় নিয়ে যাব না, চল যাই হিমালয়ের নিভৃত সাধনক্ষেত্রে! উজ্জয়িনীতে তোমার কাজও ফুরিয়েছে, আমারও! চল, যাই—

উৎপলা। শান্তি পাব ?

ওঙ্কার। দেবতার ভিতর প্রিয়কে পাবে, কন্যা! এস, যাই!

ওঙ্কারনাথের গান।

ওরে পথ-ভোলা মোর পাশে আয়,
দিব সন্ধান, অমৃত কোথায়,
নিয়ে যাব সুধা-নদীকূলে,
দেবতার দ্বার দিব খুলে,
করুণায় যার সকল তৃষ্ণা হরে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক অধিকৃত মিহিরকুলের শিবির।

[নেপথ্যে সৈনিকগণের আনন্দোল্লাস]

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।

১ম প্রহরী। কি ক'রে ধরা প'ড়ল—মিহিরকুল ?

২য় প্রহরী। বেদম চোট লেগেছিল মাথায়—হুঁস ছিল না। মড়ার গাদায় প'ড়েছিল। মড়া সব সরা'তে গিয়ে—

১ম প্রহরী। ম'রবে না কি ?

২য় প্রহরী। নাঃ, এখন চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে—

(উভয়ের প্রস্থান)

শিবানীবাঈ, বিক্রম, চন্দ্রা ও উর্ম্মিলার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা। সম্রাট !

বিক্রম। উর্ম্মিলা !

উর্ম্মিলা। উৎপলাকে ফেরাও সম্রাট ! কোথায় গেল সে, তন্ন তন্ন ক'রে সন্ধান কর সারা ভারতে !

বিক্রম। না—

উর্ম্মিলা। না ? সম্রাট !

বিক্রম। এ চরম পথ অবলম্বন উৎপলারই উপযুক্ত ! তাকে আমরা বাধা দেব কোন্ মুখে ?

চন্দ্রা। বাধা দেব না ? তাকে ফিরিয়ে আ'নব না ? উর্ম্মিলাকে যে উদ্ধার ক'রে এনেছিল, তাকে আমরা অনাদরে চ'লে যেতে দেব ? আমরা যে শপথ ক'রেছি !

বিক্রম। সে যে শপথ থেকে আমাদের সবাইকেই মুক্তি দিয়ে গেল—চন্দ্রা! সে আমাদের শুধু দিতেই এসেছিল, নিতে আসে নি কিছুই! কিছুই ক'রবার নেই চন্দ্রা! এস—আমরা এইখান থেকেই উদ্দেশ্যে তাকে শ্রদ্ধা জানাই—

(সকলে উদ্দেশে অভিবাদন করিলেন)

(বলাদিত্যের প্রবেশ)

বলা। মা—জী! মা—জী!

শিবানী। বলাদিত্য!

বলা। মা—জী, আমি আপনার পুত্রহন্তা! অভিসম্পাত করুন আমায়!

শিবানী। পু—ত্র—হ—ন্তা?

বলা। রণধীর আর রুদ্রদমনকে ধৃত ক'রবার জন্য—

শিবানী। আমিই ত আদেশ দিয়েছিলাম তোমায়! নর্ত্তকী উৎপলার মুখে তাদের ঘৃণিত চরিত্রের কথা শুনে—

বলা। ধৃত ক'রবার সময়ে ঘোর যুদ্ধে রুদ্রদমন, রণধীর দু'জনাই—

শিবানী। দু'জনাই?—(ক্ষণকাল নীরব) দুঃখ করিনা পুত্র! একদিন তোমায় বলি নাই—রণধীর আমার দেহের পুত্র, আত্মার পুত্র আমার ঐ বিক্রম? সে পুত্র ত আমার এখনো জীবিত!

বিক্রম। মা-জী! মা!

শিবানী। এই তৃপ্তি! আমি বিক্রমাদিত্যের মা—এই আমার গৌরব!

[বন্দী মিহিরকুলকে লইয়া সসৈনিক মহাসেনের প্রবেশ]

শিবানী। সম্রাট! এই তোমার আততায়ী—শত্রু—ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্র-

পাল মিহিরকুল। সিংহাসনের লোভে যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে গিয়েছিল, তাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত কর বিক্রমাদিত্য !

বিক্রম। সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব মিহিরকুলে ও বিক্রমাদিত্যে, সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব চন্দ্রা ও উৎপলায় ! এ দ্বন্দ্ব মানুষের প্রকৃতিজাত ! এর জন্য কাউকে দণ্ডিত করা চলে কি ?

শিবানী। বিক্রম !

বিক্রম। এক নর্ত্তকী পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সিংহাসন দান ক'রে চ'লে গেল ! আর বিক্রমাদিত্য—রাজরক্ত যার শিরায় শিরায় বহমান—সে কি এতই ভীরু, এতই লোভী যে পরাজিত শত্রুকে সে পৃথিবী থেকে অপসারিত ক'রবে—নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপদ ক'রবার জন্য ? হূননায়ক মিহিরকুল ! মুক্ত আপনি !

মিহির। বিক্রমাদিত্য ! বিক্রমাদিত্য !

বিক্রম। আপনি বীরকুলতিলক ! আপনার এ দু'দিনের ভ্রম আমাকে ভুলে যাবার সুযোগ দিন, সাম্রাজ্যের কল্যাণে আপনার অতুলনীয় শক্তি আন্তরিক ভাবে নিয়োগ ক'রে !

মিহির। (ক্ষণকাল নীরব) না সম্রাট্ ! তার প্রয়োজন নেই, মুক্তিই যদি দিয়েছ, তবে অবসরই আমায় দাও তুমি ! ভারতগগনে নব আদিত্যের উদয় হ'য়েছে, বৈদেশিক হূনের সেখানে স্থান কোথায় ?

বিক্রম। ভারত কাউকে পর বিবেচনা করেনি কোনদিন ! মাতৃ-স্নেহে সে অঙ্কে ঠাঁই দিয়েছে বিভিন্ন জাতির শরণার্থীকে !

মিহির। সেভাবে শরণ নিতে আমি ত সক্ষম নই সম্রাট ! আমি বীরস্বাভিমানী ! ভারতে থাক্‌তে চেয়েছিলাম বিজয়ীর মর্য্যাদা নিয়ে,

স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে! তা যখন হ'লনা, আমায় বিদায় দাও তুমি! কাশ্মীরে আমার প্রভুত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ, সেখানেই চ'লে যাই আমি!

বিক্রম। তবে তাই যান! কিন্তু এটাও জেনে যান, কাশ্মীরও ভারতেরই অংশ, এবং ভারতের নব আদিত্য বিক্রমাদিত্য সেখান থেকেও অচিরেই উচ্ছেদ ক'রবে বৈদেশিক প্রভুত্বের!

মিহির। আমি কাশ্মীরের নব রণাঙ্গনে তোমার বিজয়বাহিনীর প্রতীক্ষা ক'রব বিক্রমাদিত্য! জানি—তোমার এ নব উদ্যমে বাধা দেবার শক্তি কাশ্মীরেও আমার হবেনা, তবু—ঐ যে ব'ললাম—বীরত্বের অভিমান ভুলতে পারিনা, জীবনপণে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রব—স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রবার! বিদায়! তোমার উদারতার বিনিময়ে শুভকামনা জানিয়ে যাই—অখণ্ড ভারতের একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী হ'যে অতুল গৌরব লাভ কর তুমি বিক্রমাদিত্য! (প্রস্থান)

—যবনিকা—